পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নয়

মাওলানা তারিক জামিল

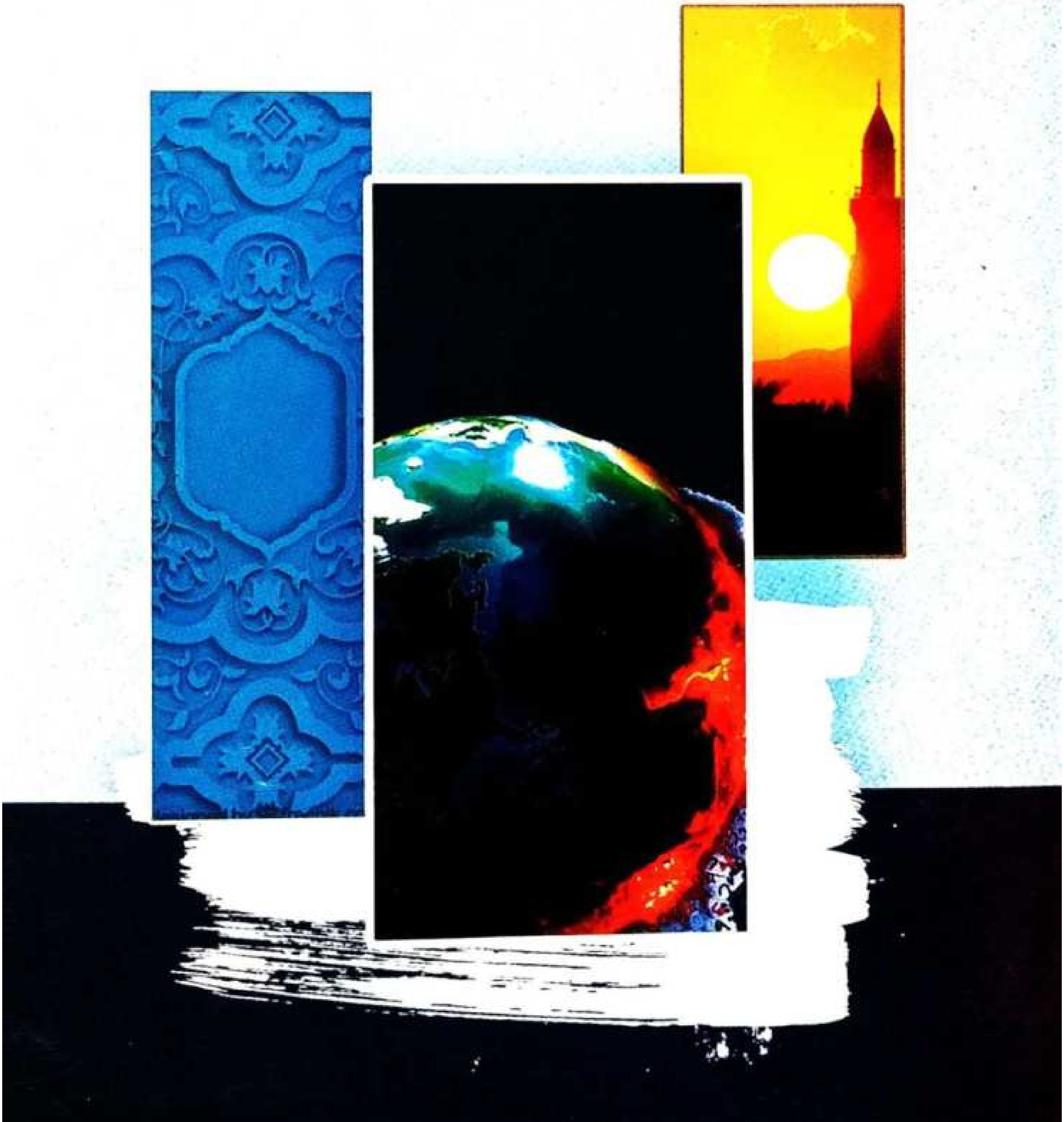

পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নয়

মূল

মুবাল্লিগে ইসলাম

মাওলানা তারিক জামিল

অনুবাদ

মাওলানা কাওসার বিন নুরুদ্দীন

দাওরায়ে হাদীস, হোসাইনিয়া আশরাফুল উলুম

বড় কাটারা মাদরাসা, ঢাকা।

প্রকাশনায়

বিন্‌নুরী লাইব্রেরী

পাঠক বন্ধু মার্কেট ৫০/বাংলাবাজার, ঢাকা।

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০১৮ ইং

পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নয়

মূল ❑ মুবাল্লিগে ইসলাম মাওলানা তারিক জামিল
অনুবাদ ❑ মাওলানা কাওসার বিন নুরুদ্দীন

প্রকাশক ❑ মাওলানা নুরুদ্দীন ফতেহপুরী

প্রকাশনায় ❑ বিননুরী লাইব্রেরী
পাঠকবন্ধু মার্কেট, ৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল :০১৭২২৩৫৫৫৯৭

সর্বস্বত্ব ❑ অনুবাদক কর্তৃক সংরক্ষিত

হাদিয়া : ১২০.০০ টাকা

ISBN : 978-984-90310-1-7

প্রাপ্তিস্থান

মক্কা পাবলিকেশন্স
রাহনুমা প্রকাশনী
আল মাহমুদ প্রকাশন
মাকতাবাতুস সাহাবা
মুনতাখাব প্রকাশনী
আশরাফিয়া বুক হাউজ
মাহমুদিয়া লাইব্রেরী
দারুল কুরআন
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

তাবলীগী কুতুবখানা
ইসলাম পাবলিকেশন্স
আযাদ লাইব্রেরী
সাজিদ প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট, ৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

পূর্ব কথা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। মহান রাব্বুল আলামীন কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামকে তাঁর মনোনীত ধর্ম হিসেবে নির্বাচিত করেছেন। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। আর তাঁর উম্মত হিসেবে এ দ্বীনকে দুনিয়াতে ছড়িয়ে দেয়া আমাদের দায়িত্ব।

আজ বড়ই পরিতাপের বিষয় আমরা দায়িত্ব ভুলে গেছি। আজ দুনিয়াতে কোটি কোটি মানুষ ইসলামের আলো থেকে বঞ্চিত। আমার আপনার দায়িত্ব ছিল এসব বেদ্বীন মানুষগুলোকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে আল্লাহর পথে জুড়ে দেয়া।

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহর পথে জুড়ে দেয়ার এ কাজই সম্পাদন করছে বিশ্ব তাবলীগ জামাত। উলামায়ে দেওবন্দ। হক্কানী পীর মাশায়েখগণ। নিঃস্বার্থভাবে যারা আল্লাহর পথে ডাকছে পথ ভোলা বান্দাদের। দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে হাজার হাজার মুবাল্লেগ ছুটে বেড়াচ্ছেন পৃথিবীর পথে পথে। তেমনই একজন মুবাল্লেগ মাওলানা তারিক জামিল। তাঁর বয়ান হৃদয়স্পর্শী। যাঁর বয়ান হৃদয়কে করে রাখে সম্মোহিত। মাওলানার অক্লান্ত পরিশ্রম ও দাওয়াত এবং হৃদয়স্পর্শী বয়ানের বদৌলতে শত শত নারী পুরুষ তওবা করে সঠিক পথে ফিরে এসেছে।

"পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নয়" নামক বইটি এমনই কিছু বয়ানের নির্বাচিত অংশ। সে বয়ানগুলোতে তিনি অত্যন্ত আবেগী ভাষায় মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন জান্নাতের পথে ফিরে আসার। যা বাংলা ভাষায় আপনাদের জন্য আমাদের পরিবেশনা। আমরা আশা রাখি মাওলানার এ কথাগুলো সবার হৃদয়ে হেদায়েতের নূর হয়ে জ্বলবে। তাহলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

আমি আমার এ ক্ষুদ্র মেহনতের সবটুকু মুমিন হৃদয়ের আশার আলো, পূর্ণিমার চাঁদের চেয়ে চমকিত মদীনার পরশ মানিক মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চরনে নজরানা পেশ করলাম। আর এর সাওয়াব ও প্রতিদান কিছু থাকলে তা আমার মুহতারাম পিতা-মাতা ও সারেতাজ আসাতিজাগণের সমীপে নিবেদন করলাম। হে আল্লাহ! আপনি কবুল করুন। আমীন।

মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়। ভুল-ক্রটি থাকাটাই স্বাভাবিক। তাই ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আর অবগত করলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নিব ইনশাআল্লাহ।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

জগতের বাস্তবতা এটাই....................৭
শেরশাহ সুরীর আক্ষেপ....................৮
দু'দিনের দুনিয়া....................৯
রুস্তমে হিন্দ-এর কবর....................১১
এই হলো জীবনের হাকীকত....................১১
মৃত্যুর কাছে সবাই পরাজিত....................১৪
সম্পদের লোভ, পরকালকে ভুলিয়ে দেয়....................১৫
জান্নাতের মনোরম জগত....................১৭
যখন আসবে মৃত্যুর ডাক....................২০
হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর আখেরাতের ভয়....................২২
একটি ঘটনা....................২৩
পাথরী হৃদয়....................২৪
জাহান্নামের স্তর....................২৬
জাহান্নামের স্তর সাতটি....................২৭
মৃত্যুর আগে তওবা করো....................২৮
ভাবনার বিষয়....................৩০
আল্লাহর সন্তুষ্টিই আমাদের প্রধান কাজ....................৩১
দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী....................৩২
ঈমান সবার আগে....................৩৫
বেহায়াপনা আল্লাহ্ সহ্য করেন না....................৩৮
কারুনের অবাধ্যতা....................৪০
আমাদের চিন্তার দুর্বলতা....................৪২
তিনি কেঁদেছেন, আমাদের জন্য....................৪৪
নববী আদর্শ....................৪৬
বান্দার কাছে আল্লাহর চাওয়া....................৪৮
কিভাবে সহ্য করবে জাহান্নামের আগুন?....................৫২
জাহান্নামের সাতটি অংশ....................৫৩

জাহান্নাম যাদের জন্য ৫৪
এক শিশুর জাহান্নামের ভয় ৫৭
জাহান্নামীদের সংখ্যা ৫৭
চারদিকে শুধুই আগুন ৬১
হায় কি কঠিন যে আযাব ৬৪
আমাদের উপায় কি? ৬৭
মৃত্যু কেন আসে? ৬৯
হযরত ইবরাহীম আদহাম (রহ.)-এর চিন্তা ৭২
আল্লাহর রহমত ৭৩
হে যুবক! ৭৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

হতাশ হবেন না ৭৯
এক গুনাহগার যুবকের তওবা ৮৩
বান্দার তওবায় আল্লাহর খুশি ৮৫
নিজের প্রতি দয়া করো ৮৭
মৃত্যু মুমিনের উপহার ৯০
নামাযের একাগ্রতা ৯৩
আমার এক ক্লাস মেটের ঘটনা ৯৩
অবধারিত মৃত্যু ৯৬
এখন তারা পোকার খাদ্য ৯৭
মৃত্যুর প্রস্তুতি ১০০
আল্লাহর আনুগত্যের মর্যাদা ১০২
দুনিয়া প্রতারণার বাজার ১০৫
দুনিয়ার জীবনে পরকালের প্রস্তুতি ১০৮
ঈমান সবচেয়ে বড় সম্পদ ১১১
মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ১১৪
হালাল হারাম চেনো ১১৭
আমাদের উদাসীনতা ১১৯
আল্লাহকে আমাদের প্রয়োজন ১২২
ভুল শিক্ষা ১২৫

প্রথম অধ্যায়

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ . اَمَّا بَعْدُ

জগতের বাস্তবতা এটাই

প্রিয় ভাই ও বোনেরা আমার!

পৃথিবীতে প্রত্যেকটা মানুষই নিজ নিজ মেহনতের একটি গন্তব্য ঠিক করে নেয়। আর এ গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছাকে মানুষ সফলতা মনে করে। আর গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছতে না পারলে তাকে ব্যর্থতা মনে করে।

আমাদের অসহায়ত্ব হলো জীবনে আমরা যে লক্ষ্য ও গন্তব্য ঠিক করে রাখি, সে পর্যন্ত পৌঁছতে পারে খুব অল্প মানুষ। মাঝপথেই হাজির হয় মৃত্যু। জীবনের মালিক আল্লাহ তায়ালা। আল্লাহ তায়ালার হাতেই এর লাগাম। তিনি যে সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন, বা নেন, তা আমাদের আশা আর স্বপ্ন বাস্তবায়নের ব্যবস্থাপনা দেখে করেন না। করেন নিজের ইচ্ছানুযায়ী।

এ কেমন আজব জগত যে, মানুষ আপন জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঠিক করে। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষই সেই লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছার আগেই মৃত্যুবরণ করে। আর যারা লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছে, তাদেরও জীবনের অন্তিম সময় এসে যায়। জীবনের দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে যখন সফল হয়, তখন তারও চলে যাওয়ার সময় হয়ে যায়। বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন রকম অসুস্থতা দেখা দেয়। খাবারে রুচি হয় না। অথচ কত খাদ্য ফ্রিজে পড়ে আছে। রাতে ঘুম হয় না। অথচ আরামদায়ক শয্যা তাঁর জন্য বিছানো আছে। এসব তার কোন কাজেই আসে না। শুধু দীর্ঘশ্বাস, আর হতাশা। একসময় মৃত্যুর ডংকা বেজে উঠে। সব ছেড়ে যুগ যুগের পরিশ্রমের ফসল অন্যদের হাতে তুলে দিয়ে কবরের বাসি.. হয় যায়। আপনি খেয়াল করে দেখুন, সমস্ত জগতের বাস্তবতা এটাই।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

অনেক বড় বঞ্চনার বিষয় যে, জীবনের লক্ষ্যে পৌছার পর তাদের কাছে সর্বোচ্চ সত্তর আশি বছর সময় থাকে। তারপর তারা সব ত্যাগ করে চলে যায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিস্ময়কর ব্যবস্থাপনা এমনই যে, তিনি আমাদের মাঝে চাহিদা রেখেছেন অসংখ্য। কিন্তু জীবন দান করেছেন সংক্ষিপ্ত। চাহিদা অনেক, জীবন তার চেয়েও ক্ষুদ্র। জীবনের চেয়ে বেশি চাওয়া আছে, চাহিদার শেষ নেই। চাহিদার হিসাব করলে বয়সের দ্বিগুণ হয়ে যাবে। চাওয়াকে জীবনের বৃত্তে বাধা যায় না। বৃত্ত ভেঙ্গে বেরিয়ে যায়। জীবন নিঃশেষ হয়ে যায়। চাহিদা থেকে যায়।

আমি যা বলছি তা শুধু এ যুগের চিত্রই না। বরং শত শত বছর এ ধারা চলে আসছে। কোরআনে পাকে আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

أَلْهَىٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۝١ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝٢

প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে গাফেল করে রাখে। এমনকি তোমরা কবরস্থানে পৌছে যাও। (সূরা তাকাসুর : ১,২)

শেরশাহ সুরীর আক্ষেপ

শেরশাহ সুরী, দিল্লি বিজয় করেন শেষ বয়সে। দিল্লি বিজয় করে একটি মূল্যবান উক্তি করেছেন তিনি। তার সেই উক্তি জগতের সব মানুষের জন্যই প্রযোজ্য। তিনি বলেছেন, আমার মাথার উপর ক্ষমতার সূর্য সে সময় উদয় হয়েছে, যখন আমার নিজের জীবন সূর্য অস্তপ্রায়। তিনি ষাট বছর বয়সে দিল্লি জয় করেন। মাত্র ছয় বছর ক্ষমতার স্বাদ পেয়েছিলেন। ছেষট্টি বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তার উক্তি সত্য প্রমাণিত হলো, ক্ষমতার সূর্য যখন চমকালো, তখন নিজের জীবনের সূর্য অস্ত গেলো।

এই তো জীবন। জীবন এমনই। ক্ষণস্থায়ী। অল্প কয়েকদিনের। এই অল্প কদিনের জীবনে নিজের চাওয়া পাওয়ার আপন পরিকল্পনায় মানুষ হয়ত পূর্ণতা পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম হয়। যখন পৌছে, তখন মৃত্যু তার মাথার উপর এসে যায়।

দু'দিনের দুনিয়া

আমরা এ জগতে মাত্র অল্প ক'দিনের বাসিন্দা। রঙিন দুনিয়ার মায়া ছেড়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে হবে। হয়ে যাব কবরের বাসিন্দা। এই তো মানুষের নিয়তি। এটাইতো বাস্তবতা। তারপরও কেন উদাসীন? আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের কাছে কি চান, আর আমরা কি করছি?

আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে আমার বান্দা! তুমি চাও এক আর আমি চাই আরেক। তোমরা আমার ইচ্ছা ও চাহিদার কাছে আত্মসমর্পণ করো, তাহলে তুমি যা চাইবে তা আমি তোমাকে দান করব। তুমি তোমার চোখ দিয়ে দুনিয়ার চাকচিক্য দেখ।' আকাশ দেখ, নদী দেখ, সাগর দেখ, সুশোভিত বৃক্ষরাজী দেখ। এগুলো দেখার জন্যই তোমার দুটি চোখ আমি দিয়েছি। তোমার চোখ একটি নেয়ামত। আমার সৃষ্টির সৌন্দর্য ও নেয়ামত। এগুলো তোমাদের জন্যই। কিন্তু একটি সীমা আছে। দেখতে গিয়ে সেই সীমা লংঘন করো না। কোরআনে কারীমে বলা হয়েছে–

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ

ঈমানদার পুরুষদেরকে বলে দিন, তারা তাদের চোখগুলোকে অবনত রাখুক। (সূরা নূর, আয়াত : ৩০)

قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ

ঈমানদার মহিলাদেরকে বলে দিন, তারা তাদের চোখগুলোকে অবনত রাখুক। (সূরা নূর, আয়াত : ৩১)

দুনিয়াতে দেখা হারাম নয়, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা বলে দিয়েছেন তোমরা তোমাদের চোখগুলোকে অবনত রাখো। সীমা লংঘন করো না।

আমি তোমাকে শুনতে বারণ করিনি। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, তোমরা হারাম শুনো না। ভুল ও মিথ্যা কথা থেকে তোমাদের কানগুলোকে হেফাযত করো। তোমাদের জবানকে হেফাযত করো।

দ্বীনের উপর চলা কঠিন হতো যদি আল্লাহ তায়ালা বলতেন, তুমি অন্ধ হয়ে থাক, দেখতে পারবে না। তুমি বধির হয়ে যাও, শুনতে পারবে না। তুমি ক্ষুধার্ত থাক, খেয়ো না। তুমি বোবা হয়ে যাও, কথা বলতে পারবে না। তুমি লেংড়া হয়ে থাকো, হাটা যাবে না।

আল্লাহ্ তায়ালা এসব বলেন নি। তিনি সব কিছুর জন্য একটি সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে, এতটুকু তুমি দেখতে পার। এতটুকু নয়। আমরা সবাই জানি কি দেখা যাবে, আর কি দেখা যাবে না। কি শোনা যাবে আর কি শোনা যাবে না। কি বলা যাবে আর কি বলা যাবে না। সত্যটা বলতে হবে। মিথ্যা বলা যাবে না। কোরআন পড়, কোরআন শোন। গান শোন না। অর্থাৎ যা আমি চাই, তা করবে। তাহলে আমি তাই করব, যা তুমি চাও?

আরে ভাই! দুনিয়াতে কতদিন পর্যন্ত দেখবেন? দেখতে দেখতে একদিন চোখের পাওয়ার কমে যাবে। চোখে চশমা উঠবে। তারপর একসময় চশমাও কোন কাজে আসবে না। চোখের আলো আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত। একদিন তা নিভে যাবে। আলোহীন চোখ কিছুই দেখতে পাবে না।

কান দ্বারা আর কতদিন শুনবেন? একদিন কানের পর্দায় তালা লেগে যাবে। বধির হয়ে যাবেন। কিছুই শোনবেন না। কানে যন্ত্র লাগানো হবে। একসময় যন্ত্রও বেকার হয়ে যাবে। মুখ দ্বারা কতদিন পর্যন্ত কথা বলবেন? কতদিন পর্যন্ত চেচাবেন? একদিন এ জবান বন্ধ হয়ে যাবে। জিহ্বা নড়বে না। তারপর এ আওয়াজ চিরদিনের জন্য নীরব হয়ে যাবে। এই শরীর কতদিন থাকবে? আর কতদিন পর্যন্ত তুমি শরীরের চাহিদার পায়রবী করবে? একদিন পেশীবহুল শরীর এ লাবণ্যময় চেহারায় ভাঁজ পড়ে যাবে। এই রূপ সৌন্দর্য একদিন হারিয়ে যাবে। আর এই চেহারা, যার জন্য এত গর্ব, এত চাহিদা, যার দর্শনে চোখ কখনও ক্লান্ত হতো না, এই চেহারায় একবার চোখ পড়লে চোখ ফিরিয়ে নিতে মন চাইতো না। একদিন তা বিরক্তিকর বিশ্রী বস্তুতে পরিণত হবে?

তোমার দেহ ভরা যৌবন ছিল। সদম্ভে হেটে বেড়াতে যে পা দিয়ে। ভরা যৌবনে সদম্ভে দেখিয়ে বেড়াতে যে শরীর। আজ তা ন্যূয়ে পড়েছে বয়সের ভারে। আজ এতই দুর্বল যে দুজন মানুষের কাঁধে ভর দিয়ে তোমাকে চলতে হয়। পা দুটি মাটিতে স্থীর হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। অন্যের সাহায্যে চলতে হয়। এ শরীর আজ বিছানায় পড়ে আছে। গড়াগড়ি খাচ্ছে। উঠতে পারছে না। এসব ভাবনার বিষয়। এটাই তো বাস্তবতা। এ যৌবন হারিয়ে যাবে। জীবন প্রদীপ নিভে যাবে। একদিন মাটির নিচে

দাফন হয়ে যাবে এ দেহ। তারপর একটি সময় আসবে, যেন কেউ কারও না।.

এই মা এই বাবা, পুত্র, কন্যা, ভাই, বোন সবাই ভুলে যাবে। তার পর আমি একটি ভুলে যাওয়া কাহিনীতে পরিণত হবো। ভুলিয়ে দিবে দুনিয়ার ব্যস্ততা। একসময় কবরের চিহ্ন পর্যন্ত মুছে যাবে। নাতির জানা থাকবে না তার দাদার কবর কোথায়। আজ তো ছেলে মেয়েরাও অনেক সময় ভুলে যায় বাবার কবর কোথায়?

রুস্তমে হিন্দ-এর কবর

মাওলানা তারীক জামীল সাহেব বলেন, এক সাথীর কবরে ফাতেহা পড়তে আমি মিয়ানী শরীফ নামক কবরস্থানে গেলাম। কবরস্থানে পৌছার পর একটি কবর আমাকে থামিয়ে দিল। সে এক ভাঙ্গা-চুরা এমন অবহেলিত কবর! আমার মনে হলো যেন এ কবরটির কথা স্মরণ করার মত কেউ নেই। অথচ তার সাথে আমার বিশেষ সম্পর্ক নেই। তবে সম্পর্ক একটা আছে, তা হলো ঈমানের সম্পর্ক। এ বন্ধনে পৃথিবীর সকল মুসলমানই পরস্পর আত্মীয়। আমি কবরটির দিকে এগিয়ে গেলাম। ভাবলাম, হায় আল্লাহ! মানুষ এভাবে হারিয়ে যায়? কাছে গিয়ে দেখলাম কবরের ফলকে খোদাই করে লেখা, রুস্তমে হিন্দ এর কবর। লেখা আছে, জন্ম ১৮৪৪ খৃ. ও মৃত্যু ১৯০৮। আমার কান্না এসে গেল। আমি আমার সাথীর কবরে ফাতেহা পড়ার কথা ভুলে গেলাম। আমি রুস্তমে হিন্দের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে ফাতেহা পড়লাম। আমার মন বলছিলো, পৃথিবীর সকল মানুষ বুঝি এ কবরের কথা ভুলে গেছে। কি অসহায় ভাবে পড়ে আছে রুস্তমে হিন্দ।

এই হলো জীবনের হাকীকত

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

আমাদের আশাগুলো পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই ধ্বংস এসে যায়। আমাদের কষ্টের অর্জনগুলো অন্যের হাতে চলে যায়। আমি তো উপার্জন করতে করতেই জীবন শেষ করে ফেলি, সে উপার্জন আমার কোন কাজে আসে না। আমার

হাড় গোশত মাটির সাথে মিশে যায়। সাথে আমাদের স্বপ্নগুলোও হারিয়ে যায়। আমার তৈরী বিশাল অট্টালিকা আমার থাকে না। আমার সন্তানরা আমার থাকে না। দুনিয়ার সব ব্যস্ততায় তারা আমাকে ভুলে যায়। দুনিয়ায় অনেক বড় লোক, ধনাঢ্য আমি এ-কবরে রিক্ত হাতে পড়ে থাকি। এ সম্পদ আমার থাকলো না। বিশাল অট্টালিকা আমার থাকলো না। সন্তানরাও আমার থাকলো না।

কেন এমন হয়? ভাবুন তো। চিন্তা করা উচিত। এ সম্পদতো আমার জন্য পরকালের মুনাফা হতে পারত। যদি সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার হতো। সম্পদ দিয়েও জান্নাত কামাই করা যায়। সন্তানের কারণে ও জান্নাত-কামাই করা যায়। যদি সন্তানকে দ্বীনদার বানানো যায়। সন্তানকে তো এমনভাবে গড়ে তুলি, যে আমার মৃত্যুর পর কবরে একবার ফাতেহা পড়ারও সময় পায় না। যদিও সময় পায়, তাহলে ফাতেহা পড়ে দোয়া করার জন্য মাওলানা খুঁজতে হয়।"

আজ আমাদের ঘরগুলোতে এতটুকু পরিবেশও বিদ্যমান নেই, বাস্তবতা বড়ই করুণ, ঘরগুলো অশান্তির আগুনে পুড়ছে। মনে হয় যেন জাহান্নামের আগুন জ্বলছে। ক্ষোভ, হতাশা, লোভ হিংসা, গীবত, সব আজ ঘরে ঘরে বিদ্যমান। এসবই হচ্ছে দ্বীন না থাকার কারণে। আর দ্বীনী পরিবেশ না থাকার কারণে আমার সন্তানরা ও দ্বীন শিখা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আর আমার মৃত্যুর পর এ সন্তানরা আমার কোন কাজেই আসছে না।

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ

তোমরা জেনে রাখ। দুনিয়ার জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক গর্ব অহংকার, ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগীতা ব্যতীত আর কিছু নয়। (সূরা হাদিদ : ২০)

প্রিয় ভাই ও বোন আমার!

শেষ পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে সবাইকেই। অথচ আমরা এ শেষ পরিণতির কথা ভাবি না। ভাবি কেবল সন্তানের পড়াশোনা, সম্পদ কামাই করার কথা। জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দের কথাই কেবল ভাবি। সকল শক্তি

মেধা ও সামর্থ্য এ পথেই বিলিয়ে দেই। অথচ দ্বীনদারীর পথটা কঠিন কিছু ছিল না। এখানে আমার সাথে আমার পিতা-মাতা সন্তানরা আছে। আত্মীয় স্বজনরাও আছে। আমার বিপদে দাঁড়ানোর মতো সবাই আছে। কিন্তু সে সময়টা তো খুবই কঠিন। যখন আমাকে আমার সন্তানরা বাঁচাতে পারবে না। বাঁচাতে পারবে না আমার পিতা-মাতা, স্ত্রী ও। যখন চিকিৎসক আমার পাশে দাঁড়িয়ে বলবে, এখন তো আল্লাহর হাতে তোমাকে ছেড়ে দিতে হবে। যখন আমি দ্রুত শ্বাস নিতে থাকবো। যখন আমার প্রাণ আমাকে ছেড়ে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হবে। যখন দৃশ্যমান সবকিছুই আমার দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতে থাকবে। দৃষ্টির আড়াল হয়ে যাবে আমার স্ত্রী সন্তান বাড়ি গাড়ি। এ সময়টা বড়ই করুণ। প্রকৃত অর্থে তখনই আমি কারও সাহায্যের মুখাপেক্ষী হব। এখানে এসে যা আমাকে সাহায্য করবে, সেটাইতো প্রকৃত সাহায্য।

চলন্ত জানাযার দিকে তাকিয়ে দেখ। জানাযা ডেকে একথাই বলে, এই পৃথিবীটা আবাদযোগ্য নয়, ধ্বংস যোগ্য। জানাযা ডেকে এ কথাই বলে, এখানে থাকার জায়গা নয়। চলে যেতে হয়। পৃথিবীটা হাসার জায়গা নয়, কাঁদার জায়গা।

এখানকার নিবাস ধ্বংস হয়ে যায়। এখানকার ঘর নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এখানকার সম্পদ লুট হয়ে যায়। এখানকার ধন-ভাণ্ডার হারিয়ে যায়।

এ পৃথিবীকে, এখানকার সম্পদকে যে ভালবাসে, পরকালের প্রতিযোগীতায় সে হেরে যায়। একবার ভেবে দেখো, যে স্ত্রী সন্তানের জন্য আল্লাহ তায়ালার অবাধ্য হয়েছিলে, আজ তোমার দুর্দিনে কেউ তোমাকে সাহায্য করতে পারছে না। আহ! এ ব্যর্থতার শেষ কোথায়? এ ভুলের কি জবাব দিবে তুমি?

তোমার কি কবরের কথা মনে পড়ে না? কবরের অন্ধকারে থাকতে পারবে তো?

তোমার কি মনে পড়ে না কবরের গরমের কথা? গরম কবর শীতল করার কি কোন আমল কামাই করেছো?

তুমি কি জাহান্নামের কথা ভুলে গেছো? জাহান্নামের আযাব সইতে পারবে তো?

দুনিয়ার আরাম আয়েশের জন্য কত সাধনা! অথচ চিরস্থায়ী জান্নাতের অফুরন্ত নেয়ামতের কথাই ভুলে আছো।

তুমি কি মহান রাব্বুল আলামীনের দীদারের কথা ভুলে গেছো? অথচ দাবী করো তুমি মুসলমান। এটা দাবী করো। অথচ কথায় কাজে বিস্তর ফারাক। এমন অলসতা অবজ্ঞার ভেতর জীবনটা কাটিয়ে দিলে? পাথরের চেয়েও কঠিন এ হৃদয়। মহান সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করলে না। যৌবনেও না, বার্ধক্যেও না। অবশেষে মৃত্যু গাফলতের ভেতর দিয়েই এসে দাঁড়ালো। মনে রাখতে হবে, আমরা যতই কবরকে ভুলে যাই না কেন, কবর কিন্তু আমাদের ভুলে না। আমরা যত গোপনেই গুনাহ করি না কেন, আল্লাহ তায়ালা কিন্তু সব দেখছেন।

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ

তুমি কখনও মনে কর না, জালিমরা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ উদাসীন। (সূরা ইবরাহীম, ৪২)

মৃত্যুর কাছে সবাই পরাজিত

ওয়াসেক বিল্লাহ। এক বিখ্যাত বাদশা। তার চোখে চোখ রেখে কেউ কথা বলতে সাহস করতো না। তার চাহনিতে প্রতাপ ঝরে পড়ত। তাকে যখন মৃত্যু এসে থাবা দিয়ে ধরে, তখন সঙ্গে সঙ্গে আকাশের পানে হাত তুলে, বলতে থাকে–

يَامَنْ لَا يَزَالُ مُلْكُهُ اِرْحَمْ مَنْ زَالَ مُلْكُهُ

হে অবিনশ্বর রাজত্বের অধিপতি! সেই অসহায়ের প্রতি করুণা কর যার রাজত্ব হারিয়ে গেছে।

কত প্রতাপান্বিত বাদশা। যার চোখে চোখ রেখে সমকালীন কোন শক্তিধর নেতা কথা বলার হিম্মত করেনি। অথচ মৃত্যুর পর যখন তার শরীর সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো। হঠাৎ করেই চাদরের নিচে নড়াচড়া লক্ষ্য করা গেল। উপস্থিত সকলেই তাজ্জব! কি নড়ছে চাদরের নিচে? যখন চাদর সরানো হলো, দেখা গেল, একটি ইঁদুর। সে ওয়াসেক বিল্লাহর চোখ

দুটি খেয়ে ফেলেছে। সকলেই পেরেশান। এই আব্বাসী রাজমহলে ইঁদুর প্রবেশ করল কিভাবে? যে রাজমহল আটত্রিশ হাজার পর্দা দ্বারা আবৃত। যে রাজ মহলের দেয়ালগুলোতে স্বর্ণের প্রলেপ দেয়া। যে রাজমহলে হীরামুক্তা এমনভাবে ঝুলিয়ে রাখা হতো, যেভাবে আঙুর বাগানে আঙুরের থোকা ঝুলে থাকে। আব্বাসী রাজমহলে তো পিঁপড়া প্রবেশ করাও মুশকিল। কিন্তু সেখানে ইঁদুর প্রবেশ করল কিভাবে? তাও আবার বাদশা ওয়াসেক বিল্লাহর শয়নকক্ষে?

মূলত এ ইঁদুর ছিল আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে। আল্লাহ তায়ালা ইঁদুর দিয়ে জগতবাসীকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন। হে জগতবাসী! তোমরা দেখে নাও, যে চোখ থেকে প্রবল প্রতাপ ঠিকরে পড়তো, তোমরা দেখো, সে চোখকেই সর্বপ্রথম ন্যাস্ত করা হল একটি ইঁদুরের হাতে। এ থেকেই বুঝে নাও কবরে তার সাথে কি আচরণ করা হবে?

এ পৃথিবী থেকে কেউ বিদায় নিতে চায় না। মরতে চায় না কেউই। তবে মৃত্যু থেকে কেউই রেহাই পায় না। মৃত্যু আসবেই। তাই আসুন, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হই।

সম্পদের লোভ, পরকালকে ভুলিয়ে দেয়

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

আজ পৃথিবীতে সম্পদ কামাই করতে করতে আমাদের চুল সাদা হয়ে যায়। আমরা সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণে সঞ্চয়ের সব কিছু ঢেলে দেই। আর ভাবি আমরা বুঝি সফলকাম হয়ে গেছি। মূলত আল্লাহ তায়ালা যাদের সম্পদকে ধ্বংস করতে চান, তাদের সম্পদ দিয়েই মূলত এ পৃথিবীতে বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ করান। সাহাবায়ে কেরামগণের জীবনী দেখুন, তারা জীবনে ব্যক্তিগতভাবে কোন উঁচু ভবন নির্মাণ করেন নি।

কায়সার কিসরার আলিশান ভবনগুলো দূরে ঠেলে দিয়েছেন। হযরত ওমর (রাযি.) অর্ধ পৃথিবীর শাসক হয়েও দরিদ্র জীবন কাটিয়েছেন। হযরত উসমান (রাযি.) সে সময়ে মদীনার অন্যতম ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু কাটিয়েছেন দরিদ্র জীবন। হযরত আবু বকর (রাযি.) নিজের সব সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিয়েছিলেন। হযরত আলী (রাযি.) এর অবস্থা

ছিল এমন যে, কোন দিন ঘরে খাবারও থাকত না। হযরত আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাযি.) সিরিয়ার, গভর্নর ছিলেন। থাকতেন ঝুপড়ির মত একটি ঘরে। শুকনো রুটি ছিল যার খাবার। অথচ তাদের সাধনায় তাদের মেহনতে দুনিয়াতে ইসলাম বিস্তার লাভ করেছে। তাদের মেহনতে অর্ধ জাহানে ইসলামের পতাকা উড্ডীন হয়েছিল।

সম্পদ তাদের কাছে তুচ্ছ ছিল। আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিই ছিল তাদের আসল মাকছাদ। পিতা পুত্রকে বলত, যাও বাবা! আল্লাহর পথে নিজেকে বিলিয়ে দাও, জান্নাতে গিয়ে মিলিত হব। মা সন্তানকে আল্লাহর পথে পাঠিয়ে দিতেন। স্ত্রী স্বামীকে বলতেন, যাও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করো। এই ছিল আমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা।

হায়! হায়! আমরা আজ বড় ধোকার মধ্যে পড়ে আছি, অনেক প্রতারণার শিকার আমরা। আমাদের অবস্থা বড় অদ্ভুত। জান্নাত যে আমাদের লক্ষ্য তা আমরা ভুলে গেছি। আমরা সবাই এমন, যারা দুনিয়ার বিনিময়ে জান্নাত বিক্রি করছি।

আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম জাওজি (রহ.) বলেন, যে ব্যক্তি জান্নাতের বিনিময়ে দুনিয়া ক্রয় করল, তার চেয়ে বড় লুণ্ঠিত মুসাফির আর কেউ আছে কি? এত বড় বঞ্চিত এত বড় ক্ষতিগ্রস্ত আর কেউ আছে কি? যে জান্নাতের হুরদের বিক্রি করে দুনিয়ার নারীদের রূপে পাগল হয়ে আছে?

কতবড় আহমকি এটা যে, আমরা জান্নাতের আলিশান প্রাসাদগুলোকে বিক্রি করছি দুনিয়ার সম্পদের মোহে পড়ে। জান্নাতের সুরম্য অট্টালিকা পরিত্যাগ করে এ জগতের ক্ষণস্থায়ী ভঙ্গুর বাড়ি ঘরের পেছনে দৌড়াচ্ছি। কত বড় নির্বোধ সেই ব্যক্তি, যে জান্নাতের রাজ্য ও রাজত্বকে প্রত্যাখ্যান করে এখানকার দিন কতকের ক্ষমতা ক্রয় করছে!

আরে ভাই! জান্নাততো হলো স্থায়ী নিবাস, যেখানে মানুষ চিরকাল বসবাস করবে। দুনিয়াতে মানুষ বাড়ি তৈরি করে। নির্মাণ শেষে তার কত ত্রুটি বের হয়। এক সময় সুন্দর বাড়ি নষ্ট হতে থাকে। পুরোনো হওয়া শুরু করে। এক সময় তা জরাজীর্ণ হয়ে ধ্বসে যায়। আল্লাহ পাক মানুষকে শুধু বাড়ি ঘর তৈরি করতে দুনিয়াতে পাঠাননি। এসবের পিছনে মেহনত করে সময় নষ্ট করা মানুষের কাজ নয়।

মানুষ যখন বাড়ি নির্মাণ করে, তখন তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখে। জায়গা ভাল হতে হবে। আকর্ষণীয় নকশা হতে হবে। প্রয়োজন পূরণ হতে হবে। বিপুল সম্পদের মালিক হলে মানুষ তখন উন্নত ও অভিজাত এলাকায় বাড়ি নির্মাণ করে। অনেক টাকা খরচ করে বাড়ির নকশা করায়। তারপর এক সময় নির্মাণ কাজ শুরু হয়। কিন্তু নির্মাণ কাজ শেষ না হতেই মৃত্যু এসে তাকে তুলে নিয়ে যায়।

কিন্তু জান্নাতের বাড়ি এমন নয়। সে বাড়ি আল্লাহ তায়ালা নিজে তৈরি করেছেন। দুনিয়াকে যিনি এমন দৃষ্টিনন্দন করে সৃজন করেছেন, স্থায়ী আবাস জান্নাতকে তিনি কেমন মনোরম করে সৃষ্টি করতে পারেন?

জান্নাতের মনোরম জগত

প্রিয় ভাই ও বোন!

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে বলছেন,

فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ – فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ – قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ – كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓئًا بِمَآ اَسْلَفْتُمْ فِي الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ

সুতরাং সে যাপন করবে সন্তোষজনক জীবন, সুউচ্চ জান্নাতে। যার ফলরাজী অবনমিত থাকবে নাগালের মধ্যে। তাদের বলা হবে পানাহার করো তোমার অতীত দিনে যা করেছিলে, তার বিনিময়ে। (সূরা আল হাক্কাত ২১-২৪)

যাও বান্দা! তোমরা খাও দাও ফূর্তি করো, জান্নাতে তোমার জন্য পেতে রাখা হয়েছে আলিশান সিংহাসন। ঝুলে আছে ফলের ছড়া।

ঝরণা তোমার জন্য প্রবাহমান। খেদমতগার তোমার খেদমতের জন্য প্রস্তুত আছে। সজ্জিত আছে তোমার জন্য জান্নাতের ঘর। জান্নাত তোমার জন্য প্রস্তুত আছে। ভালবাসার ডালি তোমার জন্য প্রস্তুত আছে।

তোমাদের মৃত্যু নেই। এ জীবন চিরস্থায়ী।

তোমার বার্ধক্য আসবে না।

রোগ ব্যাধিকে তোমার থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি।

চিন্তা তোমায় পেরেশান করবে না।

তোমরা পেরেশানী থেকে মুক্ত।

দুঃখ তোমাকে কাঁদাবে না।

জান্নাতে কোন কান্না নেই।

হতাশা নেই।

হাহাকার নেই।

এখানে তোমার যৌবন অটুট থাকবে।

বাড়তে থাকবে।

তোমার রূপ সৌন্দর্য চিরস্থায়ী।

বাড়তেই থাকবে, কমবে না।

তোমার রাজত্বে তুমিই রাজা।

এ রাজত্ব চিরস্থায়ী।

প্রেম ভালবাসা বাড়তেই থাকবে, কমবে না।

এখানে শুধুই পূর্ণতা। কোন অপূর্ণতা নেই।

আজ আমি তোমার জীবনের সেই সূর্যকে উদিত করলাম। যার লিপিতে কোন অস্ত নেই।

তোমার রূপ সৌন্দর্যের সেই চাঁদ ভাসিয়ে দিলাম, যা ডুববে না কখনই।

তোমার মাথার উপর সেই প্রভাব প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার মুকুট রাখলাম, যেটি কোন দিন পতিত হবে না।

তোমাকে সেই জীবন দান করলাম, যা কোনদিন মৃত্যুর শিকার হবে না।

কত বিস্ময়কর সে জীবন! প্রতিক্ষণে চমকিত হবে বিস্ময়কর সে দৃশ্য গুলো দেখে। আনন্দিত হবে জান্নাতের মালিক। পুলকিত হবে–

হবে সোনার জমিন।

এক ইট সোনার।

এক ইট রূপার।

এক ইট মুক্তার।

এক ইট পান্নার।

এক ইট হীরার।

প্রলেপ হবে মেশকের।

ঘাস হবে জাফরানের।

ছাদ হবে আল্লাহর আরশ।

সেই মহলের নিচ দিয়ে বইবে

দুধের নহর।

পানির নহর।

মধুর নহর।

শরাবের নহর।

চতুর্দিকে বাগান। বিভিন্ন রকমের ফল, ঝুলছে গাছে গাছে। থোকা থোকা আঙ্গুর।

কোথাও আনার।

খেজুর ভরা গাছ। সব রকমের ফল। ইচ্ছে হলেই হাজির সব রকমের ফল।

সেখানে পান করবে জান্নাতীরা, এমন পানিয়, যার মিশ্রণ কাফুর। কাফুর মিশ্রিত পানিয়, যার একটি ফোঁটা যদি জগতে পরে, তাহলে সমগ্র জগত সুরভিত হয়ে যাবে। তাদের পান করাবে ফেরেশতারা। হুরগণ! গেলমানরা।

আরও পান করানো হবে যানযাবীল মিশ্রিত পানিয়, যার উপকরণ হলো সাল সাবীল নামক ঝর্ণা।

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا – عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا

যেখানে তাদের পান করানো হবে যানজাবীল মিশ্রিত পানীয়। জান্নাতের এমন এক ঝর্ণা, যার নাম সাল সাবীল। (সূরা দাহার : ১৭-১৮)

এ হলো আমাদের গন্তব্য। যেখানের জন্য আমাদের মেহনত করা উচিত। আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন আমাদের সবাইকে কবুল করুন, আমীন।

যখন আসবে মৃত্যুর ডাক

প্রিয় ভাই ও বোন!

মৃত্যু এমন এক অটল বাস্তবতা যে, জগতের সব নেশা ছুটিয়ে দেয়। এ জগত খেল-তামাশা ছাড়া কিছুই নয়। আমাদের পরিকল্পনা নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। মৃত্যুও কিন্তু সাথে সাথেই চলছে। কিন্তু মৃত্যুর কথাটা আমাদের পরিকল্পনার বাইরে থেকে যায়। আমরা ভুলে থাকি মৃত্যুকে। অথচ মৃত্যু আমাদের সাথে সাথেই আছে, ভুলে না। কত সম্পদ উপার্জন করবেন? কবে পর্যন্ত কামাই করবেন? কোনো সীমা পরিসীমা আছে? সীমাতো থাকা দরকার। এক জায়গায় গিয়ে থেমে যাওয়াতো দরকার। আখেরাতের কিছু ভাবনা তো করা দরকার।

প্রতিদিন নতুন নতুন পরিকল্পনা হচ্ছে। জীবনকে স্বপ্নীল করার নতুন নতুন প্রোগ্রাম সাজাচ্ছি। আর আমরা হাটছি এক পা এক পা করে কবরের দিকে। একদিকে সুন্দর সুন্দর পোশাক তৈরী হচ্ছে। অন্যদিকে কাফনের কাপড় বাজারে আসছে।

সেদিন এক কবরস্থানের পাশে একটি দোকানে দেখলাম অনেকগুলো নতুন কফিন সাজিয়ে রাখা হয়েছে। কয়েকটা সাধারণ কফিন। আবার কয়েকটা সুন্দর কারুকাজ করা। দেখে মনটা আমার হু হু করে উঠল। এই কফিনগুলো কার জন্য তৈরী করা হয়েছে কেউ জানে না। শহরের কবরস্থানগুলো ভরে যাচ্ছে। প্রতি বছর কবরস্থান গুলো নতুন করে জায়গা বাড়াতে হচ্ছে। আমাদের শেষ নিবাসের জন্য। এখানেই সবাই যাচ্ছে, গোপন হয়ে যাচ্ছে। এ কবরস্থান সব মরহুমদের স্থায়ী নিবাস।

আমরা কেন ভাবিনা, লোকটা কেন মারা গেল? খাটিয়ার উপর শুয়ে নিথর দেহটা যাচ্ছে কোথায়? তার তৈরী সুন্দর বাড়ি থেকে তাকে কেন বের করে নেয়া হচ্ছে? খাটিয়ায় চড়ে কেউ একজন কবরে যাচ্ছে। একদিন আমাদেরকেও খাটিয়ায় চড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে কবরস্থানে। বিশাল বিশাল অট্টালিকায় আমার থাকার কোন অধিকার থাকবে না। আমার বাড়ি আমার থাকবে না। হয়ে যাবে স্ত্রী সন্তানদের। আমার থাকল না কিছুই। আমি তখন একটি লাশ।

প্রিয় ভাই ও বোন!

মানুষ এ জগত ছেড়ে চলে যাচ্ছে। সামনে কি আর কোন জীবন আছে? নাকি এখানেই শেষ? মরে গেলাম। স্বজনরা কাঁদলো ক'দিন। তারপর সব স্বাভাবিক।

মানুষ বলে, একে ছাড়া কিছুই হবে না। কিন্তু পরে দেখা যাচ্ছে একে ছাড়া সবই হচ্ছে।

স্বজনরা কেঁদে কেঁদে বলে, একে হারিয়ে আমার জীবনটা অন্ধকার হয়ে গেল। কিন্তু তার ঘরেই বাতি জ্বলে। যেন কেউ মরেই নি। তো এখানে এসে বিবেক স্থির হয়ে যায়। প্রশ্ন জাগে, সামনে কি আছে?

এখানে কোরআন আমাদের রাহবারী করছে। কোরআন বলছে, মৃত্যুর পর একটি জীবন আছে। খেল তামাশা নয়।

أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى

মানুষ কি মনে করে তাকে এমনিতেই ছেড়ে দেয়া হবে?

(সূরা কিয়ামাহ : ৩৬)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলছেন, হে আমার বান্দা! এই ভাবনা মন থেকে বের করে দাও যে, মৃত্যুর পর প্রতিদান ও শাস্তি নেই।

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ

সকলের জন্য নির্ধারিত আছে তাদের বিচার দিবস। (সূরা দুখান : ৪০)

فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا

সেদিন আসবে তোমরা দলে দলে। (সূরা নাবা : ১৮)

وَّفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا

আকাশ খুলে দেয়া হবে। ফলে সেটি হবে বহু দরজা বিশিষ্ট।

(সূরা নাবা : ১৯)

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ

জান্নাতকে মুত্তাকিদের নিকটবর্তী করা হবে। (সূরা শূয়ারা : ৯০)

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ

পথভ্রষ্টদের জন্য জাহান্নামকে উন্মোচিত করা হবে। (সূরা শূয়ারা : ৯১)

সেদিন সফলতা ও ব্যর্থতার চূড়ান্ত ফয়সালা হবে। স্পষ্ট হয়ে যাবে, কে সফল, কে বিফল। কোরআনের ভাষায় সা'ঈদ ও সাকী।

সা'ঈদ অর্থ কামিয়াবী [সফল], যে নেক আমল করেছে, নেকীর পাল্লা তার ভারি হয়ে যাবে। জিবরাঈল আলাইহিস সালাম ঘোষণা করবেন, অমুকের পুত্র অমুক, অমুকের কন্যা অমুক সফল। তার নেকীর পাল্লা ভারি হয়েছে, অমুক সফলকাম হয়েছে।

তারপর বদ আমলের কারণে যার বদ এর পাল্লা ভারি হবে। সে বিফল হবে। সে লোক চূড়ান্তরূপে হতভাগ্য। জাহান্নাম তার জন্য অবধারিত হয়ে যাবে।

হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর আখেরাতের ভয়

আম্মাজান হযরত আয়েশা (রাযি.) এর জীবনের শেষ মুহূর্ত। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) এসে দেখতে পেলেন তিনি কাঁদছেন, কাঁদতে কাঁদতে তাঁর উড়না ভিজে গেছে। সেটি ছিল মোটা কাপড়ের বড় চাদর। পুরোটাই চোখের পানিতে ভিজে গেছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) জিজ্ঞেস করলেন, আম্মাজান! আপনি কাঁদছেন কেন? আপনিতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী, যার বুকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাথা মোবারক ছিল। আর সেই অবস্থায় তিনি মহান বন্ধুর দরবারে হাজির হয়েছেন। তো আপনি কেন কাঁদছেন? আপনি তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী।

হযরত আয়েশা (রাযি.) বললেন, এসব কথা দ্বারা আমাকে ধোঁকা দিও না। হায়! আমি যদি কিছুই না হতাম!

আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা! বুদ্ধিমানতো সেই ব্যক্তি, যে নিজেকে চিনেছে এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। সেই ব্যক্তি বুদ্ধিমান, যে আখেরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। আমাদের জন্য রয়েছে প্রিয় নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শ। তিনি জগতে সমস্ত জিন ও ইনসানের রাহবার। পথপ্রদর্শক। যে নারী পুরুষ সেই আদর্শে চলল, তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করল, তার আখেরাতের প্রস্তুতি পরিপূর্ণ হয়ে গেল। আমরা মানুষকে তাঁরই আদর্শের দিকে আহ্বান করি যে, নিজের জীবনটাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বরকতময় পথে নিয়ে আসুন। তাঁর মত আদর্শবান মানুষ না আল্লাহ কাউকে তৈরি করেছেন, না কেউ তৈরি হতে পারে।

একটি ঘটনা

পাকিস্তানের সাহেওয়াল নামক এলাকার ঘটনা। ধোপার ছেলে চিল্লা লাগালো। তারই গ্রামে এক মেয়ের সাথে তার বিয়ে ঠিক হয়েছিল। দিন তারিখ ঠিক হওয়ার পর সে চিল্লায় গিয়েছিল। যখন ফিরে এলো, তার মুখ ভর্তি দাড়ি। চিল্লায় যাওয়ার সময় ছিল ক্লিনসেভ।

বিয়ের তারিখে বরযাত্রী কনের বাড়ি পৌঁছে গেল। ওই এলাকার নিয়ম ছিল বিয়েতে জমিদারও উপস্থিত থাকতেন।

বরযাত্রী কনের বাড়ি পৌঁছলে হাঙ্গামা শুরু হয়ে গেল। মেয়ে পক্ষ বলল, ছেলেকে যখন আমরা দেখেছিলাম, তখন তার মুখের দাড়ি ছিল না। এখন দাড়ি আছে। আগে দাড়ি কাট, তারপর মেয়ে বিয়ে দেব।

বরপক্ষের সবাই বিষয়টা মেনে নিল। ভাই মানল, বোন মানল। বাপ মানল, চাচা মানল, সবাই বলল এটা কোনো সমস্যাই না। কয়েক মিনিটের কাজ মাত্র। আল্লাহ অনেক দয়ালু, তিনি মাফ করে দিবেন। সবাই বরকে বলল, তুমি দাড়ি কেটে ফেল, ঝামেলা মিটে যাক।

কিন্তু বর বলল, আমার গলাটা কেটে ফেলুন। গোটা জগত আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে পারব। তবুও দাড়ি কাটতে পারব না। যুবকের কথায় হাঙ্গামা আরো বেড়ে গেল। মেয়ে পক্ষ বলল, দাড়ি না কাটলে মেয়ে বিয়ে দেব না। বর বলল, না দাও, কোন সমস্যা নেই। আমি আল্লাহর রাসূলকে নারাজ করতে পারব না। এ হওয়ার নয়, হতে পারে না। রাসূলের মহব্বতে সব ছাড়তে আমি রাজি।

হট্টোগল বেড়েই চলেছে।

ঘটনাটা সম্পূর্ণ দেখার পর উপস্থিত জমিদার সাহেব বললেন, বরপক্ষের সবাই আমার বাড়িতে চলুন। এ ছেলের কাছে আমার মেয়েকে বিবাহ দিব।

সমস্ত বরযাত্রী জমিদারের বাংলোয় চলে গেল। জমিদার তার সুন্দরী কন্যাকে এ যুবকের সাথে বিয়ে দিয়ে দিলেন।

তো ভাই!

মানুষ এখন বলে কি করব, সামাজিক অবস্থাতো দেখতে হয়, আধুনিকতার যুগ। ছেলে মেয়েরা এখন অনেক আধুনিক।

আমি বলি, একথা বলুন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে তো দেখতে হয়। যার অফাদারীই সত্য এবং জগতের অন্য সকলের অফাদারী মিথ্যা।

পাথরী হৃদয়

প্রিয় ভাই ও বোন!

আমাদের অন্তর পাথর হয়ে গেছে। আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের সাথে এ অন্তরের কোন সম্পর্ক নেই। আমাদের সম্পর্ক কেবল আমাদের সাথে। আমাদের ভালবাসা কেবলই আমাদের কামনা বাসনার প্রতি। আল্লাহ তায়ালার ভালবাসা আমাদের অন্তরে নেই। রাসূলের আদর্শ আমাদের মাঝে নেই। আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ মৃত। অন্তর পাথর হয়ে গেছে। আমরা এখন কামনা বাসনার দাস। রিপুর তাড়নায় অন্ধ। আল্লাহ তায়ালার কাছে আমাদের বিন্দু পরিমাণ মূল্য নেই।

এ অবস্থা থেকে আমাদের উত্তরণ জরুরী। মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহর সাথে আমাদের বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ক এমন হওয়া উচিত–

যেন আমাদের অন্তর দেখলেই আল্লাহ তায়ালা খুশি হয়ে যান।

আমাদের সবাইকে এ বিষয় সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে, এই দুনিয়া একদিন ছেড়ে যেতে হবে। দুনিয়াটা শুধুই ধোঁকার স্থান। আল্লাহ তায়ালার কাছে এর মর্যাদা মশার ডানার সমতুল্যও না। এ দুনিয়া মাকড়শার

জালমাত্র। আসুন আমরা আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীনের কাছে এ প্রার্থনা করি। আল্লাহ্ পাক যেন আমাদের আমলী বান্দা হিসেবে জীবিত রাখেন। আমাদের টার্গেট হলো আখেরাত, যার যাত্রা শুরু হয় কবর থেকে।

আরে ভাই! আমরা তাবলীগ ওয়ালারা কোন কঠিন কথা তো বর্ণনা করছি না। এর চেয়ে কঠিন কথা আপনারা শোনার জন্য লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন। আমরা তো চেষ্টা করছি, আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভালবাসার যে বীজটি আপনার ভেতরে কোথাও অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে। সেই পর্যন্ত যেন আমাদের আকুতি পৌঁছে যায়। কোথাও থেকে যেন সেটি কিছু পানি পেয়ে যায়। যেন সেটি অংকুরিত হয়ে ডালপালা গজিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। আমরা চাই সে জীবনটি পুনরায় নবজীবন লাভ করুক। যেটি কোন এক সময় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসায় কাঁদত।

আল্লাহর কসম, কখনও কখনও একান্তে খুব কান্না আসে, অন্তর বড়ই পেরেশান হয়ে যায়। হে আল্লাহ! এত বয়স চলে গেল জীবনে তোমার ভালবাসায় একটি সিজদাও নসিব হল না। কেমন অকৃতজ্ঞ আমরা! কেমন ফকীর আমরা! কেমন নিঃস্ব, অথর্ব আমরা!

প্রিয় ভাই ও বোন!

তোমার ভাণ্ডার থেকে কিছু সম্পদ আল্লাহর কাছে জমা করতে থাকো। খালি হাতে মৃত্যুবরণ করো না। পরকালের পুঁজি আগেই সঞ্চয় করে রাখো। আল্লাহর ভাণ্ডারে সব আমানত থাকবে। সেই ভাণ্ডার লুট হয় না। আগুনে পোড়ে না। পানিতে নিমজ্জিত হয় না। যেদিন সবাই তোমাকে ছেড়ে যাবে, সেদিন সে সব তোমার কাজে আসবে। তোমার ভাণ্ডার তোমাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে।

প্রত্যেক নারী-পুরুষ যদি এ জীবনের উপর এসে যায় তাহলে দুনিয়া জান্নাতে পরিণত হবে।

অর্থ দ্বারা জান্নাত গড়ে না। বিত্ত দ্বারা সুখের উপকরণ কেনা যায়, সুখ কেনা যায় না।

টাকা দ্বারা ঘুমের আরামদায়ক জায়গা কেনা যায়, ঘুম কেনা যায় না।

অর্থ দ্বারা মর্যাদার উপকরণ কেনা যায়, মর্যাদা কেনা যায় না। সুখ-আনন্দ আরাম-মর্যাদা দেওয়ার মালিক আল্লাহ তায়ালা। এসব আল্লাহ তায়ালা দান করে থাকেন। তিনি যাকে ইচ্ছা এসব দান করেন।

গোলাম যদি মহান মালিককে খুশি করতে পারে তাহলে মালিক গোলামকে এসব দান করেন।

তাই আসুন, দুনিয়ায় থাকতেই পরকালের জন্য তৈরী হই। প্রত্যেক মানুষের দুনিয়া ও আখেরাত তখন গড়বে যখন মানুষ আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর আদেশমত চলবে। অন্যথায় মানুষের দুনিয়া ও আখেরাত সবই বরবাদ হবে।

জাহান্নামের স্তর

প্রিয় ভাই ও বোন!

কেয়ামত কায়েম হয়ে যাবে। সেইদিন হাশরের দিন, বড় কঠিন দিন আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

كَلَّآ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا

যেদিন চৌচির হয়ে ফেটে যাবে জমিন। (সূরা ফজর : ২১)

يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ سِرَاعًا

যেদিন তুমি কবর থেকে বেরিয়ে আসবে দ্রুতগতিতে।
(সূরা মাআরিজ : ২৩)

সেদিন সবাই পেরেশান। কি হবে? কি হবে? বিচারের দিন। আমরা আসামি। বিচারক স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। হিসাব নেবেন কড়ায় গণ্ডায়। সেদিন সবার দৃষ্টি হবে অবনত। চেহারায় নামবে বিষাদ।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۚ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَیْءٌ عَظِيْمٌ

হে মানুষ! ভয় করো তোমাদের প্রতি পালককে, নিশ্চয়ই সেদিন বড় ভয়ংকর। যেদিন প্রবল ভূমিকম্প হবে। (সূরা হজ্ব : ১)

কেয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবেন, হে আল্লাহ! আমার উম্মতের হিসাবের দায়িত্ব আমার হাতে সোপর্দ করুন,

আমি নিজে তাদের হিসাব নিয়ে ফেলি। যাতে তাদেরকে আর কারও সামনে লজ্জিত হতে না হয়।

আল্লাহ তায়ালা বলবেন, হে আমার নবী! যখন আপনি হিসাব নিবেন এবং তাদের পাপরাশি আপনার সম্মুখে এসে পড়বে, তখন এরা আপনার সামনে লজ্জিত হবে।

সে জন্য এদেরকে আমি আপনার হাতে সোপর্দ করব না। বরং আমিই পর্দার আড়ালে তাদের হিসাব নিয়ে নেব। কেউ জানবে না এরা দুনিয়াতে কি সব অপরাধ করেছে। তাদের যারা জাহান্নামে যাবে, তারাও পর্দার আড়ালে আড়ালে যাবে।

জাহান্নামের স্তর সাতটি

সবচেয়ে উপরের টার নাম (১) জাহান্নাম। যেই মুসলমান তওবা ছাড়া মৃত্যুবরণ করেছে তাদের জন্য।

তারপর (২) হুতামা। খৃষ্টানদের জন্য।

তারপর (৩) লাযা। ইহুদিদের জন্য।

তারপর (৪) সায়ীর। অগ্নি পূজারীদের জন্য।

তারপর (৫) সাকার। সূর্য পূজারীদের জন্য।

তারপর (৬) জাহীম। পাথর পূজারী মুশরিকদের জন্য।

তারপর (৭) হাবিয়া। মুনাফিকদের জন্য।

আল্লাহপাক যখন জাহান্নামের আগুনকে উত্তেজিত করেন, তখন হাবিয়ার পর্দা উঠে যায়। তার মধ্য থেকে যে আগুন বেরিয়ে আসে, তার তাপে জাহান্নামের আগুন ও চিৎকার করতে শুরু করে।

মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর গুনাহগার ও অবাধ্য বান্দাদেরকে শাস্তি দেবার জন্য এই সাতটি জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন। সেই সাতটি স্তরে কে কে থাকবে তা তিনি জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এর মাধ্যমে প্রিয় হাবীবের কাছে বিবৃত করলেন। কিন্তু জাহান্নাম নামক স্তরটির কথা বলার সময় জিবরাঈল আলাইহিস সালাম নীরব হয়ে গেলেন। জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে নীরব হয়ে যেতে দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বললেন, আপনি নীরব হয়ে গেলেন কেন? জিবরাঈল আলাইহিস সালাম বললেন, আপনার নিকট তা প্রকাশ করতে আমার লজ্জাবোধ হচ্ছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বলে ফেলুন। তখন জিবরাইল আলাইহিস সালাম বললেন, জাহান্নাম নামক স্তরটি আপনার ঐ সকল গুনাহ্গার উম্মতদের জন্য। যারা তওবা না করেই মৃত্যুবরণ করবে। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অস্থির হয়ে গেলেন। তাঁর পবিত্র চোখ থেকে অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরতে লাগল। এরপর থেকে তিনদিন পর্যন্ত তিনি শুধু নামাযের জন্য ঘর থেকে বের হতেন। আবার ফিরে এসে ঘরের দরজা বন্ধ করে উম্মতের জন্য কাঁদতেন।

উম্মতের দরদী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য কেঁদেছেন। আর আমরা কি করছি? আজ আমরা সেই নবীর আদর্শকে জবাই করছি। আমরা মোহাম্মদী বাগানের মালি। আজ আমরা সেই বাগান বিরান করছি।

মৃত্যুর আগে তওবা করো

আমার ভাই ও বোনেরা!

আসুন মহান মালিকের সামনে আমরা নিজেকে পেশ করি। নিজের কৃত অপরাধের জন্য তওবা করি। আমরা বলি, হে আল্লাহ! আমার জীবনের কৃত গুনাহগুলো মাফ করে দিন। আমাদের জীবনকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তরিকার উপর এনে দিন।

আল্লাহ পাক তো কারুনকেও মাফ করার জন্য বসে আছেন। সেই আল্লাহ এই উম্মতকে কেন মাফ করবেন না?

দুনিয়ার রাজা বাদশাদের দরবার তো রাতের বেলা বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু আল্লাহ তায়ালার মহান দরবার, বান্দার জন্য সর্বক্ষণ খোলা আছে। তাহাজ্জুদের সময় বিশেষভাবে খোলা থাকে। দুনিয়ার রাজা বাদশাদের দুটি দরবার থাকে। একটি আম দরবার, আরেকটি খাস দরবার। আমরা জামাতে দিল্লি গিয়েছিলাম। সে সময় আমি সম্রাট শাহ জাহানের দরবার দেখেছিলাম। লাল পাথর দিয়ে তৈরি আম দরবার। আর মর্মর পাথর দিয়ে তৈরী খাস দরবার।

মহান রাব্বুল আলামীনের দরবার সব সময় খোলা থাকে। দিনেও থাকে রাতেও থাকে। কিন্তু রাত বারটার পরে খাস দরবার খুলে যায়। আল্লাহ পাকের আরশ প্রথম আসমানে চলে আসে। আর খাস দরবার খুলে যায়। ঘোষণা হয়।

আছে কি আমার কোন বান্দা-বান্দি! যে আমার সাথে আপোশ করতে আগ্রহী? যে আমার কাছ থেকে কিছু নিতে চায়? যে আমাকে নিজের দুর্দশার কথা শোনাতে চায়?

যে তার কৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা করতে চায়? আল্লাহ বান্দাদের এভাবে ডাকেন। বান্দার তওবায় আল্লাহ তায়ালা খুশি হন। আমাদের তওবায় আকাশ সজ্জিত হয়। ফেরেশতাগণ উৎসব করেন। মহান রাব্বুল আলামীন খুশি হয়ে বলতে থাকেন, বাহ্! আমার বান্দা আমার হয়ে গেছে। ফিরে এসেছে। আমার বান্দা আমার কাছে চলে এসেছে।

আপনারা সবাই আমার নাম জানেন। কিন্তু আমি কারও নাম জানি না। কিন্তু আমার ভায়েরা! যেই মাত্র আপনি বলবেন, হে আল্লাহ! আমি গুনাহগার। আমি তওবা করছি। আমাকে মাফ করুন। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ বলবেন। ওহে আমার ফেরেশতারা! অমুকের পুত্র উমুক! অমুকের কন্যা অমুক তওবা করেছে, তোমরা সাক্ষী থেকো। আমি তাকে মাফ করে দিলাম।

প্রিয় ভাই ও বোন! আসুন আমরা আল্লাহ তায়ালার রাজি খুশিকে লক্ষ্য বানিয়ে নেই। আল্লাহ পাক পুরুষ ও মহিলাদের জন্য রাস্তা ঠিক করে দিয়েছেন। হে আমার বান্দা-বান্দি! আমাকে সামনে রেখে চলো, আমি তোমাদের সৃষ্টিকর্তা ও অধিপতি। আমি তোমাদের মা'বুদ। তোমরা আমাকে রাজি করো।

আল্লাহর প্রতি নিবেদিত হওয়া এবং আল্লাহকে রাজি করা আমাদের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা খুবই সহজ। আল্লাহ তায়ালা বান্দার তাওবার অপেক্ষায় থাকেন যে, আমার বান্দা আমাকে যতই অসন্তুষ্ট করুক না কেন, সে যদি তওবা করে, আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আমি তাকে মাফ করে দেব।

ভাবনার বিষয়

প্রিয় ভাই ও বোন!

আজ আমাদের ভাবনার বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের আগ্রহ কম। আল্লাহ তায়ালার হুকুম আহকামগুলো মানতে আমাদের অনিহা। আমরা আজ এমন অবস্থায় দিনাতিপাত করছি যে, কাফের মুশরিকরাও আমাদের দেখলে লজ্জা পায়। আজ আমাদের ঘরগুলোতে এতটুকু পরিবেশও নেই যে, আমরা ভেবে দেখব, আমাদের রব আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট আছেন কিনা? আমাদের সন্তানদের প্রতিপালন এমন ধারায় হচ্ছে না যে, তারা ভাবতে শিখবে, আমরা কিভাবে মহান রাব্বুল আলামীনকে রাজি করব।

পিতা-মাতা ডাণ্ডা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, পড়ো, লেখাপড়া করে রোজগারের যোগ্য হও। কামাই করতে হবে। টাকা বানাতে হবে। বাড়ি গাড়ির মালিক হও। মোটকথা, আমাদের পূর্ণ শক্তি ও মেধা সব ব্যয় করি দুনিয়া গড়ার পেছনে। আল্লাহকে খুশি করনেওয়ালা মন মানসিকতাই শেষ হয়ে গেছে।

নামায পড়লেও আনন্দ নেই, না পড়লেও বেদনা নেই। কোরআন তেলাওয়াত করলেও আনন্দ নেই, না করলেও বেদনা নেই। আত্মার কেমন নির্জীবতা! কিছু টাকা মুনাফা হলে আমরা সবাই কত আনন্দিত হই। দশ টাকা লোকসান হলে অন্তরে কত ব্যথা পাই। ঘরে কারও অসুখ হলে সবাই কত পেরেশান হয়ে যাই। কোন আনন্দের বিষয় হলে সবাই আনন্দিত হই।

আমার ভাই ও বোনেরা! এগুলোও কি কোন আনন্দের বিষয় হলো? এগুলোও কি কোন বেদনার বিষয় হলো? এক ওয়াক্ত নামায ছুটে গেলে আমাদের অন্তর কেঁপে উঠার দরকার ছিল। যে, হায় আল্লাহ! আমার নামায ছুটে গেছে! আমার রোজা ছুটে গেছে! কিন্তু মাসের পর মাস চলে যায়, আমার ফরজ নামাযগুলো কাযা হয়ে যাচ্ছে। ব্যথা-বেদনা উৎকণ্ঠা পেরেশানী, যা আল্লাহর জন্য হওয়া প্রয়োজন ছিল, তা না হয়ে অর্থের জন্য আমাদের অন্তর উৎকণ্ঠিত। দুনিয়ার আনন্দ বেদনায় আমাদের প্রাধান্য।

আমরা আল্লাহর অফাদারী করি না। আমরা তো দুনিয়ার সম্পদ আর ভোগ-বিলাসের পেছনে দৌড়াই। আমাকে বলুন তো, টাকায় কখনও ঘরে সুখ এনে দিতে পেরেছে? সন্তান কম হওয়াতে কি কারও ঘরে সাচ্ছন্দ্য

এসেছে? পরিবার ছোট হোক বা বড় হোক, ধনী হোক বা গরিব হোক, যে ঘরে দ্বীন নেই, সে ঘরে জাহান্নামে আগুনে ভরা।

আল্লাহ পাক কোরআনে কারীমে বলেছেন,

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ

তোমরা যেনে রাখ, পার্থিব জীবনে ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক পারস্পরিক গর্ব অহংকার, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগীতা ব্যতীত আর কিছু নয়। (সূরা হাদিদ, ২০)

তো ভাই ও বোনেরা! মিমাংসার দিন সামনে আসবে। মিমাংসার জন্য হাশর আসছে। আমরা দলে দলে বের হব। আমরা থাকব আসামীর কাঠগড়ায়। আল্লাহ পাক স্বয়ং বিচারক। তাই সেই দিনটির সফলতা ও ব্যর্থতার একটিই মাপকাঠি। যে ব্যক্তি নিজেকে পবিত্র করে নিল সে, সফল। আর যে নিজেকে দুনিয়ার পিছে ব্যয় করল সে বিফল।

আল্লাহর সন্তুষ্টিই আমাদের প্রধান কাজ

প্রিয় ভাই ও বোন!

আসুন আমরা নিজেকে শোধরাই। নিজেদের জীবন থেকে বদ-দ্বীনীগুলো ঝেড়ে ফেলী। নিজেদের ঘরগুলো থেকে আল্লাহর নাফরমানিকে তাড়িয়ে দেই। এটা জানাও মানার বিষয়। শুধু জানলাম। কিন্তু মানলাম না, তবে কিছুই হবে না। দ্বীন জানতে হবে। দ্বীন মানতে হবে। দ্বীনের পথে চলতে হবে। অনেকেই বলেন, দ্বীন আমিও জানি। আল্লাহর হুকুম আহকামগুলোর দাওয়াত দিতে গেলে অনেকেই এমন কথা বলতে শোনা যায়। মদখোর, মদ খাচ্ছে। তাকে যদি বলেন, ভাই মদপান করনা, এটি হারাম। সুদখোর, ঘুষখোরকে যদি বলেন, এটা হারাম, সে বলে, এত ফতোয়া দিবেন না। ইসলাম আমরাও বুঝি।

আরে ভাই! বুঝে আপনার কি লাভ হলো, যদি মানতে না-পারলেন? ইসলামকে শুধু জানলে হবে না। মানতে হবে। আমি অনেক বড় বড়

বিধর্মী পণ্ডিতদের দেখেছি, তারা ইসলাম সম্পর্কে অনেক জ্ঞান রাখে। কিন্তু সে তো জানলই, মানল না। কি লাভ হল? ইসলামকে জানতে হবে, মানতে হবে। জানা না থাকলে আলেমদের কাছ থেকে জেনে মানতে হবে।

আমরা যদি মৃত্যু বরণ করেই মরে যেতাম, তাহলে ভাল ছিল। কিন্তু মৃত্যুর পর তো জবাব দিহিতাও আছে। সেটি কেন ভুলে যাই? দুনিয়াতে সাধারণ একটি মামলার জন্যও বড় বড় আইনজ্ঞের দ্বারস্থ হতে হয়। সামান্য অসুখের জন্যও বড় বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হয়। কিন্তু আমাদের মনেই নেই যে, আমাদের গোটা জীবনের মামলা একদিন আল্লাহর আদালতে উপস্থিত হবে। যে আল্লাহ আমাদের চোখের নড়াচড়া দেখেন, আমরা কানে যা কিছু শুনি, সব দেখেন, রাতের আঁধার তাঁর জন্য আড়াল তৈরি করতে পারেনা। একান্ত গোপনীয়তায় করা আমাদের কাজ তাঁর দৃষ্টির আড়ালে নয়। সেই মহান শক্তিধর আল্লাহর সামনে আমাদেরকে দাঁড়াতেই হবে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে, মহান রবকে ভয় করো। কারণ, কেয়ামতের মহা কম্পন আসছে। তোমরা আল্লাহর দিকে দৌড়াও।

যেই দিন কম্পন দেখা দেবে, কম্পনের পর আরও কম্পন আসবে। সেই দিনটির জন্য তোমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করো।

দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী

প্রিয় ভাই ও বোন!

সে দিনের প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্যই দুনিয়াতে আমাদের পাঠানো হয়েছে। এখানে আমরা একজন মুসাফির ছাড়া আর কিছু না। এ জগত মূলত একটি অস্থায়ী আবাস। একদিন আমাদের এ দুনিয়া ছেড়ে যেতেই হবে। দুনিয়াকে যারা ভালবেসে আপন করে নিয়েছে, দুনিয়া তাদের ধোঁকা দিয়েছে। দুনিয়ার শান্তি খুঁজতে খুঁজতে জীবন শেষ করেছে। কিন্তু শান্তি পায়নি। দুনিয়া যাদেরকে দংশন করেছে, তারা কখনও শান্তি পায়নি। দুনিয়া একটি বিষধর সাপ। সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক। কাজেই সতর্ক হোন।

এ দুনিয়ার বুকে এমন একদিন আসবে, যে দিনের ভয়াবহতা যুবকদেরকেও বৃদ্ধ বানিয়ে দেবে। সেদিন আল্লাহ তায়ালা আত্মপ্রকাশ করবেন। ফেরেশতাগণও দলে দলে এসে উপস্থিত হবেন। হাজির করা হবে সব বনী আদমকে। তখন আল্লাহ তায়ালা ডেকে বলবেন, ওহে আমার বান্দারা! যেদিন আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছিলাম, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি তোমাদেরকে শুধু দেখে এসেছি। তোমাদের কর্মকাণ্ড দেখেছি। কিছুই বলিনি।

রাতে যে সেজদারত ছিলে তাকেও দেখেছি। যে গানবাদ্য করেছো তাকেও দেখেছি। তোমাদের চারিত্রিক স্খলনও দেখেছি। তোমাদের অপকর্মে লিপ্ত হওয়াও দেখেছি। কে হালাল রোজগার করেছো, তাও দেখেছি। কে হারাম কামাই করেছে, সুদ-ঘুষের টাকায় সম্পদ গড়েছে, কে কোন পথে চলেছো সব দেখেছি। জালেমের জুলুম দেখেছি। মজলুমের আর্তনাদ শুনেছি। ইনসাফও দেখেছি। শুধু দেখেছি, বলিনি কিছুই।

আজ বলার সময় এসেছে। প্রস্তুত হও। কি ভেবেছিলে? এ বিশ্ব জগত নিজে নিজে সৃষ্টি হয়েছে? তোমাদের সুঠাম সুন্দর দেহ, যৌবনের উদ্যমতা আপনা আপনি এসেছে? দুনিয়ার অঢেল সম্পদ, বিশাল অট্টালিকা, যা নিয়ে তুমি গর্ব করতে, তা নিজের বুদ্ধিতে অর্জন করেছিলে? ভেবেছিলে কি? হিসাব দিতে হবে না কোন কিছুরই? তাই বেপরোয়া জীবন যাপন করেছিলে?

আজ সেই দিন, হিসাবের দিন। এসো। আজ তোমাদের জীবনের সমস্ত অপকর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খানু হিসাব গ্রহণ করা হবে। সে কঠিন সময়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। হিসাব দেয়ার জন্য।

তারপর এমন কঠিন অবস্থার সৃষ্টি হবে যে, মানুষ নিজের স্ত্রী, সন্তান, পিতা-মাতা ও ভাই বোনের বিনিময়েও নিজেকে বাঁচাতে চাইবে। আল্লাহ তায়ালার কাছে আর্তি জানিয়ে বলবে, হে আল্লাহ! আমার স্ত্রী কে জাহান্নামে দিয়ে হলেও আমাকে মুক্তি দিন। আমার ভাই-বোনকে জাহান্নামে দিয়ে আমাকে মুক্তি দিন। আমার মা-বাপ সন্তানকে জাহান্নামে দিয়ে হলেও আমাকে মুক্তি দিন।

يُبَصَّرُونَهُمْ ۚ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ

অপরাধীরা সেদিন শাস্তির বদলে দিতে চাইবে তার সন্তান সন্তুতিকে। (সূরা মাআরিজ ১১)

وَصَاحِبَتِهٖ وَاَخِيْهِ

তার স্ত্রী ও ভ্রাতাকে। (সূরা মাআরিজ ১২)

وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِيْ تُـْٔوِيْهِ

তার জ্ঞাতী গোষ্ঠি, যারা তাকে আশ্রয় দিত। (সূরা মাআরিজ ১৩)

وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ يُنْجِيْهِ

পৃথিবীর সকল মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে হলেও আমাকে মুক্তি দিন। (সূরা মাআরিজ ১৪)

আল্লাহ তায়ালা বলবেন, كَلَّا না, কখনোও নয়।

অপরাধী তার অপরাধের জন্য ধৃত হবে। এটা দুনিয়া নয়, যে, অপরাধী নিরাপদ আশ্রয়ে বসে থাকবে। নিরপরাধ ব্যক্তি সাজা ভোগ করবে। এটা আল্লাহ তায়ালার আদালত।

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ — وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ

কেউ অনুপরিমাণ নেক আমল করলেও তা দেখতে পাবে। কেউ অনুপরিমাণ অসৎ কর্ম করলেও তা দেখতে পাবে। (সূরা যিলযাল, ৭-৮)

ফেরেশতারা একজন অপরাধীকে ঘাড় ধরে পাল্লার সামনে দাড় করিয়ে দেবে। পাল্লার সামনে যখন উপস্থিত করা হবে, তখন তাদের দেহ এমনভাবে কম্পন সৃষ্টি হবে যে, তারা ভয়ে কাঁপতে থাকবে। তারা স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। একবার এদিকে হেলে পড়বে, একবার ওদিকে হেলে পড়বে। দুনিয়ার বড় বড় ক্ষমতাশালী বাদশারাও সেদিন থরথর করে কাঁপবে। তাদের পা দুটি সেদিন তাদের দেহের ভার বহন করতে অক্ষম হবে। তাদের একদিকে থাকবে জাহান্নামের লেলিহান অনন্ত অনল। আরেকদিকে থাকবে, সেই মনোরম জান্নাতের দৃশ্য। জাহান্নাম চিৎকার করে বলতে থাকবে, আরও চাই, আরও চাই।

তারপর তার আমলনামা ওজন করা হবে। মিযানের পাল্লায়। কারো কন্যাকে, কারো পুত্রকে, কারও পিতা-মাতাকে, ভাইকে, বোনকে, স্বজনকে সবাইকে।

একদিকে পাপ, একদিকে পুণ্য। তাদের আমল মিযানের পাল্লায় তোলা হবে। হাশরের সেই আশ্চর্য পাল্লায় কারও বংশ মর্যাদা মাপা হবে না। মাপা হবে বান্দার আমলগুলো। সে পাল্লায় বান্দার চরিত্রের সৌন্দর্য, হালাল উপার্জনের সওয়াব, সকল মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকার সাওয়াব। বান্দার মন্দ আমলের ওজন করা হবে। যদি মন্দ কাজের ওজন বেশি হয়ে যায়। তাহলে অশেষ দুর্গতি তার কপালে জুটল। হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম তখন ঘোষণা করবেন, অমুকের পুত্র অমুক তার পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। সে দুনিয়ার জীবনে গুনাহের কারণে বিফল হয়েছে।

প্রিয় ভাই ও বোন! বুঝতে চেষ্টা করুন, এ ব্যর্থতা দুনিয়ার জীবনে পরীক্ষার ব্যর্থতা নয়। এ পরাজয় দুনিয়ার জীবনে নির্বাচনে পরাজয় নয়। কারণ, এ ব্যর্থতার পরও রয়েছে এক কঠিন ও ভয়াবহ জীবনের সূচনা। সে জীবনের কোন সমাপ্তি নেই। শুরু আছে, শেষ নেই।

তো ভাই! আসুন আমরা তাওবা করি আমাদের জীবনের গুনাহগুলো থেকে। আমরা এ যাবত যত গুনাহ করেছি, আল্লাহ পাকের যত নাফরমানী করেছি, তার জন্য তাওবা করি। কারণ তাওবা এমন একটি আমল, যা জীবনের সমস্ত গুনাহকে ধুয়ে পরিষ্কার করে দেয়। আল্লাহ তায়ালা এত দয়ালু যে, একদিকে আমরা বলি মাফ করে দাও, ওদিকে আল্লাহ বলেন, যাও মাফ করে দিলাম। আমিতো তোমার তাওবার অপেক্ষায়ই বসে আছি।

ঈমান সবার আগে

প্রিয় ভাই ও বোন!

ঈমান হলো সবচেয়ে বড় সম্পদ। অথচ আজ মানুষের কাছে সেই ঈমানই হলো সবচেয়ে অবহেলার বস্তু। দু'চারশত টাকার জিনিস কিনে মানুষ তা হেফাযতের জন্য কতইনা ব্যবস্থা করে। কাচা মাছ, মাংস কিনে তা

সংরক্ষণের জন্য ফ্রিজে রাখে। সামান্য কাপড় চোপড় সুন্দর রাখার জন্য আলমারীতে সংরক্ষণ করে।

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! দুনিয়ার সামান্য এ বস্তুগুলোর হেফাযতের জন্য আমাদের তো আয়োজনের কমতি নেই। ফিকিরেরও কমতি নেই। কিন্তু অমূল্য সম্পদ ঈমান হেফাযতের জন্য আমাদের কি ফিকির ও কি চেষ্টা রয়েছে? এর জন্য আমরা কি মেহনত করি?

আজ আমরা চোখ দিয়ে হারাম বস্তু দেখি, প্রতিদিন দুটি চোখ দিয়ে কত গুনাহই না করছি। কান দিয়ে কত মিথ্যা শুনছি। বিশ্বাস করছি। গান বাদ্য শুনছি। জবানকে ব্যবহার করছি অশ্লীল বাক্য বলে। মিথ্যা বলে, গান গেয়ে, গীবত করে। হারাম ও শরীয়ত নিষিদ্ধ বস্তু ভক্ষণ করছি, পান করছি। এ সবই আমাদের ঈমানের চরম ক্ষতি করছে। এসব অসঙ্গত ও অবৈধ আচরণের মাধ্যমে নিজের সবচেয়ে বড় সম্পদ ঈমানের ক্ষতি করার পর আমরা যতই অর্থ বিত্ত ও সহায় সম্পদ অর্জন করি না কেন, তাতে কোন উপকারই নেই। এ তুচ্ছ সম্পদ আর চিত্ত বৈভব আমার আপনার চূড়ান্ত মুক্তি ও কামিয়াবীর ব্যবস্থা করে দিতে পারবে না। তাই আমার অনুরোধ, আসুন ঈমানের হেফাযত করে আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে মন দেই। নেক কাজ যত ছোটই হোক, তা নেক কাজই। আর গুনাহ যতই ছোট হোক, তা গুনাহই। তা থেকে আত্মরক্ষা করে চলাই হলো ঈমান।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যখন কোন নাফরমানী কর, সে নাফরমানী ছোট কি বড়, তার প্রতি লক্ষ্য না রেখে দেখ, কার নাফরমানী করছো? গুনাহ যত ছোটই হোক, তাতে আল্লাহ তায়ালারই অবাধ্যতা করা হচ্ছে। কাজেই সেই মহান জাতে পাকের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁর অবাধ্যতা থেকে আত্মরক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। এর নামই ঈমান।

আমাদের প্রতি মহান রাব্বুল আলামীনের কত বড় মেহেরবানী যে তিনি আমাদের মানুষরূপে সৃষ্টি করেছেন। তারপর ঈমানের মত দৌলত দান করেছেন। আর আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভাগ্যবান উম্মত হিসেবে কবুল করেছেন। সেই মহান রবের অসংখ্য অনুগ্রহের পরও তুচ্ছ এ অর্থ সম্পদ আর দুনিয়াবী ক্ষণিকের সুখ শান্তির জন্য আল্লাহ তায়ালার অবাধ্য হচ্ছি।

আহ! বড়ই আফসোসের বিষয়! মানুষ সামান্য কিছু ডলার বা উন্নত দেশের ভিসার জন্য ঈমান বিকিয়ে দিচ্ছে। মানুষ নির্ভাবনায় সন্তানকে সেই কুফরের আখড়ায় পাঠিয়ে দিচ্ছে। হে ভাই আমার! এতে আপনি কি হারালেন, আর কি পেলেন, হিসাব করে দেখেছেন? হিসাব করা দরকার। আমরা মুসলমান। ঈমান আমার জীবনের চেয়ে দামী। আর ঈমান পৃথিবীর সবকিছুর চেয়ে বড়। একটু সম্পদের জন্য একটু সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের লোভে, একটি গ্রীণ কার্ডের জন্য সে ঈমান বিক্রি হতে পারে না। কুফর ও বেঈমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করার চেয়ে মন্দ কপাল আর হতে পারেনা।

এখনো আমার একটি কথা মনে হলে কষ্টে অন্তরটা ফেটে যায়। একবার ইংল্যান্ড সফরে এক লোকের সাথে সাক্ষাত হলো। লোকটি মুসলমান ছিল। লোকটি বলল, মুসলমান ছিলাম, আমি অবাক হলাম, লোকটির কথা শুনে। মুসলমান ছিলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এখন কি আপনি মুসলমান নন? লোকটি জবাব দিল, অর্থ-সম্পদ কামাই করতে গিয়ে ঈমান বিক্রি করে দিয়েছি। অর্থ-সম্পদ কামাই করতে গিয়ে সন্তানদের প্রতি খেয়াল রাখতে পারিনি, তারা যে যেভাবে পারছে চলছে। তাদের উপর আমার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। তারা বিয়ে করেছে খৃষ্টান মেয়ে। মেয়েরা বিয়ে করেছে খৃষ্টান ছেলে। এখন নিজেকে বড়ই বদ নসিব মানুষ মনে হয়। না হলে কেউ নিজেকে এভাবে ধ্বংস করে? লোকটা কেঁদে দিল। অনেকক্ষণ কাঁদল। আমি তাকে শান্তনা দিলাম, বললাম, ভাই! আপনি হতাশ হবেন না। আপনি মুসলমান থেকে তো খারিজ হয়ে যাননি, আপনি আবার তাওবা করে মহান রব্বে কারীমের নিকট ক্ষমা চান, তিনি অনেক মেহেরবান। দয়ালু তিনি। বান্দার অনুতপ্ত হৃদয়ের কথা তিনি শোনেন। তিনি তাওবাকারীকে ভালবাসেন।

লোকটি আশ্বস্ত হলেন, মনটা তার খুশিতে নেচে উঠল। হতাশায় ভরে যাওয়া অন্তরটা আশায় ভরে উঠল।

ভাই! সকল মুসলমানের ঈমান আমল পরিশুদ্ধ হোক। যারা ঈমানও দ্বীনী পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে, তারা ঈমান ও ইসলামের পথে ফিরে আসুক। দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত এমন এক মেহনত, এর সঙ্গে যুক্ত হলে মানুষ ঈমান ও আমলের নূর লাভ করে। ক্রমশ সে আলোর উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাযত করুন।

বেহায়াপনা আল্লাহ্ সহ্য করেন না।

প্রিয় ভাই ও বোন!

অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা যখন কোনো জাতির মাঝে, সমাজের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে, তখন আল্লাহর গজব নেমে আসে। আল্লাহ্ পাক অশ্লীলতা ও বেহায়াপনাকে সহ্য করেন না।

সবচেয়ে বেশি বেহায়া জাতি ছিল, কওমে লুত। এ সম্প্রদায় অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার মাঝে ব্যাপকভাবে ডুবে ছিল। আল্লাহ পাক এ সম্প্রদায়টিকে পাঁচটি আযাব দ্বারা ধ্বংস করেছিলেন। আমি দেখে এসেছি, কওমে লুতের অঞ্চলটি। এদিকে ধ্বসে গেছে, ওদিকে ধ্বসে গেছে। কওমে লুতের কোন প্রাণীই সেদিন বাঁচতে পারেনি। চল্লিশ দিন পর্যন্ত একাধারে পাথর বৃষ্টিতে সব অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার কবর রচিত হয়েছিল। এগুলো আমাদের জন্য শিক্ষার উপকরণ। যদি আমরা শিক্ষা নিতাম।

আজ আমাদের সমাজের অবস্থাও বড়ই করুন। আজ আমরা আমাদের ঘরগুলো পাপ পঙ্কিলতায় ভরে ফেলেছি। অন্যায় অবিচারে ভরে গেছে সমাজ। অশ্লীলতা আর বেহায়াপনার বাজার বড়ই রমরমা। যে নারীর পর্দায় আবৃত হয়ে চলাফেরা করার কথা। সে চলছে উলঙ্গ হয়ে। যুবক. বৃদ্ধ, কিশোর সবাই অর্ধ উলঙ্গ নারীর রূপ যৌবন দেখছে তাকিয়ে তাকিয়ে।

বড়ই আশ্চর্য লাগে, যখন দেখি পিতা, তার কন্যাকে অর্ধ উলঙ্গ পোশাকে নিয়ে যাচ্ছে। এ পোশাকে নারী যখন রাস্তায় চলে, তখন সবাই তাকিয়ে থাকে, অথচ পিতা-মাতা সাথেই আছে। আমি বুঝি না, মানুষের মর্যাদাবোধ কোথায় হারালো? মুসলমান কিভাবে তার মর্যাদা ভুলে যায়?

মুসলমান এটা কেন বুঝে না যে, আমার কন্যা বাজারী পণ্য নয়। রাস্তায় প্রদর্শিত হওয়ার মত বস্তু নয়। বেগানা পুরুষের বিনোদনের পাত্র নয়। আমার কন্যা, আমার বোন, আমার স্ত্রী, হীরা মুক্তার চেয়েও মূল্যবান। আমার কন্যা, আমার বোন, আমার স্ত্রীদেরকে বেপর্দা ছেড়ে দিয়ে তাদের মর্যাদাহীন মূল্যহীন করে ফেলেছি। অশ্লীলতার বাজারে তাদেরকে বেপর্দা ছেড়ে দিয়েছি।

হে ভাই, হে বোন! নিজেদের মূল্য বুঝতে শিখুন। নিজের মূল্য দিতে শিখুন। মুসলমান হওয়ার কারণে, কালেমাওয়ালা হওয়ার কারণে আপনি মূল্যবান। নিজের মর্যাদা এভাবে খাটো করবেন না। আল্লাহর গজবের ভয় করুন। এ অশ্লীলতা আল্লাহ তায়ালা সহ্য করেন না। বছর কয়েক আগে তুরস্কের একটি শহরে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছিল। সেখানে ইউরোপ আমেরিকার মত বেহায়াপনা, বেলেল্লাপনা ছড়িয়ে পড়েছিল। যার ফলে ভয়াবহ এক ভূমিকম্পে শহরের মানুষ সহ সব হালাক হয়ে গেলো।

প্রিয় ভাই ও বোন!

আল্লাহ পাক পূর্ব যুগের যেসব জাতিকে পাকড়াও করেছেন এবং তাদের উপর আযাব নাযিল করেছেন, তাদের সবচেয়ে বড় অপরাধ ছিল, অবাধ্যতা, কুফরী।

اَلَا اِنَّ عَادًا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ

আদ জাতি তাদের রবকে অস্বীকার করেছিল।

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْاَرْضِ قَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى

ফেরাউন পৃথিবীতে উদ্যত হয়ে গিয়েছিল। ফেরাউন বলেছিল, আমি তোমাদের সবচেয়ে বড় রব।

اَلَا اِنَّ ثَمُوْدَ كَفَرُوْا رَبَّهُمْ

ছামুদ জাতি তাদের রবকে অস্বীকার করেছিল।

তো দুনিয়াতে এসব জাতি যে শাস্তির মুখোমুখি হয়েছিল, তা তাদের কুফরীর কারণে। কিন্তু লুত আলাইহিস সালাম এর কওম, যদিও কাফের ছিল, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর আযাব দিয়েছিলেন তাদের নির্লজ্জতার কারণে।

সবচেয়ে বড় অবাধ্য নাফরমান ছিল ফেরাউন, আল্লাহ তাকে পানিতে ডুবিয়ে মেরেছেন।

হযরত শোয়াইব আলাইহিস সালাম এর কওমের উপর তিনটি আযাব এসেছিল। কিন্তু হযরত লুত আলাইহিস সালাম এর কওমের উপর পাঁচটি আযাব এসেছিল।

(১) ভূমিকম্প এসেছিল। (২) পাথরের বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিল। (৩) ফেরেশতাদের চিৎকার এসেছিল। (৪) চেহারা বিকৃত করে দেওয়া হয়েছিল। (৫) জমিনের উপরের অংশ নিচে আর নিচের অংশ উপরে করে দেওয়া হয়েছিল। এসব হয়েছিল তাদের নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা, অশ্লীলতার কারণে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাওবার সুযোগ দিন। আমীন।

কারুনের অবাধ্যতা

বনী ইসরাইলের উপর যাকাতের বিধান জারী হলো। শতকরা দশভাগ। বিপুল সম্পদের মালিক কারুন হিসাব করল, তার যাকাত আসে কয়েক কোটি টাকা। কিন্তু এত টাকা হাত ছাড়া করতে তার মন সায় দিল না। সম্পদের মায়া তাকে যাকাত আদায়ে নিরুৎসাহিত করল। কারুন সিদ্ধান্ত নিল, সে যাকাত তো দিবেই না, বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে যাকাতের বিধান জারী করার কারণে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আটল। আল্লাহর নবী হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এর বিরুদ্ধে অপরাধ আরোপের পরিকল্পনা ঠিক করল। এক পাপিষ্ঠা মহিলাকে মোটা অংকের অর্থ দিয়ে সম্মত করাল যে, তুমি মুসা আলাইহিস সালাম এর বিরুদ্ধে যিনার অপবাদ দিবে। বলবে মুসা আলাইহিস সালাম আমার সাথে যিনা করেছে।

ঈমান যখন থাকে না, তখন মানুষের বিক্রি হতে সময় লাগে না। হাজার হাজার মানুষের সামনে বয়ান করছিলেন আল্লাহর নবী হযরত মুসা আলাইহিস সালাম। সেখানে কারুনও উপস্থিত। এক পর্যায়ে কারুন দাঁড়িয়ে মুসা আলাইহিস সালাম কে প্রশ্ন করল, হে মুসা! কেউ যদি বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও যিনা করে, তাহলে তার শাস্তি কি?

হযরত মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, তাকে পাথর মেরে মেরে হত্যা করা হবে। কারুন বলল, এ মহিলা কি বলছে শুনুন। কারুন মহিলাকে দাঁড়

করালো এবং বলল, তুমি সাক্ষ্য দাও।

মহিলা সাক্ষ্য দিতে দাঁড়াল। কিন্তু আল্লাহর নবীর চেহারায় দৃষ্টি পড়তেই তার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। মহিলা থরথর করে কাঁপতে লাগল। মহিলা বলল, হে আল্লাহর নবী! আমার কোন অভিযোগ নেই।

আমি এমনিতেই একজন পাপিষ্ঠা নারী। তার উপর একজন নবীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আরোপের দায় নিয়ে মরতে চাইনা। মহিলা সাফ সাফ বলে দিল, আপনার উপর অপরাধ আরোপের জন্য কারুন আমাকে অর্থ দিয়েছে।

হযরত মুসা আলাইহিস সালাম সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন, বললেন, হে আল্লাহ্! তোমার নবীর সঙ্গে এ কেমন ঘটনা ঘটে গেল?

আল্লাহ তায়ালা বললেন, আমি জমিনকে তোমার অনুগত করে দিলাম। তুমি কারুনকে জমিনে ধসিয়ে দাও।

মুসা আলাইহিস সালাম বললেন, হে জমিন, কারুনকে ধরো। সঙ্গে সঙ্গে জমিন কারুনকে ধরে ফেলল এবং কারুন জমিনে ধসে যেতে লাগল। কারুন বুঝতে পারল সে ধরা পড়ে গেছে, জমিন তাকে গিলে ফেলছে। কারুন বলল, মুসা! আমাকে ক্ষমা করে দাও। কিন্তু মুসা আলাইহিস সালাম জমিনকে বললেন, ওকে ভাল করে ধরো। কারুন আরও ভিতরে ধসে যেতে লাগল। কারুন আবারও ক্ষমা চাইল। মুসা আলাইহিস সালাম বললেন ওকে শক্ত করে ধরো।

এভাবে কারুন ক্ষমা প্রার্থনা করতে করতে ধসে যেতে লাগল। যখন কারুন সম্পূর্ণ ধসে গেল, আল্লাহ তায়ালা বললেন, মূসা! তোমার অন্তর এত শক্ত! কারুন বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করল, আর তুমি ক্ষমা করলে না?

আমি আমার মর্যাদা ও প্রতাপের শপথ করে বলছি, যদি আমার কাছে সে একটি বার ক্ষমা চাইতো, তাহলে আমি মাফ করে দিয়ে তাকে উদ্ধার করতাম।

তো ভাই দেখুন, আল্লাহ তায়ালা কারুনের মত অবাধ্য নাফরমানকেও ক্ষমা করতে প্রস্তুত ছিলেন, আর আমরাতো কারুনের চেয়েও অনেক ভাল এবং শেষ নবীর উম্মত। আমাদেরতো সুপারিশকারী আছেন।

তাই আসুন, আল্লাহ তায়ালাকে নারাজ না করি। তাঁর অনুগ্রহের সুযোগ নিয়ে বেপরোয়া হয়ে না যাই। আসুন আমরা আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা ও করুণার দিকে ধাবিত হই।

আমাদের চিন্তার দুর্বলতা

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

আমরা কি ধরে নিয়েছি, দুনিয়ার যিন্দেগীতে আরাম আয়েশই সব! ভাল কাপড়, ভালো ভালো বাড়ি, দামি গাড়ি, ব্যাংকে অঢেল টাকাই আমাদের সব? মহিলারা কি ভেবেছে, ভাল ভাল অলংকার, দামী পোশাক যত হবে, তত বেশি মর্যাদার অধিকারী হবে?

আরে এ মর্যাদার স্থায়িত্ব কত দিনের? একদিন তো এ মর্যাদা মাটির সঙ্গে মিশে যাবে। এ দেহকে কবরের পোকা মাকড়ে খেয়ে ফেলবে। এ প্রাপ্তি, এ সাফল্য মর্যাদা ক্ষণিকের, ক্ষণস্থায়ী এ জীবনে দুনিয়াবী এ মর্যাদার কি মূল্য আছে?

চিরস্থায়ী সাফল্য ও মর্যাদাতো প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনাদর্শের মধ্যে নিহিত। আমাদের নবী শেষ নবী। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবী ও রাসূল। তাঁর উপর নবুওয়ত খতম। তাঁর উপর রেসালাত খতম। তাঁর উপর নেতৃত্ব খতম। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর সমস্ত ইজ্জত, শরীয়াত, এ সমস্ত যোগ্যতার সমাপ্তি ঘটে গেছে। আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করে দিয়েছেন, এ নবীই শেষ নবী। এ নবীর পর আর কোন নবী আসবে না।

কাজেই এখন থেকে দ্বীনের দাওয়াত প্রত্যেকটা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব। এ দায়িত্ব থেকে গাফেল হলে, রাব্বুল আলামীনের নিকট আমাদের জবাব দিতে হবে।

তো ভাই! আমরা দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতার রহস্য এর মাঝে নিহিত আছে যে, আমরা আল্লাহ তায়ালার রেজামন্দির দিকে অগ্রসর হবো। তা এভাবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তরিকা

আমাদের পুরুষ, আমাদের মহিলা ও আমাদের সন্তানদের জীবনে চলে আসবে। যে-ই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শকে অনুসরণ করবে, সে-ই আল্লাহ তায়ালার প্রিয় হবে।

একজন মানুষ, চাই পুরুষ হোক, বা নারী হোক, সুরম্য প্রাসাদে বাস করুক, কিংবা জীর্ণ কুটিরে বাস করুক। যেখানেই থাকুক না কেন, যদি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনাদর্শ অবলম্বন করে, তাহলে তার জীবন সফল ও সুখময় হবে। অন্যথায় ধ্বংস ও ব্যর্থতা এবং অশান্তির আগুনে পুড়বে।

দেখুন হাবশী বেলাল (রা.) কে। কালো কুশ্রী, দাস ছিল। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শ অনুকরণ অনুসরণ করার ফলে তাঁর জীবন সফল হয়ে গেছে। দুনিয়া ও আখেরাতে তাঁর মর্যাদা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেয়ামতের দিন কবরগুলো ফেটে যাবে। আমি সকলের আগে বের হব। আমার ডান দিক থেকে হযরত আবু বকর (রা.) বের হবে, আমার বাম দিক থেকে হযরত ওমর (রা.) বের হবে। আর পায়ের দিক থেকে বের হবে হযরত বেলাল (রা.)।

একটি কথা মনে রাখবেন, যে ব্যক্তির কবর যেখানে, কেয়ামতের দিন সেখান থেকেই তাকে উঠানো হবে। যেখানে যার কবর, সেখানেই তার হাশর। কিন্তু হযরত বেলাল (রা.) এর ব্যাপারটা ভিন্ন। তাঁর কবর শামে। তিনি উঠবেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পায়ের দিক থেকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, বেলাল উটেই আযান দিবে। আল্লাহ আকবার, আল্লাহু আকবার। দুনিয়ায় ও মুয়াজ্জিন, আখেরাতেও মুয়াজ্জিন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সব মানুষ হাশরের মাঠের দিকে পায়ে হেটে রওয়ানা হবে। আমি যার বোরাকে চড়ে। আমার সামনে সামনে বেলাল যাবে– একটি লাল উটের পিঠে চড়ে।

বলুন তো! হযরত বেলাল এ মর্যাদা কোথায় পেলেন? আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনুগত্যের কারণে।

প্রিয় ভাই ও বোন!

সোনা রূপার মালিক হওয়ার দ্বারা আমাদের মূল্য নির্ধারণ হবে না। বরং আমাদের মূল্য নির্ধারণ হবে মুহাম্মদী হওয়ার সুবাদে। প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শকে আমরা যে পরিমাণ গ্রহণ করব। যে যতটুকু অনুসরণ অনুকরণ করব, তার মূল্য ততটুকুই নির্ধারিত হবে।

বলুন তো, আজ কত ঘর এমন আছে, যেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তরিকা জবাই হচ্ছে না? কত পুরুষ এমন আছে, যারা আল্লাহর নবীর সাথে বিদ্রোহ করছে না? কত নারী এমন আছে, যারা সুন্নতে নববীকে নিয়ে মযাক করছে।

বলুনতো আমরা কার আনুগত্য করে আল্লাহ ও আল্লাহর নবীর বিরুদ্ধাচরণ করছি? শয়তানের শিখানো মতবাদ গ্রহণ করে কার বিরুদ্ধাচরণ করছি? যিনি আনুগত্যের যোগ্য ছিলেন, তার বিরুদ্ধাচরণ করছি। আর যার বিরুদ্ধাচারণ করার কথা ছিল, তার অফাদারী করছি। আজ আমাদের না দ্বীন থাকল, না আখেরাত থাকল। বড়ই আফসোসের বিষয়।

তিনি কেঁদেছেন, আমাদের জন্য

প্রিয় ভাই ও বোন!

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক টানা পাঁচঘন্টা আরাফার ময়দানে নিজের উম্মতের জন্য কেঁদেছেন। মরুভূমির উত্তপ্ত বালু। তাবু নেই, ছায়া নেই, উটের পিঠে বসে পাঁচ ঘন্টা একনাগাড়ে দোয়া করেছেন। আমরাতো পাঁচ, দশ মিনিট দোয়া করলেই ক্লান্ত হয়ে যাই। আর আল্লাহর নবী পাঁচটি ঘন্টা দোয়া করেছেন। কখনও কখনও তিনি অস্থির হয়ে উঠের রেকাবে পা রেখে দাঁড়িয়ে যেতেন, আর হাত দুটি পুরোপুরি উপরে উঠে যেত। তিনি অস্থির হয়ে ছটফট করতেন আর বলতেন, আমার উম্মত! আমার উম্মত!

হাদীসে আছে, ওফাতের এক সাপ্তাহ আগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জানা হয়ে গিয়েছিল যে, বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এসেছে।

সাহাবায়ে কেরামগণ আসছেন, আল্লাহর নবীর মোবারক চেহারা দেখার জন্য। শয্যাশায়ী আল্লাহর নবী। তিনি বললেন, আমি তোমাদের সবাইকে আমার শেষ সালাম জানাচ্ছি। তোমাদের পর যারা আসবে, তাদেরকেও আমার সালাম দিও। এভাবে যারা তারপরে আসবে তাদেরকেও বলবে তারা যেন তাদের পরে যারা আসবে তাদের কাছে আমার সালাম পৌঁছে দেয়। এভাবে পরবর্তীদের নিকট আমার সালাম পৌঁছে দিও।

সুবহানাল্লাহ্! আমরা তখনও আত্মার জগতে ছিলাম, আর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সালাম জানিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের উদ্দেশ্য বললেন, মন চাচ্ছে আমি আমার ভাইদের দেখব।

সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার ভাই নই কি?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নানা, তোমরা আমার ভাই নও, তোমরা আমার সাহাবী। আমার ভাই হলো তারা, যারা আমাকে দেখা ব্যতীত কালেমা পাঠ করে মুসলমান হবে।

এক সাহাবী বললেন, ধন্য হোক, সেই ব্যক্তি, যে আপনাকে দেখেছে এবং আপনার উপর ঈমান এনেছে।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সাত বার ধন্য হোক সে, যে আমাকে দেখেনি; কিন্তু তারপরও আমার প্রতি ঈমান এনেছে।

কত বড় দুঃখের বিষয় যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সাতবার মোবারকবাদ দিয়েছেন, কিন্তু তারপরও আমরা তাঁর নাফরমানী করছি। এমন নবীর নাফরমানী তারপরও আমরা করে যাব? কিসের খাতিরে করব?

জিহ্বার স্বাদের জন্য?

দেহের আরামের জন্য?

কানের সুখের জন্য?

চোখের আরামের জন্য?

দুনিয়ার আরাম আয়েশের জন্য এমন দয়ালু মানুষটির বে-অফায়ী কি আমরা করেই যাব?

আমরা কত অন্যায় অবিচার করছি, কিন্তু তারপরও আমাদেরকে জমিন গিলে ফেলছে না কেন? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দোয়া আমাদেরকে রক্ষা করছে। তাঁর রাত জাগা ছটফটানি আমাদেরকে টিকিয়ে রেখেছে। উম্মতের জন্য কেঁদে কেঁদে তিনি অস্থির হয়ে যেতেন। উম্মতের মুক্তির চিন্তায় তিনি পেরেশান হয়ে উঠতেন। পেটে পাথর বেঁধেছেন। সারা রাত জেগে ছটফট করতেন। সর্প দংশিত মানুষের মত তড়পাতেন।

দয়াল নবীর এ তড়প কি নিজের জন্য ছিল? যার জন্য জান্নাত তৈরী হয়েছে। পরকালে যার হাতে জান্নাতের চাবি থাকবে। যিনি সবার আগে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। আল্লাহর সেই নবী প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি নিজের মুক্তির জন্য কেঁদেছেন?

না তিনি কেঁদেছেন আমাদের জন্য। আমাদের মত অকৃতজ্ঞ উম্মতের জন্য কেঁদেছেন। আর আমরা কিনা তারই সাথে বেয়াদবী করছি!

প্রিয় ভাই ও বোন! আল্লাহর ওয়াস্তে বিবেকের পরিচয় দিন। এভাবে আর কতকাল চলবেন? জীবনের সমাপ্তি ঘটতে পারে যে কোন মুহূর্তে। তারপর সেই মহান মানুষটির মুখোমুখি হতে হবে। কি জবাব দিবেন?

নববী আদর্শ

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

আসুন আত্মাকে পবিত্র করি। সেই পবিত্রতার পন্থা হলো হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন আদর্শ। এ পবিত্রতা অর্জনের পন্থা সাবান নয়। নববী আদর্শ হলো এ পবিত্রতার পন্থা।

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا—وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا

যে লোক নিজেকে পবিত্র করল, সে সফল হলো। আর যে নিজেকে কলুষিত করল, সে বিফল হলো। (সূরা আশ-শামস ০৯, ১০)

তো এ পবিত্রতার জন্য সাবানের প্রয়োজন নেই, পানির প্রয়োজন নেই। এর জন্য প্রয়োজন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র জীবন। যার ভেতরও পবিত্র, বাহিরও পবিত্র।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উম্মে সুলাইমের ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। গরমের সময় ছিল। পবিত্র শরীর থেকে ঘাম বের হয়ে নীচে পড়ছিল। উম্মে সুলাইম চুপিচুপি এসে নবীজীর ঘামের ফোঁটাগুলো শিশিতে ভরলেন।

শিশি নীচে ধরে রাখলেন আর ঘামের ফোঁটাগুলো তাতে পড়তে থাকল, এভাবে অনেকখানি ঘাম সঞ্চিত হয়ে গেল।

হঠাৎ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ খুলে তাকিয়ে দেখলেন, উম্মে সুলাইম বসে বসে তাঁর ঘামগুলো শিশিতে ভরছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, কি করছ তুমি? উম্মে সুলাইম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার শরীরের ঘামগুলো মেশকের মত সৌরভ ছড়াচ্ছে।

আমার ভাইয়েরা! ঘামতো শরীরের বর্জ্য বলে বিবেচিত। সেই ঘাম এত পবিত্র হলো কিভাবে? কি করেই এলো এত সুঘ্রাণ?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শরীরের ঘামের এত সৌরভ ছিল, তাহলে তাঁর ভেতরটা কেমন পবিত্র হবে? যার বাহির এত আলোকময়, তার ভেতর কত আলোকিত?

তো ভাই! আমরা যদি এরকম পবিত্র মানুষটির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে চলি। তাঁর মহান আদর্শ অনুসরণ করি, তাহলে আমিও পবিত্র হয়ে যাব।

আরবের মানুষেরা হাতে গড়া মূর্তির পূজা করে নিজেদের চরমভাবে কলুষিত করে ফেলেছিল। সেই কলুষিত মানুষগুলো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ অনুসরণ করে ইসলাম গ্রহণ করে, তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত হয়েছিল।

মক্কার কুরাইশরা, মদীনার মানুষগুলো, যারা কাল পর্যন্ত পাথরের তৈরী মূর্তির পুজা করতো, তিনশত ষাট দেবতার পূজা করত। এই মানুষগুলো যখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে হাত দিল। যখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে নিজেদের নবী হিসেবে মেনে নিল। তখন আল্লাহ্ পাক তাদেরকে দুনিয়াতে সম্মানিত করলেন, আখেরাতেও সম্মানিত করলেন।

তো ভাই ও বোনেরা! মৃত্যুর পর যে জীবন শুরু হবে সেটিই হলো প্রকৃত জীবন। সে জীবনের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। আর তার প্রস্তুতির জন্য বনে জঙ্গলে যেতে হবে না। এই শহরে গ্রামে অবস্থান করেই কাজটি সম্পন্ন হতে পারে। কাজটা হলো আল্লাহ তায়ালাকে রাজি করা। এটি দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনের প্রস্তুতি। আল্লাহকে রাজি করাতে না পারলে দুনিয়াও গড়বে না, আখেরাতও গড়বে না। দুনিয়ায় আমরা ক্ষমতাবানদের সন্তুষ্ট রাখি, কারণ সে অসন্তুষ্ট হলে আমার বিপদ হতে পারে। তাই তাদের জন্য কত তোষামোদ। তাদের মনোতুষ্টির জন্য আমার কি ব্যস্ততা। আর জমিন ও আসমানের মালিককে সন্তুষ্ট করতে আমাদের কি ফিকির আছে? আর জমিন ও আসমানের বাদশাকে অসন্তুষ্ট করে আমরা কাকে খুশি করছি?

আরে ভাই! এ হৃদয়তো আল্লাহর জন্য। এ হৃদয়ে শুধু আল্লাহর ভালবাসা থাকবে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভালবাসা থাকবে। হে, আপনার ইচ্ছা হলে এখানে সমগ্র বিশ্বকে বসিয়ে নিন, আমার রবের কসম। আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন সাক্ষী আছেন। সমগ্র জগতের সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য ও বিনোদনের উপকরণ জমা করেও আপনি শান্তি পাবেন না। যদি হৃদয়ে আল্লাহর ভালবাসা না থাকে। সমগ্র জগতের সব ঐশ্বর্য ও যদি আপনার হাতে এসে যায়। আর সেখানে আল্লাহ না থাকেন, তবে এ আত্মা শান্তির ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত থাকবে। এ শরীর অস্থির হয়ে থাকবে। দুনিয়ার কোন জৌলুস, কোন জমকালো আসর, কোনো সুরম্য অট্টালিকা, লাখো রূপময় চেহারা এ অন্তরকে শীতলতা দিতে পারবে না। অশান্তি বাড়তেই থাকবে। এর একমাত্র চিকিৎসা হলো, আল্লাহ তায়ালাকে ভালবাসা। প্রিয় নবী (সঃ) এর আদর্শমত জীবন পরিচালনা করা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সবাইকে কবুল করুন। আমীন।

বান্দার কাছে আল্লাহর চাওয়া

প্রিয় ভাই ও বোন!

প্রকৃত জীবনের সূচনাতো হলো মৃত্যুর পর থেকে। আগামীতে যে দিনটি আসছে, অর্থাৎ মৃত্যুর পর। তার উপর মানুষের কোন দখল নেই। না এমনকি কেউ বলতে পারে যে, আগামী কালকের দিনটি সে পাবে? অথচ

মানুষ শুধু কালকের জন্যই নয়, পরবর্তী বহু বছরের পরিকল্পনা ঠিক করে নেয়।

মহান রাব্বুল আলামীন আমাদের কাছে কামনা করেছেন, হে আমার বান্দারা! তোমরা আগামী দিনের জন্য তো চিন্তা করবেই এবং মৃত্যুর পর যে দিন আসবে তার জন্যও ভাবো। তবেই তোমাদের জীবনের ভারসাম্য আসবে।

কত মানুষতো এমনও আছে, যে একটি সকাল দেখল, কিন্তু দুপুর কিংবা রাত দেখার ভাগ্য তার হয় না। কত মানুষতো এমন আছে যে, সূর্য উদিত হতে দেখে কিন্তু অস্ত যাওয়ার আগে নিজেই অস্তমিত হয়ে যায়। আগামী দিনতো পরের কথা। তারপরও মানুষের আগামীর পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ততা এত বেশি যে, পরকালকে বেমালুম ভুলে যায়।

আল্লাহর নবী ও রাসূলগণ এ বিষয়টির উপর মেহনত করে গেছেন। যেন লোকেরা দুনিয়ার কথা ভাবে, দুনিয়াকে দেখে, কিন্তু এমনভাবে নয় যে, মৃত্যুর পরের জীবন ধ্বংস হয়। প্রকৃত জীবন তো সেটি, যেটি মৃত্যুর পর শুরু হবে। অনন্ত যে জীবন। যার শুরু আছে, শেষ নেই।

এ জন্যই আমরা বলি যে, বের হোন। দ্বীনের পথে মানুষকে আহ্বান করুন। আর আগে নিজেরা ঈমানী যিন্দেগী কিভাবে গড়তে হয় শিখুন। ঈমানী যিন্দেগীর বিধি-বিধান, রীতি-নীতি শিখুন। আমরা তো মানুষ। জীব জন্তুতো নই। মানবিক গুণাবলী আমাদের শিখতে হবে। সুশৃংখল সুন্দর জীবন ধারণের জন্য মানুষের গুণগুলো অর্জন করতে হয়। এজন্য মহান রাব্বুল আলামীনের বিধানগুলো আমাদের মানা কর্তব্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনাদর্শ সমাজ গঠনে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট নমুনা। যদি আমরা এ থেকে বিচ্যুত হই তবে সমাজ ধ্বংস হয়ে যায়। সংসার ধ্বংস হয়ে যায়।

আমাদের সন্তানদেরকে যদি দ্বীনী আদর্শ না শিখাই, তারা যদি মানবতা না শিখে, তবে ঘরে ঘরে আগুন জ্বলবে। ছেলে মেয়েদের এই দ্বীন ও মানবতা না শিখার কুফল তো আমরা ভোগ করছিই। দেখছেন না, আজ প্রতিটা ঘরে ছাই চাপা আগুন বিরাজ করছে। অশান্তির আগুনে সমাজ সংসারকে

জ্বালিয়ে ছাই করে দিচ্ছে। কারণ, আমরা তো আমাদের সমাজ সংসারকে আল্লাহর রাসূলের সমাজ ব্যবস্থা সাজাইনি।

আমরা শুধু বাড়ি-ঘর দেখে সহায় সম্পদ দেখে, ভাল চাকুরীজীবী দেখে বিবাহ সম্পন্ন করে ফেলেছি। এটা দেখিনি যে, ছেলেটা বা মেয়েটা মানুষ হয়েছে কিনা।

মানুষ মানুষ হয় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবন ব্যবস্থা অনুকরণ-অনুসরণ করার দ্বারা। নামায পড়ছেন। রোযা রাখছেন। এগুলো এবাদত। অবশিষ্ট চব্বিশ ঘন্টা ইসলাম কি কিছু শেখায় না? ইসলাম চব্বিশ ঘন্টা পালন করার মত জীবন বিধানের নাম। ইসলাম শিখায় উত্তম চরিত্র কিভাবে গড়তে হয়। ইসলাম হালাল রুজি কামাই করতে শিখায়। ইসলাম হারাম বর্জন-শিখায়। সকল ক্ষেত্রে জীবন-ধারণের যোগ্যতা শিখায়। ইসলাম বিনয় শিখায়, নম্রতা শিখায়। ইসলাম স্নেহ মমতা শিখায়।

ইসলাম হালাল উপার্জন করার পদ্ধতি শিখায়। হালালভাবে তা ব্যয় করার পদ্ধতি শিখায়। হালাল হারামের সীমারেখা ঠিক করে দেয়। এমন নয় যে, হালাল উপার্জন করা ফরজ, কিন্তু ব্যয় করার ক্ষেত্রে মানুষ স্বাধীন। ব্যয় করার ক্ষেত্রেও ইসলামের বিধান আছে যে, তোমার সম্পদ তুমি কোন ক্ষেত্রে ব্যয় করবে। কোন খাতে ব্যয় করা যাবে না।

আর এই না জানার কারণেই মানুষ জীবন যাপনের ক্ষেত্রে পড়ছে নানা রকম সমস্যায়। ঘরে সমস্যা। সমাজে সমস্যা। এই সমাস্যাগুলো এমনভাবে একটার পর একটা লেগে থাকে যে, মানুষ পেরেশান হয়ে যাচ্ছে। অথচ দ্বীন মানলে, দ্বীনের পথে চললে এসব সমস্যা মহান রাব্বুল আলামীন সহজ করে দিতেন। আজ মানুষ জানেনা, তাদের জীবনের এই সমস্যাগুলোর সমাধান কি? মানুষ মনে করে পয়সা কামাই করো তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। সংসারে সুখ আসবে। সমাজে শান্তি আসবে। বর্তমানে এটাই জগতের সকল মানুষের বুঝ। মুসলমানেরও এই বুঝ। ইহুদী খৃষ্টানের এই বুঝ। হিন্দুদেরও এই বুঝ। সবাই বলে টাকা আসবে তো আমরা সচ্ছল হয়ে যাবো এবং আমাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

আমাদের এ মানসিকতা তৈরী হয়েছে ইউরোপ আমেরিকা থেকে। তাদের শিক্ষার অনুসরণ দ্বারা। কিন্তু এ শিক্ষা ভুল। আল্লাহ পাকের শিক্ষা হলো, আমি যদি সন্তুষ্ট হই, তাহলে তুমি সচ্ছল হও আর অসচ্ছল হও, তুমি সুখী হবে। যদি আমি রাজি হই, তাহলে জগতের সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। পরকালও গড়বে। আর যদি আমি নারাজ হই, তাহলে না তোমার দুনিয়া গড়বে, না আখেরাত। এটা মহান রাব্বুল আলামীনের শিক্ষা। যা আসমান থেকে এসেছে। হাদীসে কুদসিতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলছেন–

إِنِّي إِذَا أُطِعْتُ رَضِيتُ وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ

যখন আমার আনুগত্য করা হয় তখন আমি সন্তুষ্ট হই। আর যখন আমি খুশি হই, তখন বরকত দান করি।

وَلَيْسَ فِي بَرَكَتِي نِهَايَةٌ

আর আমার বরকতের কোনো সীমা পরিসীমা নেই। তারপর আমার বরকতের দরজা খুলে যায়।

আল্লাহ তায়ালা এই পদ্ধতি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন।

আর অবস্থা খারাপ হয় কখন? যখন আমরা আল্লাহর অবাধ্য হই। যখন সীমা লংঘন করি।

হাদীসের পরবর্তী অংশ হলো,

وَإِنِّي إِذَا عُصِيتُ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ

আর যখন নাফরমানী চলে তখন আমি রুষ্ট হই। আর যখন আমি রুষ্ট হই, তখন অভিসম্পাত করি।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে নিয়ম শিক্ষা দিয়েছেন। যে সমস্যাগুলোর সমাধান দুনিয়ায় হোক কিংবা আখেরাতের। পথ কিন্তু একটাই। তা হলো আল্লাহ পাকের আনুগত্য করা। অবাধ্যতা ছেড়ে দেওয়া। আমরা দুটো থেকেই মুক্তি চাই। না আমরা দুনিয়ার কষ্ট সইতে পারব, না পরকালের কষ্ট সইতে পারব।

তো ভাই ও বোনেরা! আসুন আমরা আল্লাহ তায়ালার নারাজী থেকে বাচি। আমরা দারিদ্রতা অবলম্বন করব, তবুও সে সম্পদ চাই না। যা আমাদেরকে মহান রাব্বুল আলামীনের অসন্তুষ্টিতে ফেলে দেবে। এমন কাজ না করি। যে কাজ দ্বারা আল্লাহ তায়ালা নারাজ হবেন। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন, আমীন।

কিভাবে সহ্য করবে জাহান্নামের আগুন?

প্রিয় ভাই ও বোন!

মহান রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে জাহান্নামের বর্ণনা দিয়েছেন।

كَلَّاۖ إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ – تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ – وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ

নিশ্চয়ই ইহা লেলিহান অগ্নি, যা শরীর থেকে চামড়া তুলে দেবে। জাহান্নাম ব্যক্তিকে ডাকবে, যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল ও বিমুখ হয়েছিল এবং সম্পদ জমা করেছিল, অতঃপর সংরক্ষণ করে রেখেছিল। (সূরা মাআরিজ, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮)

এ জগতে দেয়াশলাইয়ের আগুন সহ্য হয় না, এমতাবস্থায় কার সাধ্য আছে জাহান্নামের আগুনকে সহ্য করবে?

জাহান্নাম দেখে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম ও কাঁদেন। মিকাইলও কাঁদেন।

আল্লাহ পাক যখন জাহান্নাম সৃষ্টি করলেন, তখন তাকে দেখে ফেরেশতারাও অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলো। পরে আল্লাহ যখন ঘোষণা দিলেন, এটি তোমাদের জন্য নয়, জাহান্নাম জ্বিন ও ইনসানের জন্য, তখন তারা শান্ত হলো।

জাহান্নামের একটি অঙ্গার সাতটি পৃথিবীর সমান বড়। তার কিঞ্চিৎ যদি পৃথিবীতে ছেড়ে দেওয়া হয়। তাহলে সমগ্র জগত থেকে মিষ্টতা নিঃশেষ হয়ে যাবে।

জাহান্নামের এক বদনা পানি যদি পৃথিবীর পূর্বপ্রান্তে ঢেলে দেয়া হয়, তাহলে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত সব কিছু গলে যাবে এবং সাত সমুদ্র উত্তাল হয়ে তাণ্ডব শুরু হয়ে যাবে।

যদি জাহান্নামের একটি পাথর খণ্ড পৃথিবীর কোন পাহাড়ে রাখা হয় তাহলে জগতের সমস্ত পাহাড় গলে গলে কালো পানিতে পরিণত হবে।

এবার বলুন, আমরা কি পারবো সেই আগুনের উত্তাপ সহ্য করতে?

জাহান্নামের সাতটি অংশ

প্রথম অংশ জাহান্নাম।

তার নিচে হুতামা।

তার নিচে লাযা।

তার নিচে সায়ী।

তার নিচে সাকার।

তার নিচে জাহীম।

তার নিচে হাবিয়া।

সকলের নিচে হাবিয়া।

আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন একে তৈরী করেছেন মুনাফিকদের জন্য। একে যখন উত্তপ্ত করা হয়, তখন প্রথম অংশও অর্থাৎ জাহান্নাম পর্যন্ত চিৎকার করতে থাকে।

এ হাবিয়া হলো মুনাফিকদের জন্য। মুনাফিক বলা হয়, যে লোক উপরে উপরে মুসলমান, ভেতরে কাফের। দাবি করে মুসলমান, কিন্তু কাজ করে কাফেরের পক্ষে। মুনাফিক সব যুগেই ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে মুনাফিক ছিল। তাদের নেতা ছিল আব্দুল্লাহ বিন উবাই। বর্তমানেও পৃথিবীতে মুনাফিকের অভাব নেই।

তার উপরেরটির নাম হলো জাহীম। জাহীম হলো মুশরিকদের জন্য। যারা মুর্তিপূজা করে, জাহীম তাদের জন্য।

তার উপরে সাকার। তারকা পূজারীরা এখানে ঠাঁই নেবে।

তার উপরে সায়ীর। এখানে ইরানের অগ্নি পূজারী মাজুসিরা থাকবে।

তার উপরে লাযা। লাযা হলো ইহুদীদের আবাস।

তার উপরে হুতামা। এখানে খৃষ্টানরা নিক্ষিপ্ত হবে। এরা ওই সব জনগোষ্ঠি, যারা কোনদিন জাহান্নাম থেকে বের হতে পারবে না। এই ছয় স্তরের বাসিন্দারা চিরকাল জাহান্নামেই থাকবে। তারা ঈমান নিয়ে মরতে পারেনি। যারা বেঈমান হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে, বা করবে, তারা অন্তকাল জাহান্নামেই থাকবে।

এগুলো এমন এক কারাগার, যেগুলোতে কোনো ছিদ্র থাকবে না। এগুলো থেকে বের হওয়ার কোন পথ থাকবে না।

সবার উপরে হলো জাহান্নাম।

জাহান্নাম কাদের জন্য? কারা যাবে জাহান্নামে?

জাহান্নাম যাদের জন্য

হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে উম্মতে মুহাম্মদী পর্যন্ত যত ঈমানদার মানুষ কবীরা গুনাহ করে তওবা ছাড়া মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের জন্য জাহান্নাম।

এখন জানা দরকার কবীরা গুনাহ কি? কবীরা গুনাহ হলো, যেনা করা। মদপান করা। সুদ খাওয়া, ঘুষ খাওয়া। মিথ্যা বলা। হত্যা করা। গীবত করা। কারও অর্থ আত্মসাত করা। অন্যের জমি দখল করা। নামায ছেড়ে দেয়া, ইত্যাদি।

যারা এসব গুনাহে লিপ্ত হয়ে তওবা না করে মারা যাবে, তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি। প্রত্যেক নাফরমান ব্যক্তি নিজ নিজ গুনাহের অনুপাতে তার শাস্তি ভোগ করবে। অথচ ঈমানদার ছিল, গুনাহ করেছে, তওবা করেনি। কেউ অল্পতেই নিষ্কৃতি পাবে। আবার কেউ হাজার হাজার বছর সেখানে পড়ে থাকবে।

তো আমার ভাই ও বোনেরা! মিযানের পাল্লার চিন্তা ফিকির থেকে উদাসীন থেকো না। আমলনামা ডান হাতে মিলবে, না বাম হাতে মিলবে সেই বিষয়ে গাফেল থেকো না। কারণ এ সাওয়াল জাওয়াবের পর মানুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যাবে। এক শ্রেণী হবে সম্পূর্ণ নেকী শূন্য। পাখিরা যেভাবে ঠোঁট দিয়ে দানা তুলে নেয়। অনুরূপভাবে জাহান্নাম থেকে একটি

কালো গর্দান বের হয়ে তাদের গ্রাস করবে। তাদেরকে জাহান্নামে ফেলে দিবে। আগুন তাদের সম্পূর্ণ গিলে ফেলবে এবং ঘোষণা করা হবে, ওরা ব্যর্থ হয়েছে, আর কোন দিন তারা সফল হবে না।

আর এক শ্রেণী হবে, যার কোনই পাপ নেই। তাদের সম্পর্কে ঘোষণা করা হবে সর্বাবস্থায় আল্লাহর গুণাবলী বর্ণনাকারীগণ উঠো, চলো জান্নাতের দিকে। অতঃপর তারা জান্নাতের দিকে রওয়ানা হবে।

অনুরূপভাবে যারা শেষ রাতে আরামের ঘুম ছেড়ে আল্লাহ্ তায়ালার এবাদত করেছে। জায়নামাযে দাঁড়িয়েছে এবং দুনিয়ার নানা রকম ব্যস্ততার মাঝেও যাদেরকে আল্লাহর এবাদত থেকে গাফেল করতে পারেনি, তাদের সম্পর্কেও ঘোষণা করা হবে। তোমরাও চল জান্নাতের দিকে। তারাও জান্নাতে চলে যাবে। অতঃপর তাদের সকলের ব্যাপারে ঘোষণা দেয়া হবে, ওরা চিরস্থায়ী আনন্দের স্থান জান্নাতের বাসিন্দা হয়েছে। তারা সৌভাগ্যশীল।

এরপর তৃতীয় শ্রেণীটি রয়ে যাবে। আর তাদের সংখ্যাই হবে সর্বাধিক। তারা ভালও করেছে, মন্দও করেছে। এমন গুনাহ্ তারা করেছে, গোপনে গুনাহ্ করেছে। অথবা নিজের অজ্ঞাতে করেছে। কিন্তু আল্লাহর তায়ালার কাছে তা গোপন ছিল না। তা প্রকাশ হবে। অবশ্যই আল্লাহ্ তায়ালা সব কিছু সেদিন প্রকাশ করবেন। যদিও তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়, তবে তা আল্লাহ্ তায়ালার করুণার মাধ্যমে। এতে তারা আল্লাহ্ তায়ালার অনুগ্রহ উপলব্ধি করতে পারবে। আর শাস্তি প্রাপ্ত হলেও তারা বুঝতে পারবে তাদের গুনাহের কারণে তারা সাজাপ্রাপ্ত।

সাইয়্যিদুনা হযরত হাসান (রাযি.) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রাযি.) এর কোলে মাথা রেখে শুয়েছিলেন। তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে হযরত আয়েশা (রাযি.) আখেরাতের কথা স্মরণ করে কাঁদতে লাগলেন। হযরত আয়েশা (রাযি.) এর চোখের পানি প্রবাহিত হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেহারা মোবারকে পড়ল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘুম ভেঙ্গে যায়। তিনি জিজ্ঞেস করেন, হে আয়েশা! তুমি কাঁদছো কেন? হযরত আয়েশা (রাযি.) বললেন, হে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আখেরাতের কথা আমার খুব মনে পড়ছে। আচ্ছা, তখন আমাদের কথা কি আপনার মনে থাকবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন।

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ فِىْ ثَلَاثِ مَوَاطِنَ فَاِنَّ اَحَدًا لَا يَذْكُرُ اِلَّا نَفْسَهٗ اِذَا وُضِعَتِ الْمَوَازِيْنُ وَوُزِنَتِ الْاَعْمَالُ حَتّٰى يَنْظُرَابْنُ اٰدَمَ اَيَخِفُّ مِيْزَانُهٗ اَمْ يَثْقُلُ وَعِنْدَ الصُّحُفِ حَتّٰى يَنْظُرَ اَبِيَمِيْنِهٖ يَاخُذُ كِتَابَهٗ اَوْ بِشِمَالِهٖ وَعِنْدَ الصِّرَاطِ -

সেই আল্লাহর শপথ– যার হাতে আমার জীবন-মরণ, তিন জায়গায় তো কারোই কারও কথা স্মরণ থাকবে না, তখন মীযানের পাল্লা স্থাপন করা হবে। আমলের পরিমাপ করা হবে। মানুষ ভীত বিহ্বল থাকবে এই জন্য যে, তার নেকী পাল্লা ভারী হয় নাকি বদীর পাল্লা, আমলনামা বিতরণের সময়, তা ডান হাতে আসে নাকি বাম হাতে। আর পুলসিরাত পার হওয়ার সময়।

হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, কিয়ামতের দিবসে প্রত্যেক আদম সন্তানকে মীযানের পাল্লার সম্মুখে এনে দাঁড় করানো হবে। প্রত্যেকের উপর একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হবে। যদি তার নেকীর পাল্লা ভারী হয়, তাহলে উক্ত ফেরেশতা এত বুলন্দ আওয়াজে তা ঘোষণা করবে যে, সমস্ত মানুষ তা শুনতে পাবে। অমুকের সন্তান অমুক চিরস্থায়ীভাবে কামিয়াব হয়ে গেছে। এরপর সে আর কখনো দুর্ভোগ বা দুর্ভাগ্যে পতিত হবে না। আর নেকীর পাল্লা হালকা হলে বা বদীর পাল্লাভারী হলে সেই ফেরেশতা ঘোষণা করবে, অমুকের সন্তান অমুক চিরস্থায়ী ভাবে হতভাগ্য হয়ে গেছে। কোন দিন সে সৌভাগ্যের মুখ দেখবে না। তারপর আযাবের ফেরেশতারা জাহান্নামীদেরকে ধরে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। তাদের হাতে থাকবে বিরাট বিরাট হাতুড়ি। আর আগুনের দোররা।

প্রিয় ভাই ও বোন! গাফেল হয়ো না। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী চাকচিক্যের মাঝে নিজেকে জড়িয়ে পরকালকে ধ্বংস করো না। ধোকাগ্রস্ত হয়ো না। যে স্থান ছেড়ে তোমাকে চলে যেতে হবে, তার চিন্তা পরিত্যাগ করো। যে জীবন তোমার চিরস্থায়ী, সে জীবনের জন্য চিন্তামগ্ন হও।

এক শিশুর জাহান্নামের ভয়

হযরত বাহলুল (রহ.) কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে এক স্থানে তিনি দেখলেন, একটি শিশু দাঁড়িয়ে কাঁদছে। পাশে আরেকটি শিশু আখরোট নিয়ে খেলছে। বাহলুল মনে করলেন, এই শিশুটির কাছে আখরোট নেই বলে কাঁদছে। তাই আমি তাকে বললাম, বেটা শোন তুমি কেঁদনা। আমি তোমাকে আখরোট দেব, তুমিও খেলবে। শিশুটি বললো, হে বাহলুল! আমরা কি দুনিয়াতে খেলতে এসেছি?

এ বয়সে শিশুটির এমন জবাব শুনে বাহলুল বিস্মিত হলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, তাহলে আমরা কিসের জন্য এসেছি?

শিশুটি বলল, আমরা আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করতে এসেছি।

বাহলুল বললেন, চমৎকার হয়েছে বেটা। কিন্তু তুমি এখনও ছোট, তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই। এই মনজিলে আসতে তোমার এখনও অনেক দেরি আছে।

শিশুটি বলল, হে বাহলুল! ধোঁকা দিও না। আমি আমার মাকে দেখেছি, তিনি সকাল বেলা যখন আগুন জ্বালান, তখন প্রথমে ছোট লাকড়ি দ্বারা আগুন ধরান, পরে বড় লাকড়ি চুলায় দেন। আমার ভয় হচ্ছে এই জন্য যে, জাহান্নামের আগুন আমাকে দিয়েই ধরানো হয় কিনা? শিশুটির এমন কথা শুনে বাহলুল বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন।

জাহান্নামীদের সংখ্যা

প্রিয় ভাই ও বোন!

আল্লাহ পাক আমাদের ক্ষমা করুন। আমাদের অবস্থা যেন এমন না হয়। আমাদের আমলনামায় যদি এমন কোন অপরাধ দেখা যায়। যাকে আমরা তুচ্ছ ভেবেছিলাম। অথচ তা আল্লাহ তায়ালার নিকট বড় অপরাধ। তাহলে সেদিন আল্লাহ তায়ালা আমার প্রতি ক্রোধান্বিত হয়ে বলবেন, হে নাফরমান বান্দা! তোমার উপর আমার লানত। আমি তোমার কোন ইবাদতই কবুল করব না। এই ঘোষণা শোনার পর অপরাধীর চেহারা কালো হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালাকে রাগান্বিত দেখে

ফেরেশতাগণও তোমার উপর ক্ষেপে যাবে এবং বলবে, তোমার উপর আমাদের লানত এবং সমগ্র মাখলুকের লানত। ঠিক ঐ মুহূর্তে যাবানিয়া নামক আযাবের ফেরেশতারা তোমার দিকে অগ্রসর হবে। তারা তোমার প্রতি অত্যন্ত কঠোর আচরণ করবে। তাদের চেহারা এবং গঠনও হবে খুবই ভীতিপ্রদ। তারা তোমাকে উপুড় করে তোমার কপালের চুল ধরে হেচড়িয়ে হেচড়িয়ে টেনে নিয়ে যাবে। লোকেরা তোমার কালো কুশ্রী চেহারাও তোমার এ অপমান ও লাঞ্ছনা দেখতে থাকবে। আর তুমি বলতে থাকবে হায় ধ্বংস, হায় আমার বরবাদী। তুমি চিৎকার করতে থাকবে। জবাবে ফেরেশতারা বলবে, আজ শুধু একটি ধ্বংসের আহ্বান করো না, বরং শত শত ধ্বংসের আহ্বান করো। তারা ঘোষণা করবে, যে এ ব্যক্তি অমুকের সন্তান অমুক। আল্লাহ্ পাক তাকে তার নাফরমানীর কারণে অপদস্ত করেছেন। তার অপকর্মের কারণে তার উপর লানত বর্ষণ করেছেন। ফলে তার কপাল এমন পোড়াই পুড়েছে যে, কোনদিন আর এই কপাল জোড়া লাগবে না। ভাগ্যের এ বিড়ম্বনা থেকে তার কখনও মুক্তি নেই।

হে ভাই ও বোন! বহু ক্ষেত্রে এ ধরনের পরিণতি ভোগ করতে হবে সে সব গুনাহের দরুণ, যা তুমি লোক চক্ষুর অন্তরালে নির্জনে করেছো। অথবা মানুষের মাঝে জনপ্রিয় হওয়ার জন্য এমন কাজ করেছো। যা ছিল ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। অথবা লোকলজ্জার ভয়ে নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছো কোন পাপাচারে।

তুমি কি ভেবেছো! তুমি কত বড় মূর্খ? যে, তুমি ক্ষণস্থায়ী এই দুনিয়ার কিছু মানুষের অন্তরে জায়গা পাওয়ার জন্য আল্লাহর নাফরমানী করছো? অথচ কেয়ামতের ময়দানে বিশাল কাফেলার সামনে অপদস্ত হওয়ার কথা ভাবছ না। সেখানে তো শুধু তোমাকে অপমানই হতে হবে না বরং আল্লাহ তায়ালার রোষানলে পড়তে হবে। ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সম্মুখীন হতে হবে। অথচ তুমি ভয়হীন, বেপরোয়া।

আল্লাহ্ পাক কোরআন কারীমে বলেছেন,

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا – ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا

তোমাদের প্রত্যেকেরই জাহান্নাম অতিক্রম করতে হবে। এটি আল্লাহর অবধারিত সিদ্ধান্ত। অতঃপর আমি আল্লাহভীরুদেরকে নাজাত দিবো। আর জালিম পাপিষ্ঠদিগকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো। (সূরা মারইয়াম, ৭১, ৭২)

এখানে সবাইকে জাহান্নাম অতিক্রম করানো হবে অর্থ হলো, হাশরের প্রাথমিক অবস্থায় মুমিন, কাফের, ভাগ্যবান, হতভাগা, সবাইকে জাহান্নামের চারদিকে সমবেত করা হবে। সবাই ভীত বিহ্বল নতজানু অবস্থায় পড়ে থাকবে। এরপর মুমিন ও ভাগ্যবানদেরকে জাহান্নাম অতিক্রম করিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। ফলে জাহান্নামের ভয়াবহ দৃশ্য দেখার পর তারা পুরোপুরি খুশি, ও ধর্মদ্রোহীদের দুঃখে আনন্দ এবং জান্নাত লাভের কারণে অধিকতর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। যদিও মুমিন ও ভাগ্যবান ব্যক্তি জাহান্নাম অতিক্রম করার সময় জাহান্নামের একটু আঁচড়ও তাদের গায়ে পড়বে না। (সূত্র : তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন)

তাহলে তোমার জাহান্নাম অতিক্রম চূড়ান্ত বিষয়, কিন্তু নাজাত পাওয়া নিশ্চিত নয়। তাই অন্তরের মাঝে সেই ভীতিপ্রদ ঘাটির দৃশ্যটা অনুভব করো। হয়ত তা তোমাকে নাজাতের প্রস্তুতি গ্রহণে উৎসাহিত করবে।

চিন্তা করো হাশরের মাঠের সেই ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে মানুষের কি অবর্ণনীয় দুর্ভোগ হবে। তারা কেয়ামতের প্রকৃত খবরাখবর ও সুপারিশকারীদের সুপারিশের অপেক্ষায় থাকবে। হঠাৎ করে ভয়াবহ রকমের অন্ধকার অপরাধীদের ঘিরে ফেলবে। জাহান্নামের লেলিহান আগুন তাদের উপর দিয়ে বিস্তৃত হবে। তারা জাহান্নামের বিকট-চিৎকার ও গর্জন শুনতে পাবে। সেই মুহূর্তে বিশ্বাস করবে যে, তারা দুর্ভাগা, তাদের ধ্বংস অবধারিত। এমনকি সৎ লোকেরাও অশুভ পরিণামের আশংকায় আতংকিত হয়ে পড়বে। এমন সময় একজন আযাবের ফেরেশতা ঘোষণা করবেন, অমুকের পুত্র অমুক কোথায়? দুনিয়ার জীবনকে অন্যায়ভাবে ধ্বংস করেছো। ফেরেশতারা লোহার হাতুড়ি নিয়ে তার দিকে ছুটে যাবে, কঠোর ধমক দিয়ে তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাবে। অতঃপর কঠিন জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে এবং বলবে,

ذُقْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ

হাঁ, মজা চাখো তুমি কিনা খুব প্রভাবশালী ও মর্যাদাশীল মানুষ।

(সূরা দুখান, ৪৯)

হায়! আমরা কি করছি আজ? দুনিয়ার প্রভাব প্রতিপত্তির জন্য কত কিনা করছি। কেন করছি? কেন ভাবিনা পরকালের ভয়াবহতার কথা? কেন ভাবিনা সেই সংকীর্ণ পরিসর, অন্ধকারাচ্ছন্ন ধ্বংসাত্মক সব উপকরণে পূর্ণ এমন কারাগারে বন্দি করা হবে, যেখানে বন্দির কোন মুক্তি নেই। আর জাহান্নামকে করা হবে আরও উত্তপ্ত। জ্বলন্ত জাহীম হবে তাদের আবাস। অত্যন্ত গরম পানি তাদের পান করানো হবে। যাবানিয়া নামক আযাবের ফেরেশতারা হাতুড়ি দ্বারা তাদের মস্তক চূর্ণ করবে। তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা বলতে সেখানে শুধু ধ্বংস আর দুর্ভোগ। কোনমতেই তারা মুক্তি পাবে না। স্বস্তি পাবে না। মাথা ও পা দুটো একত্রে বাঁধা হবে। চতুর্দিকে তাদের গগণবিদারী চিৎকার ধ্বনিত হবে।

তারা জাহান্নামের দারোগা মালেককে ডাকতে থাকবে। বলতে থাকবে, আমরা পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছি, কি শক্ত লোহার ভারি হাতুড়ি। হে মালেক! আমাদের শরীর জ্বলে পুড়ে গলে যাচ্ছে। আমাদেরকে নিস্তার দাও। আমাদের বের করো। আর কোনদিন অন্যায়ের দিকে, আল্লাহর নাফরমানীর দিকে পা বাড়াব না। আর কোন দিন গুনাহের কাছেও যাব না। আমাদের মুক্তি দাও।

আযাবের ফেরেশতা বলবে, না, তা কোনদিনই হবে না। কিছুতেই তোমরা মুক্তি পাবেনা। অপমানকর এ বন্দিশালা থেকে তোমাদের মুক্তি জুটবে না। এখানেই লাঞ্ছিত হতে থাকো, খবরদার! মুখ খুলবে না, তোমাদের মুক্তি দিলেও আবার তোমরা নাফরমানীতেই লিপ্ত হবে।

এ কথা শুনে তারা নিরাশ হয়ে যাবে এবং আল্লাহ তায়ালার অবাধ্যতার জন্য আক্ষেপ করতে থাকবে। কিন্তু সেই আক্ষেপ, সেই অনুতাপ তাদের কোন কাজেই আসবে না।

চারদিকে শুধুই আগুন

প্রিয় ভাই ও বোন!

জাহান্নামের কথা বলছিলাম, এই সেই লেলিহান অনন্ত অনল। চারদিকে শুধু লেলিহান আগুন, পরনে আলকাতরার পোশাক। প্রকাণ্ড হাতুড়ির প্রচণ্ড আঘাত। উপুড় করে ফেলা হবে আগুনে, উফ! সেই কি ভয়াবহ অবস্থা।

নীচে আগুন।

উপরে আগুন।

ডানে আগুন।

বামে আগুন।

সাঁতার কাটতে থাকবে আগুনে।

ডুববে।

আবার উঠবে।

আবার ডুববে।

খাদ্য হবে আগুন।

আগুন তাদের পোশাক।

আগুনের বালিশ।

বিছানাও আগুনের।

তারা পথ চলবে হেলে দুলে, জ্বলন্ত শরীর। শরীরের গোশতগুলো গলে গলে পড়বে। মাথার মগজ টগবগ করে ফুটতে থাকবে। তার চিৎকার করতে থাকবে হায় ধ্বংস, হায় ধ্বংস বলে। আর তখনই তাদের উপর ঢেলে দেওয়া হবে গরম পানি। ফলে তাদের পেটের ভেতরের সবকিছু গলে গলে বেরিয়ে আসবে। পিপাসায় ভেতরটা শুকিয়ে যাবে। চোখের মনি গলে গলে গালের উপর দিয়ে প্রবাহিত হবে। গালের চামড়াও খসে পড়বে। চামড়া যখন গলে গলে হাড্ডিসার হয়ে যাবে, তখন তাদের আবার নতুন চামড়ায় পরিণত করা হবে। তারা অসহ্য যন্ত্রণায় মৃত্যু কামনা করবে। কিন্তু মরতেও পারবে না। তাদের চেহারা কালো হয়ে যাবে। এ কালো চেহারা ও দৃষ্টি শক্তিহীন চোখের দিকে তাকালে বলুন তো কেমন লাগবে?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা জুব্বুল হুজুন বা দুর্গতির গর্ত থেকে পানাহ চাও। আর ওয়াদিল হুজুন, বা দুশ্চিন্তাপূর্ণ নিম্নভূমি থেকে মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট পানাহ চাও।

সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! দুশ্চিন্তার নিম্নভূমি বা দুর্গতির গর্ত দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তা হচ্ছে জাহান্নামের এমন একটি এলাকা, যা হতে জাহান্নাম সত্তর বার আল্লাহর কাছে পানাহ চায়।

হযরত আনাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সেই জিনিসের তামান্না করো, যে জিনিসের প্রতি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন। যে জিনিসের প্রতি আল্লাহ তায়ালা তোমাকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করেছেন, সেই আযাব গজব ও জাহান্নামের ভয় করো। কারণ তোমাদের এই দুনিয়ার মধ্যে জান্নাতের একটি মাত্র বিন্দু ও যদি তোমাদের সঙ্গে থাকতো। তবে ঐ একটি বিন্দু তোমাদের জন্য সমগ্র দুনিয়াকে শান্তি ও আনন্দময় করে দিতো। পক্ষান্তরে, জাহান্নামের একটি মাত্র ফোটাও যদি এ দুনিয়ায় তোমাদের সঙ্গে থাকতো, তবে ঐ একটি ফোটাই সমগ্র দুনিয়া ও দুনিয়ার সব কিছুকে নোংড়া করে ফেলত।

হযরত আবু দারদা (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জাহান্নামীদের এমন কঠিনতর ক্ষুধায় যন্ত্রণাক্লিষ্ট করা হবে, যা তাদের জন্য সমস্ত আযাবের বরাবর হয়ে যাবে।

অর্থাৎ অন্যান্য আযাবের তুলনায় সে সময় ক্ষুধার যন্ত্রণাই সবচেয়ে বেশি কষ্টকর মনে হবে। জাহান্নামীরা খাবারের জন্য চিৎকার করতে থাকবে। তখন তাদেরকে এমন খাবার দেওয়া হবে যা তাদের গলায় আটকে যাবে। হঠাৎ তাদের মনে হবে, দুনিয়াতে গলায় কিছু আটকে গেলে পানি পান করার পর তা নীচে নেমে যেত, তাই তারা পানির জন্য চিৎকার করতে থাকবে। তখন তাদেরকে গরম পানি দেওয়া হবে, ঐ পানি তারা মুখের কাছে নিতেই চেহারাটা ঝলসে যাবে। আর তা যখন পেটের ভেতর যাবে, তখন নাড়ি ভূড়ি, গলে গলে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে। তখন তারা বলাবলি

করবে, চলো জাহান্নামের মুহাফিজ ফেরেশতাদের কাছে বলি, তারা যদি একটা ব্যবস্থা করত। অতঃপর ফরিয়াদ জানাবে। বলবে, তোমাদের মাবুদের কাছে বলো, তিনি যেন আমাদের শাস্তি অন্তত একদিনের জন্য হালকা করে দেন।

জবাবে ফেরেশতারা বলবে,

اَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۖ قَالُوْا بَلٰى ۖ قَالُوْا فَادْعُوْا ۚ وَمَا دُعٰٓؤُا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ

কেন, তোমাদের নিকট তোমাদের নবী রাসূলগণ প্রমাণাদি সহকারে আগমন করেন নি? তারা বলবে, তা অবশ্যই। ফেরেশতাগণ বলবেন, তাহলে চিৎকার করতে থাক, কাফের গোষ্ঠির অনর্থক চিৎকারে কিছু যায় আসে না। (সূরা গাফির–৫০)

তারপর জাহান্নামীরা বলবে, চলো মালেক ফেরেশতার কাছে যাই। তারা জাহান্নামের দারোগাকে বলবে, হে মালেক! তোমার মাবুদকে বলো। তিনি যেন আমাদেরকে ধ্বংসই করে দেন। মালেক বলবেন, তোমাদের চিরকাল এখানেই থাকতে হবে।

হাদীসে পাকে বলা হচ্ছে, তাদের ফরিয়াদ, আর মালেক ফেরেশতার জবাবের মাঝখানে এক হাজার বছর পেরিয়ে যাবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর তারা পরস্পর বলাবলি করবে, সবাই নিজেদের আল্লাহকে ডাকো, কারণ, আল্লাহ অপেক্ষা উত্তম আর কেউ নেই। তখন তারা আল্লাহকে ডাকবে। বলবে,

رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِّيْنَ ـ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظٰلِمُوْنَ

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দোষেই দূর্ভাগ্য আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং আমরা পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম। আপনি আমাদের জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিন। এরপরও যদি আমরা আবার অন্যায় করি তবে নিশ্চয়ই আমরা জালিম সাব্যস্ত হবো। (সূরা মু'মিনুন, ১০৬, ১০৭)

জবাবে আল্লাহ্ পাক বলবেন,

قَالَ اخْسَـُٔوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ

এই জাহান্নামের ভিতরই লাঞ্ছিত হতে থাকো। আমার সাথে কথা বলবে না- (মু'মিনুন ১০৮)

এতে তারা সর্বদিক থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে যাবে। আক্ষেপ করতে থাকবে। হায় ধ্বংস হায় ধ্বংস বলে চিৎকার করতে থাকবে। এরপর তারা আর কোনদিন আল্লাহর সাথে কথা বলতে পারবে না।

হায় কি কঠিন সে আযাব

প্রিয় ভাই ও বোন!

জাহান্নামের আযাবের বিভিন্ন প্রকার সংক্ষিপ্ত কিছু বর্ণনা করা হলো, বস্তুত জাহান্নামের ভয়াবহ আযাবের দুঃখ, বেদনা, লাঞ্ছনা গঞ্জনা, আক্ষেপ অনুতাপের কোন সীমা পরিসীমা নেই।

পবিত্র কোরআনে বলা হচ্ছে,

سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَجَزِعْنَآ اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ

আমাদের ছটফটানী, চিৎকার ও ধৈর্যধারণ সবই বরাবর। আমাদের যে কোনই পরিত্রাণ নেই। (সূরা ইবরাহীম-২১)

হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রাযি.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, ওরা অর্থাৎ জাহান্নামীরা একশত বছর ধৈর্যধারণ করে কাটিয়ে দিবে। তারপর আবার একশত বছর ছটফট ও চিৎকার করতে থাকবে। আবার একশত বছর যাবৎ ধৈর্যধারণ করে থাকবে। তারপর বলবে, আমাদের ছটফটানী ও সবর করা সবই বরাবর।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন মৃত্যুকে একটি সুদর্শন ভেড়ার আকৃতিতে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে হত্যা করা হবে এবং বলা হবে, হে জান্নাতের অধিবাসীরা! তোমরা চিরস্থায়ী জীবনের সুসংবাদ গ্রহণ করো। আর কোন মৃত্যু নেই।

হে জাহান্নামের বাসিন্দারা! তোমরা ভয়াবহ আযাবের মধ্যে চিরস্থায়ীভাবে থাকো। আর কোন মৃত্যু নেই।

সাইয়্যিদুনা হযরত ইমাম হাসান (রাযি.) বলতেন, এক ব্যক্তিকে এক হাজার বছর পর জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হবে, তিনি বললেন, হায়! সেই ব্যক্তিটি যদি আমি হতাম।...

একবার হযরত হাসান (রাযি.)কে নির্জনে বসে কাঁদতে দেখা গেল। জিজ্ঞাসা করা হলো, হে ইমাম! আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি জবাব দিলেন, আমার ভয় হয় যে, না জানি আমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়।

প্রিয় ভাই ও বোন! দেখুন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রিয় নাতি, জান্নাতী যুবকদের সর্দার, তিনি নিজেও পরকাল নিয়ে কত চিন্তিত। তাঁদের এ অবস্থাও যদি আমাদের হুঁশ আসত, কতইনা ভালো হতো।

জাহান্নামীরা শুধু কি আগুন, সাপ, পুঁজ, দ্বারাই শাস্তি প্রাপ্ত হবে? এসব কঠিন ও ভয়াবহ আযাবের সাথে সাথে তারা আরও নানা রকম শাস্তি তাদের জন্য বরাদ্ধ থাকবে। যেমন, জান্নাতের অফুরন্ত নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়ার মনো কষ্ট। আল্লাহ তায়ালার দীদার না পাওয়ার যন্ত্রণা। আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টির যন্ত্রণা। এসব না পাওয়ার যন্ত্রণায় তারা ছটফট করবে। তারা বলাবলি করবে হায়, আজ আমরা দুনিয়ার সামান্য ক'দিনের জাগতিক সুখের জন্য সামান্য ক'দিনের ভোগ বিলাসের জন্য জান্নাতের নেয়ামতগুলো থেকে বঞ্চিত হলাম। মনে মনে আক্ষেপ করবে। অনুতাপ করবে। বলবে হায়! কেন আমরা আমাদের পালনকর্তার আনুগত্য করলাম না। আমাদের পালনকর্তার অবাধ্য হয়ে মূলত আমরা নিজেদেরকে ধ্বংস করলাম। কেন আমরা সামান্য ক'টি দিন নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করলাম না। আহ! যদি আনুগত্য করতাম। ফেলে আসা দুনিয়ার যিন্দেগী তো শেষ করেই এসেছি। আনুগত্য করলেও তো বিনিময়ে মহান রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে তাঁর পরম সান্নিধ্য, ও পুরস্কার প্রাপ্ত হতাম। এই বলে বলে তারা আফসোস করতে থাকবে। আর নিজেকে ধিক্কার দিবে।

প্রিয় ভাই ও বোন আমার! জাহান্নামে বসে অনুতপ্ত হয়ে কোন লাভ নেই।

জাহান্নামে বসে নিজেকে ধিক্কার দিয়ে লাভ নেই। বরং এ কথাগুলো যদি আমাদের অন্তরে দাগ কাটে, আর দুনিয়ার যিন্দেগীতে যদি মহান রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি অর্জন করে মরতে পারি, তবেই আমাদের পরকাল আসান হয়ে যাবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হাশরের দিনে কতিপয় মানুষকে জাহান্নামের দিক থেকে জান্নাতের দিকে নিয়ে আসা হবে। তারা যখন জান্নাতের নিকটবর্তী হবে, জান্নাতের সুঘ্রাণ তাদের নাকে এসে লাগবে, তারা এ ঘ্রাণে পাগল পারা হয়ে যাবে। জান্নাতের সুউচ্চ অট্টালিকা তাদের নজরে পড়বে। জান্নাতীদের জন্য আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক দেওয়া অসংখ্য নেয়ামত সমূহ তারা দেখবে। এ সময় হুকুম আসবে, হে ফেরেশতারা! এখান থেকে তাদের সরিয়ে নাও, তারা এসবের যোগ্য নয়। এগুলো তাদের নসীবে নেই। ফলে জাহান্নামীরা অবর্ণনীয় আক্ষেপ-হতাশা নিয়ে সেখান থেকে ফিরে আসবে এবং বলবে 'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আপনার প্রিয় বান্দাদেরকে কত কি নেয়ামত ও পুরস্কার দ্বারা ভরে দিয়েছেন। এসব দেখানোর আগেই যদি আমাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতেন, তাহলে জাহান্নাম আমাদের পক্ষে আরও সহজ হতো। আমাদের অন্তরে এত আক্ষেপ থাকতো না।

আল্লাহ পাক জবাব দিবেন, আমি যে তা দেখালাম, এ উদ্দেশ্য নিয়েই তো দেখালাম। তোমরা দুনিয়ার যিন্দেগীতে একাকী নির্জনে কত ভয়ংকর পাপাচারে লিপ্ত ছিলে। আবার মানুষের সামনে নিজেদেরকে মোত্তাকী হিসেবে জাহির করতে। অথচ তা ছিলো আমার সাথে তোমাদের অন্তরের হালতের সম্পূর্ণ বিপরীত।

হে হতভাগার দল! তোমরা মানুষের ভয় করলে? কিন্তু আমাকে ভয় করলে না? মানুষের চোখে, সমাজের চোখে নিজেকে সম্মানিত করলে। আমার প্রতি খেয়াল করলে না! মানুষের জন্য কত কিছু বর্জন করলে, কিন্তু আমার জন্য বুঝি বর্জন করা গেল না? তাই চিরস্থায়ী সুখ ও শান্তি তোমাদের জন্য হারাম করে দিয়েছি। সেই সাথে এই ভয়াবহ আযাব তোমাদের জন্য নির্ধারণ করেছি।

আমাদের উপায় কি?

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

আমাদের মানবীয় জ্ঞান যেখানে অনেক কিছু বুঝতে অপারগ। সেখানে মহান রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে বলে দিয়েছেন, আমাদের কি করণীয়। কোনটা ছাড়তে হবে আর কোনটা ধরতে হবে। আল্লাহ তায়ালা ঠিক করে দিয়েছেন আমাদের চলার পথ। জান্নাতের পথ ধরতে বলেছেন, জাহান্নামের পথ থেকে ভাগতে বলেছেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলে দিয়েছেন, আসল হলো মৃত্যুর পরের জীবন। সেই জীবনের জন্য তোমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করো–

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي الْبِلَادِ – مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ثُمَّ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ

যারা কুফুরী করেছে, দেশে দেশে তাদের অবাধ বিচরণ যেন কিছুতেই তোমাকে বিভ্রান্ত না করে। এ স্বল্পকালীন ভোগমাত্র। তারপর জাহান্নাম তাদের আবাস। আর তা কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল। (সূরা আল ইমরান, ১৯৬, ১৯৭)

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, দুনিয়া খেল তামাশা ছাড়া আর কিছু নয়।

হে আমার ভাই, হে আমার বোন! আমরা এখানে প্রবাসী। এ জগত আমাদের আসল বাসস্থান নয়। আসল বাসস্থান হলো জান্নাত। এটা আমাদের সাময়িক নিবাস। কয়েকদিনের জন্য আমরা এখানে এসেছি। দুনিয়া পরীক্ষার জায়গা। আমাদের পরীক্ষা সব সময় চলবে। আমরা জেগে থাকি বা ঘুমিয়ে থাকি। আমরা বুঝতে পারি বা না পারি। আমাদের শেষ পরিণতি হলো মৃত্যু। প্রতিদিন আমরা একটু একটু করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আমাদের সামনে আশে পাশে কতজন কবরের যাত্রী হচ্ছে প্রতিদিন। এই তো কিছু দিন পূর্বে একজনকে রেখে এলাম কবরে। দুইদিন পূর্বেও তার সাথে আমার কথা হয়েছে। সুস্থ মানুষ। দুইদিন পর শোনলাম সে জগতে নেই। মানুষটিকে কবরে রেখে আসার সময় কবরস্থানে কত পরিচিত মানুষের কবর দেখে এলাম। নেমপ্লেটে লেখা আছে, অমুকের

ছেলে অমুক। মৃত্যু এত তারীখে। আহ! এই তো জীবন! কত ক্ষণস্থায়ী এ জীবন।

বাপ বেচে আছে, ছেলে নেই, কবরবাসী হয়ে গেছে। মা বেঁচে আছে সন্তান মরে গেছে। দাদা বেঁচে আছে নাতি নেই। মরে গেছে। আফসোস! মানুষ দীর্ঘ আশা করছে, অথচ মৃত্যু তার নিকটে দাঁড়িয়ে মুচকি হাসছে। আমাদের অন্তরে এমন প্রলেপ পড়েছে যে, মৃত্যুকে আমরা একেবারেই ভুলে গেছি। দুনিয়ার চাকচিক্যের প্রতি এতটাই ঝুকে পড়েছি যে, আমার ঠিকানা ভুলে গেছি। আমার অবস্থান ভুলে গেছি, আমার গন্তব্য ভুলে গেছি।

একবার হযরত আলী (রাযি.) এক কবরস্থানে গিয়ে মৃত ব্যক্তিদের সম্বোধন করে বলেছিলেন,

يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ! اَمْوَا الُكُمْ قَسِّمَتْ وَدِيَارُكُمْ سُكِنَتْ وَنِسَائُكُمْ زُوِّجَتْ وَاَوْلَا دُكُمْ حُرِّمَتْ.

হে কবরবাসীরা! তোমাদের ধন সম্পদ ভাগ হয়ে গেছে। তোমাদের ঘর বাড়ি আবাদ করা হয়েছে। তোমাদের স্ত্রীরা আবার বিয়ে করেছে। তোমাদের সন্তানরা দিন দিন মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

একবার জীবিত লোকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন, দুনিয়া একটু একটু করে দূরে সরে যাচ্ছে, আর আখেরাত একটু একটু করে এগিয়ে আসছে। তোমরা দুনিয়ার সন্তান না হয়ে আখেরাতের সন্তান হও। কেননা, আজ আমলের সুযোগ আছে কিন্তু হিসেব নেই।

কিন্তু পরকালে হিসাব দিতে হবে। তবে আমলের সুযোগ থাকবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে ক'জন যুবক সাহাবী এসে বললেন,

مَنْ اَكْيَسُ النَّاسِ وَاَحْزَمُ النَّاسِ

সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও প্রত্যয়ী কে?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

أَكْثَرُهُمْ ذِكْرًا لِلْمَوْتِ وَأَكْثَرُهُمْ اِسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ أُولَٰئِكَ الْأَكْيَاسُ ذَهَبُوا بِشَرَفِ الدُّنْيَا وَكَرَامَةِ الْآخِرَةِ

তারাই বুদ্ধিমান, যারা বেশি বেশি মৃত্যুর কথা মনে করে, মৃত্যুর প্রস্তুতি নেয়। এরা দুনিয়াতে শ্রেষ্ঠত্ব আর আখেরাতে সম্মান অর্জন করেছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

স্বাদ বিনষ্টকারী জিনিসের কথা বেশি বেশি স্মরণ করো।

সাহাবায়ে কেরামগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! স্বাদ বিনষ্টকারী জিনিসটা কি?

উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মৃত্যু।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন সাহাবায়ে কেরামদের জিজ্ঞেস করলেন, মৃত্যু সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি? একজন বললেন। সকালে যখন ঘুম থেকে জাগি, নিশ্চিত বলতে পারিনা, রাত পাব কিনা? আরেকজন বললেন, যখন চার রাকাত নামাযে দাড়াই, নিশ্চিত বলতে পারিনা, সবগুলো রাকাত শেষ করতে পারব কিনা?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার অবস্থা হলো, নামাযে আমি যখন একদিকে সালাম ফিরাই, বলতে পারিনা অপর দিকে সালাম ফেরাতে পারব কিনা?

এক বুযুর্গ কবরস্থানে মোরাকাবা করতেন, লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হযরত! আপনি কবরবাসীকে কি অবস্থায় দেখেছেন? তিনি বললেন, তারা তাদের দুনিয়ার জীবন নিয়ে এতটাই অনুতপ্ত যে, তা যদি দুনিয়ার লোকদের মাঝে ভাগ করে দেয়া হয়, তাহলে তারা পাগল হয়ে যাবে।

মৃত্যু কেন আসে?

একবার হযরত মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ! আপনি মানুষকে সৃষ্টি করেন, আবার মেরেও ফেলেন, কেন? আল্লাহ তায়ালা বললেন, মূসা! তুমি জমিনে ফসল ফলাও। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম জমিনে গম চাষ করলেন। কিছুদিন পর ফসল পেকে

গেলো। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম যখন দেখলেন, ফসল পেকে গেছে, তখন তিনি এগুলো কাটার চিন্তা করলেন। তিনি ফসল কেটে গম ও ভূষি আলাদা করলেন এবং যত্ন করে গমগুলো রেখে দিলেন। আর ভূষিগুলো আলাদা রেখে দিলেন। আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞেস করলেন, হে মুসা! তুমি গম এবং ভূষিগুলো আলাদা করলে কেন?

মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, ফসল পেকে গেছে তাই আলাদা করে ফেলেছি। এবার আল্লাহ তায়ালা বললেন, মুসা! আমিও তো এটাই করি। যখন মানুষের জীবনের ফসল পেকে যায়, আমি তা কেটে নেই। বীজের মত লোকদের জান্নাতে ফেলে দিই। আর ভূষির মত কিছু লোককে জাহান্নামে ফেলে দিই।

এক বুযুর্গ বলেন, মানুষ যত চেষ্টা করে জাহান্নাম কামাই করছে, এর অর্ধেক চেষ্টা করলে সে জান্নাতের মালিক হয়ে যেতো। বাস্তবতা তো হলো আমরা অনেক পরিশ্রম করে জাহান্নাম ক্রয় করছি। যেমন চুরি করা। চুরি করা কবীরা গুনাহ। এর জন্য মানুষ কত শ্রম দেয়। মেধা খরচ করে। রাতের ঘুম নষ্ট করে চুরির মত জঘন্য কাজটি করে।

প্রিয় ভাই! আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ তাদের দীপ্তি ও বরকত সহ খুব দ্রুতই দুনিয়া ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। তাদের খালি জায়গা অন্ধকারে ভরে যাচ্ছে। শয়তান এ জায়গা পূরণ করে ফেলছে। মনে হচ্ছে, দুনিয়া তার শেষ পরিণতি বরণ করতে প্রস্তুত।

দেখুন! আজ যেসব বুযুর্গ দুনিয়া ছেড়ে যাচ্ছেন, পরবর্তীতে তাদের মতো কাউকে দেখা যাচ্ছে না। এখন সে সময়টা আমরা অতিক্রম করছি। বড়ই নাযুক মুহূর্ত। এ সময় বড় বড় আল্লাহ ওয়ালারাও ঈমান হারানোর ভয়ে থাকে। আর আমরা! আমাদের ঈমান তো হলো তিল পরিমাণ। আর এ তিল পরিমাণ ঈমান নিয়েও আমরা উদাসীন। আল্লাহ্ পাক আমাদের দ্বীনের উপর অটল থাকার তৌফিক দান করুন।

ইমাম কুরতুবি (রহ.) বলেন, মৃত্যু আসলেই একটি বড় মুসিবত। কিন্তু এর চেয়েও বড় মুসিবত হলো এর প্রতি উদাসীন থাকা। এর জন্য প্রস্তুত না থাকা।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের এ জীবন তাঁর ইবাদত করার জন্য দিয়েছেন। দুনিয়ার কাজের জন্য চেষ্টা করার সাথে সাথে পরকালের জন্য ও চেষ্টা করা উচিত। আজকে আমাদের সকাল শুরু হয় দুনিয়ার হরেক রকমের চিন্তা নিয়ে। পুরুষের চিন্তা বাজার করতে হবে। কাজে যেতে হবে। অফিসে যেতে হবে।

মহিলাদের চিন্তা, নাস্তা তৈরী করতে হবে। ঘরদোর পরিষ্কার করতে হবে। বেচারি এসব করতে করতেই দিন পার করে দেয়। যদি জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি নিজের ঘর পরিষ্কার করতে, নিজেকে সাজাতেই তো দিন পার করে দিচ্ছো, কেন এসব করছো? জবাব দেয়, ঘরদোর পরিষ্কার না করলে মানুষ আমাকে কি বলবে? নিজেকে না সাজালে বলবে, মহিলাটি কত নোংড়া। কত অপরিষ্কার।

দেখুন, মানুষ নিজেকে মানুষের সামনে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে সারাদিন ব্যয় করে। কিন্তু আল্লাহ যদি বলেন, হে বান্দা! তোমার মনতো আমার ঘর। তা কি তুমি পরিষ্কার করেছো? এটি পরিষ্কার করার জন্য তুমি দশ মিনিটও কি বের করতে পারনি? এস্তেগফার করার জন্য কয়েক মিনিট বা আমার বন্ধুর উপর দরুদ পড়ার জন্যও কি সময় পাওনি? আমার সামনে সেজদা করার জন্যও কি সময় পাওনি? তখন আমরা কি জবাব দেবো?

হযরত আবু বকর (রাযি.) বলেন, যে লোক পরকালের প্রস্তুতি না নিয়ে এ দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়, সে যেন বিপদ সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুনিয়ার বিপদ ও মুসিবত পরকালের তুলনায় কিছুই না। জাহান্নামীর ঘামের এক ফোঁটা যদি দুনিয়ার পূর্ব দিকে এসে পড়ে, আর লোকেরা পশ্চিম দিকে থাকে। এরপরও এর তাপ তারা অনুভব করতে পারবে। এতে তারা ঘেমে নেয়ে যাবে। যদি ঘামের ফোঁটা এত গরম হয়, তবে চিন্তা করুন, যে জাহান্নামে যাবে, তার অবস্থা কি হবে?

প্রিয় ভাই ও বোন! মানুষকে তো শেষ পর্যন্ত এ নশ্বর দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়াতেই হবে। হায়! আমরা যদি কখনও বলতাম, হে দয়াময় রহমানুর রাহীম! আমার প্রেম ভালবাসা, আশা-আকাঙ্খা, কামনা-বাসনা সব তোমারই জন্য।

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

আমার মাল ও জানের ইবাদত, আমার জীবন মরণ তোমার জন্যই নিবেদিত হে বিশ্ব প্রতিপালক।

হায়! আজ আমরা যদি দুনিয়াতেই আমাদেরকে মহান রবের কাছে সোপর্দ করতে পারতাম, তবে আমাদের একেকটি আমল সোনার মতো দামি হতো।

সৌভাগ্যবানতো সেই ব্যক্তি যে, নেক কাজ ও আল্লাহভীতির জীবন অতিবাহিত করে। মরণের সময় তার জন্য চিরস্থায়ী খুশির দরজা খোলা হয়। আল্লাহ আমাদের সবাইকে দ্বীনের উপর জীবন কাটানোর তৌফিক দিন! আমীন।

হযরত ইবরাহীম আদহাম (রহ.)-এর চিন্তা

হযরত ইবরাহীম আদহামকে কেউ বললো, হযরত! আপনি বলেন, আমি আপনার সান্নিধ্যে কিছু সময় কাটাবো। আপনি আমাকে কিছু ওয়াজ নসিহত করবেন। হযরত ইবরাহীম আদহাম বললেন, আমি এখনো চারটি কাজ শেষ করতে পারিনি। এগুলো শেষ হলে হয়তো বা অন্য কাজ করতে পারবো। সে জিজ্ঞেস করলো, কাজ চারটি কি কি? তিনি বললেন, প্রথম কাজ হলো, আল্লাহ তায়ালা রূহের জগতে বলেছিলেন, লোকদের একদল জান্নাতী, আর একদল জাহান্নামী। আমাকে সব সময় চিন্তায় অস্থির করে রাখে, আমি কোন দলের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়, নারীর গর্ভে যখন বাচ্চা আসে, ফেরেশতা আল্লাহকে জিজ্ঞেস করেন, এ সন্তানের নামে সৌভাগ্যশীল লেখবো না দুর্ভাগা লিখবো? সব সময় আমার চিন্তা হয়, না জানি আমাকে কোন নামে লেখা হয়েছে? সৌভাগ্যশীল, না দুর্ভাগা!

তৃতীয়. ফেরেশতা যখন কারও জান কবজ করতে আসে, আল্লাহকে জিজ্ঞেস করে, এ আত্মা মুসলমানদের সাথে রাখবো, না কাফেরদের সাথে রাখবো? সব সময় আমার ভাবনা হয়, ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসার জবাবে আমার বেলায় কি বলা হবে?

চতুর্থ. কেয়ামতের দিন, আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করবেন,

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ

অপরাধীরা আজ তোমরা আলাদা হয়ে যাও। (সূরা ইয়াসীন : ৫৯)

আমার চিন্তা হয়, আমার জায়গা অপরাধীদের সাথে হবে, না আল্লাহর অনুগত বান্দাদের সাথে হবে! যতক্ষণ এ চার কাজে ব্যস্ত আছি, অন্যকোন বিষয়ে কথা বলার সুযোগ নাই।

আহ! তারা জীবনের সময়টাকে কত মূল্য দিতেন।

আল্লাহর রহমত

প্রিয় ভাই ও বোন!

এ জগতে যারা ভাল কাজ করবে, তারা পরকালে নিজেদের অবস্থান দেখতে পাবে। তারা তাদের ভাল কাজের প্রতিদান যখন পাবে, তখন দুনিয়ার সব কিছু ভুলে যাবে। তাদের এমন সম্মান দেওয়া হবে, এরপর আর লাঞ্চিত হবে না। এমন বাদশাহী পাবে, এরপর আর দারিদ্রতা আসবে না। এমন বড়ত্ব পাবে, এরপর আর পিছনে ফিরতে হবে না। এমন ভালবাসা পাবে, এরপর আর ঘৃণা আসবে না। আল্লাহ আকবার। সেইতো সফল, যে দুনিয়াতে কয়েকটি দিন কষ্ট ভোগ করেছে। নামায পড়েছে। রোজা রেখেছে। তেলাওয়াত করেছে। নারী পর্দায় থেকেছে। নেক কাজও আল্লাহভীতির মধ্যে সময় কাটিয়েছে। তার জন্য সেই দিন সৌভাগ্যের দরজা খুলে যাবে। মহান রাব্বুল আলামীনের মেহমান হবে।

সেদিন এ লোক কার মেহমান হবে? নিজ প্রতিপালকের! আহ! কেমন যে হবে সে মেহমানদারী! মহান রব নিজে মেজবান। বান্দা মেহমান। দয়ালু আল্লাহ মেহমানদারী করার জন্য জান্নাত সাজিয়ে রেখেছেন। জান্নাতকে নাজ ও নেয়ামত দ্বারা ভরে দিয়েছেন। সব অনুগত বান্দার জন্য। বান্দার জন্য আল্লাহ তায়ালার রহমতের দ্বার উন্মুক্ত। আজও উন্মুক্ত, পরকালেও উন্মুক্ত থাকবে।

আল্লাহর রহমত অনেক প্রশস্ত। শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) নিজের মুরিদদের সামনে ষোলটি বছর আল্লাহর রহমত নিয়ে বয়ান করলেন। এরপর একদিন, আযাব সম্পর্কে আলোচনা করলেন। মুরিদরা আযাবের বর্ণনা শুনে ভয়ে অস্থির। চারদিকে কান্নার রোল পড়ে গেল। এমন সময় এলহাম হলো। হে আব্দুল কাদির! আমার রহমত কি শেষ হয়ে

গেছে? তুমি আজাবের আলোচনা করে মানুষকে নিরাশ করছো?

দুনিয়া পরীক্ষার স্থান। রঙ তামাশা, হাসি, মযাক এবং ভোগ-বিলাসের স্থান নয়। আজ আমরাতো পরীক্ষার এ স্থানকে ফূর্তির মঞ্চ বানিয়ে নিয়েছি। অথচ আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য হওয়ার কথা ছিল, আল্লাহ তায়ালার গোলামী। বান্দাতো তাকেই বলে, যার মাঝে বন্দেগী আছে। অন্যথায় সে দুর্গন্ধময় মিথ্যুক, প্রতারক ও ধোকা-বাজে পরিণত হয়।

মানুষকে সংযত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। লাগামহীন জীবন-যাপনে আল্লাহ তায়ালার দয়া ও রহমত বর্ষিত হয় না। কেননা এমন সংযমহীন জীবন মানুষের নয়। গবাদি পশু ও জানোয়ারের জীবন হয় অসংযত, লাগামহীন।

বুঝতে হবে, আমাদের জীবন লাগামহীন নয়। আল্লাহ তায়ালা ভালবেসে আমাদের সৃষ্টির সেরা বানিয়েছেন। তাকে জীবন পরিচালনা করার জন্য বেশ কিছু নির্দেশনা দান করেছেন। তাকে সেই নির্দেশ মত চলতে হবে। মানুষ নিজ ইচ্ছায় পৃথিবীতে আসতে পারেনি। আবার তার খুশি মতও যেতে পারবে না। অতএব মধ্যবর্তী সময়টুকু নিজের মন মত করে কাটানোর অধিকারও তার নেই। আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ মেনে চলার মাঝেই জীবনের সফলতা। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় দুনিয়া এসেছি। আবার আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায়ই দুনিয়া থেকে বিদায় নেব। তাহলে তাঁর নির্দেশ ছাড়া কার নির্দেশ মানব? আল্লাহ ছাড়া কে এমন আছে, যার মতাদর্শে পূর্ণ সফলতা আছে? নেই। পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, একমাত্র আল্লাহ তায়ালার পথেই সকল সফলতা। মুক্তি এবং কামিয়াবী।

জীবন থেকে শেষ হয়ে যাওয়া একটি দিন পৃষ্ঠা স্বরূপ। আমরা উক্ত পৃষ্ঠায় প্রশংসাও লিখতে পারি। আবার লিখতে পারি দুর্নামও। এটা আমাদের আকলের বিষয়।

এ কথাতো সত্য যে, আমাদের জীবন থেকে যে দিনটি চলে যাচ্ছে, তা কোন ভাবেই ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। অর্থাৎ যেদিনটি চলে গেছে, তা মূলত চিরতরে হারিয়ে গেছে। তাই সামনে যেটুকু সময় আছে তা আল্লাহ তায়ালার বন্দেগীতে কাটিয়ে দেয়া।

এক বুযুর্গ বলেছেন, সময় তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

(এক) যা গত হয়েছে। আর গত হওয়া সময়গুলো তোমার জীবন থেকে হারিয়ে গেছে।

(দুই) যা এখনো শেষ হয়নি। আগামীতে আসবে। সেই আগত আগামী দিনগুলো সম্পর্কে তোমার ধারণা নেই। তুমি জাননা, সে দিনগুলো তোমার জীবনে আসবে কিনা? হয়ত বা আগামী দিনের সূর্য উঠার পূর্বেই তোমার জীবন প্রদীপ চিরতরে নিভে যাবে।

(তিন) উপস্থিত সময় বা দিন। এটি তোমার চলমান সময়। এ সময়টা তোমার ক্ষমতায় আছে, সুতরাং, গত হওয়া দিন নিয়ে ভেবো না। আগামী দিন নিয়ে ভরসা করে বসে থেকো না। তোমার নিকট চলমান যে দিনটি আছে তাকে গনিমত মনে করো। এ দিনটিকে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি বা খুশির পেছনে লাগাও। তাহলেই তুমি ধন্য।

হযরত রাবেয়া বসরী (রহ.) এর কথা মনে আছে? আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য পেয়ে যারা নিজেকে ধন্য করেছিলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম রাবেয়া বসরী। তিনি বিরল প্রকৃতির আল্লাহর ওলি ছিলেন। বছরের যে ক'দিন রোজা রাখা হারাম, তা বাদে বছরে প্রতিদিনই তিনি রোযা রাখতেন। তার জবানে সর্বদা আল্লাহ তায়ালার যিকির থাকতো। তিনি অকৃতজ্ঞ বান্দাদের বলতেন। হে মানব! আল্লাহর নেয়ামত খেয়ে খেয়ে তোমার দাঁত ক্ষয় করে ফেলেছো, অথচ সামান্য সময় তোমার জবান তাঁর প্রশংসায় ব্যয় করছো না। তুমি আর কত অকৃতজ্ঞ থাকবে!

হে যুবক!

প্রিয় ভাই ও বোন!

আজ সেই যুব সম্প্রদায় কোথায়? যারা রাতের শেষ প্রহরে বিছানা ছেড়ে জেগে উঠতেন। তাহাজ্জুদের নামায পড়ে অন্তরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জিকিরের ধাক্কা লাগাতেন। যে ধাক্কায় তাদের অন্তরাত্মা আল্লাহর ভয়ে কেঁপে উঠত।

এক কবি বলেছেন, ওগো দয়াময় আল্লাহ! তোমার আল্লাহ নামের মধুমাখা আওয়াজ আমার অন্তরে শিহরণ জাগায়। তোমার প্রেমের ব্যাকুলতায়

আমার অন্তর অস্থির হয়ে যায়। এভাবে আল্লাহকে ডেকে যদি নিজেকে শুদ্ধি করতে পারি, তাহলে আমার মর্যাদা এত উঁচুতে উঠবে যে, আসমানের সুরাইয়্যা নামক-নক্ষত্রও আমার পেছনে পড়ে থাকবে।

আর এটা তখনই সম্ভব হবে, যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমার প্রতি সন্তুষ্ট হলেই আমার অন্তরের অবস্থা কুদরতী নূরে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট নাকি অসন্তুষ্ট তা আমার কর্মের দ্বারা বুঝে আসে। অর্থাৎ বান্দার নেক আমল দেখে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হন। আর বদআমল দেখে হন অসন্তুষ্ট। অর্থাৎ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি কিংবা অসন্তুষ্টি বুঝার মাপকাঠি হলো বান্দার আমল। যখন বান্দার উপর আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হয়, তখন তার চোখে ন্যায় অন্যায়ের পার্থক্য ফুটে উঠে। সে সময় মানুষের কর্তব্য তার কৃত অপরাধকে স্মরণ করা এবং সেই অপরাধের জন্য আল্লাহ পাকের কাছে ক্ষমা চাওয়া।

এক কবি কত সুন্দর করে বলেছেন– মুসলমানদের সে গৌরবময় দিনগুলো আমরা ভুলতে বসেছি। আর বিজাতিদের ইতিহাস স্মরণ রাখছি। ভুলে গিয়েছি নিজেদের গৌরব উজ্জ্বল ইতিহাস। আয়নায় নিজেদের চেহারার চাকচিক্য দেখছি, কিন্তু অন্তরের ক্ষত দেখছি না। যে মুসলমান নিজেদের স্ত্রী সন্তানদের আল্লাহর কাছে সপে দিয়ে জিহাদের ময়দানে হাসিমুখে প্রাণ দিয়ে দিতো। আজ তারা মৃত্যুর কথা ভুলে গেছে। মুসলমানদের ইবাদতগাহের জৌলুস বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু মুসল্লিদের এখলাস দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে। আজ ঈমানদারদের কণ্ঠে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে, কিন্তু যে ধ্বনি অন্তরাত্মায় পরিবর্তন ঘটায়, তা উচ্চারিত হচ্ছে না।

বলুন তো এমন কেন হচ্ছে? এর কারণ হলো, আল্লাহ তায়ালার দেয়া প্রেসক্রিপশন মতো নিজেকে পরিচালনা করছি না। বান্দা যখন মহান রাব্বুল আলামীনের হুকুমগুলো অমান্য করতে থাকে। তখন আল্লাহ তায়ালাও ঐ বান্দা থেকে রহমত তুলে নেন। ফলে তার উপর নেমে আসে বিভিন্ন রকমের বিপদাপদ। পেরেশানীতে ভরে যায় অন্তরটা।

মনোরোগে আক্রান্ত এক রোগী। দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ডাক্তারের কাছ থেকে প্রেসক্রিপশন করিয়েছে। অতঃপর সেই প্রেসিক্রিপশন ভাজ করে পকেটে রেখে দিয়েছে। এভাবে বেশ কিছু দিন অতিবাহিত হলো। প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী সে কোন চিকিৎসাই গ্রহণ করলো না। যার দরুণ সে অসুস্থই থেকে গেলো। তার রোগ ভাল হওয়ার কোন লক্ষণই যখন দেখা গেল না, তখন পুনরায় ডাক্তারের কাছে আসলো। এসে ডাক্তারকে বললো, ডাক্তার সাহেব আমার রোগের কোন পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি না। ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি প্রেসক্রিপশন মতো ঔষধ খেয়েছেন? জবাবে রোগী বলল, আমি তা ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিয়েছি। এবার ডাক্তার তাকে বললেন, বেওকুফ।

প্রেসক্রিপশন পকেটে রাখলে রোগ কি করে ভালো হবে? প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী তোমাকে ঔষধ খেতে হবে এবং দিকনির্দেশনা মেনে চলতে হবে। তবেই সুস্থ হতে পারবে।

অনুরূপভাবে আল্লাহ তায়ালাও মানব মুক্তির জন্য কোরআন নামক প্রেসক্রিপশন পাঠিয়েছেন। যার মধ্যে মানুষের আত্মিক এবং দৈহিক মুক্তি নিহিত। অথচ আমরা একে ঘরের তাকে সাজিয়ে রাখছি। আর নিজেকে আত্মিক ও দৈহিক উভয় রকমের রোগে নিঃশেষ করে দিচ্ছি। যার দরুণ হতাশার মাঝে দিন দিন নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছি। ভাবছি অশান্তি কেন আজ আমাদের পিছু ছাড়ছে না? কেনই বা জীবনে শান্তি আসছে না। একটি সমস্যার মাঝে আর একটি সমস্যা এসে জড়ো হচ্ছে? বড়ই করুণ অবস্থা। সবাই বলছে কেন এমন হচ্ছে? কিছুইতো বুঝতে পারছি না? পরিবারগুলো আজ জ্বলন্ত কড়াইয়ের মত ফুটছে। ঝগড়া বিবাদ, মামলা, মোকাদ্দমা। হিংসা বিদ্বেষ। এসব অশান্তির কারণে পরিবার, সমাজ সবজায়গায় পেরেশানী, অস্থিরতা, মানুষ মুক্তির উপায় খুঁজে পাচ্ছে না।

মুক্তির উপায় তো আছে। আমরা জানতেও চাই না। মানতেও চাই না। মুক্তির উপায় হলো আল্লাহ তায়ালার দেয়া প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী জীবন-যাপন করা। মানুষ যখন আল্লাহ তায়ালার হুকুম আহকামগুলোকে অমান্য করে, তখন আল্লাহ পাকও ঐ বান্দা থেকে রহমত তুলে নেন। ফলে তার জীবনে বিপদ মুসিবত, একটার পর একটা এসে হাজির হয়।

আমাদের কাজ তো ছিল, জীবনের প্রতিটা মুহূর্তে মহান রাব্বুল আলামীনকে স্মরণ করা। এক মুহূর্তের জন্যও তাকে না ভুলা। মানবজীবনের এটা উদ্দেশ্য। কেননা যার নেয়ামত খাও, তাঁর শুকুর গুজারী কর। অকৃতজ্ঞ হয়ো না।

যেমন ধরুন, কৃষক একটি ফসল উৎপন্ন করতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কঠোর পরিশ্রম আর মেধা খরচ করে। তারপর জমিনে ফসল জন্ম নেয়। ফসল ফলাতে কৃষকের যেমন শ্রম রয়েছে তেমনিভাবে রয়েছে মহান রব্বে কারীমের অসীম কুদরতের কারিশমা। কৃষক যেমন জমিনে হালচাষ, বীজ বপন এবং পানি সেচ দেয়। আল্লাহ পাক উক্ত রোপন কৃত বীজ জমিনের ভেতর লালন পালন করেন। আকাশ থেকে বৃষ্টি দিয়ে জমিন সতেজ করে রাখেন। আর চন্দ্র সূর্য তাতে দেয় আলো। আর বাতাস দিয়ে জমিনের ফসলকে তরতাজা রাখেন। আর এভাবেই ফসল আলো বাতাস, পানি গ্রহণ করে আস্তে আস্তে বেড়ে উঠে। অবশেষে তাতে জন্ম নেয় গমের দানা বা ধান। আল্লাহ তায়ালার কুদরতে ফসল যখন এ স্তর অতিক্রম করে, তখন তা খাদ্য হয়ে মানুষের সামনে আসে।

মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। এই রিযিক মুখে দেয়ার সময় মানুষ আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে না। আরে ভাই! দুম্বা দেখেছেন? দুম্বা একটি চতুষ্পদ জন্তু। এ দুম্বা তার মালিককে ভুলে না। মালিক দুম্বার গলা থেকে যখন রশি খুলে দেয়। তখন দুম্বা মালিকের পিছে পিছে হাঁটছে। মালিক যেদিকে যাচ্ছে, দুম্বাও সেদিকেই যাচ্ছে। চতুষ্পদ এ জানোয়ার তার মালিকের কথা ভুলে না। আর তুমি সৃষ্টির সেরা হয়েও মহান মালিককে ভুলে গেছো? আমরা এ অকৃতজ্ঞতার কি জবাব দেবো? মালিকের সামনে দাঁড়াবো কোন মুখ নিয়ে?

দ্বিতীয় অধ্যায়

হতাশ হবেন না

وَ نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ – قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا– هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَ صَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ

হাশরের দিন, বড় কঠিন সে দিন। যখন শিঙায় ফুঁ দেয়া হবে, 'আর মানুষ দলে দলে তার প্রভুর দিকে ফিরে আসবে। তারা বলবে হায়! কি বিপদ! কে ঘুম থেকে ওঠালো আমাদের? জবাব আসবে, দয়ালু আল্লাহতো এরই ওয়াদা করেছিলেন। সতর্ককারীরা সাবধান করেছিলেন ঠিকই। (সূরা ইয়াসীন, ৫১,৫২)

প্রিয় ভাই বোন!

বিচার দিবস, ফয়সালার দিন। অনন্ত জীবনের শুরু। হিসাবের জন্য দণ্ডায়মান সব বনী আদম। সবাই চিন্তিত, কি হয় ফয়সালা। কত বড় ভয়ের দিন। মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত, পেরেশান, অসহায়। দ্বিধা আর শংকায় দুলছে মানুষ। কি আছে ভাগ্যে? জান্নাত না জাহান্নাম? সিদ্ধান্ত দিবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

ভয়ে বাদশাহ কাঁপছে, কাঁপছে প্রজা। কাঁপছে ধনী, কাঁপছে গরীব। ভীত সবাই। দিশেহারা হয়ে পড়বে দুনিয়ার মাতবর, সর্দার, এমপি, মন্ত্রী, দাপটওয়ালা রাজা বাদশা; সবাই। সবাই বিপন্ন, সবাই বিষণ্ন।

চারদিক থেকে জমা হবে মানুষ। হাশরের বিশাল ময়দানে। ছুটতে ছুটতে আসবে, পিপিলিকার মত। খোলা আকাশ, সমতল জমিন। সূর্য থাকবে মাথার আধহাত উপরে। সেদিন সব অবাধ্য বড় বড় শয়তান। অত্যাচারী আর সীমালঙ্ঘনকারীরা ভয়ে কাতর হয়ে দাঁড়াবে আল্লাহ তায়ালার সামনে। তাদের মাথা থাকবে নত।

কোরআনুল কারীমে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا

আপনার লালন পালনকারীর শপথ, আমি ওইসব অবিশ্বাসী ও অভিশপ্তদের ফের উঠাবো। তারা উপুড় হয়ে পড়ে থাকবে জাহান্নামের কিনারে।

হে মুসলমান! তুমি কি এখনও সাবধান হবে না?

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ

কিছু অন্তর ভয়ে কাঁপবে সেদিন। (সূর নাজিয়াত, ৮)

اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ

তাদের দৃষ্টি নত, ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকবে। (সূরা নাজিয়াত, ৯)

এখানে কিছু অন্তর মানে হলো যারা অবিশ্বাসী সীমালঙ্ঘনকারীও কপটেরা। তাদের দৃষ্টি থাকবে নত। ভয়ার্ত, সন্ত্রস্ত। আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা যে কত সত্য তারা তা দেখতে পাবে। অথচ দুনিয়ায় থাকতে তারা এটা অবিশ্বাস করত। সে দিন তারা দেখবে কি ভয়ংকর বিভীষিকাময় সে আযাব। তাদের অন্তর সেদিন কাঁপবে। জাহান্নাম তারা দেখবে। আর যখন জাহান্নামকে প্রজ্বলিত করা হবে, তখন তারা সবাই দেখতে পাবে জাহান্নামকে। সেটা জ্বলছে, দাউ দাউ করে।

আর যখন জান্নাতকে কাছে নিয়ে আসা হবে। অবিশ্বাসীরা জান্নাত দেখবে। জান্নাতের নেয়ামত তারা দেখবে। তারা আফসোস করবে। তারা বুঝবে কি পরিমাণ ঠকেছে তারা । আর জান্নাতীরাও জাহান্নামকে দেখবে। তারা অনুভব করবে, কি পরিমাণ বিপদ, কি পরিমাণ বিভীষিকা থেকে তারা মুক্তি পাচ্ছে।

যেদিন মহান রাব্বুল আলামীন অধিষ্ঠিত থাকবেন আরশে আজীমে। আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন প্রশ্ন করবেন, হে বনী আদম! তোমাকে জীবন দিয়েছিলাম। সম্পদ দিয়েছিলাম। বুদ্ধি দিয়েছিলাম। বলো, আজ কি নিয়ে এসেছো? আমার দেয়া জীবন কিভাবে ব্যয় করেছো? কি করে এসেছো? বুদ্ধি দিয়েছিলাম, তা ব্যয় করেছো আমার বিরুদ্ধে। সম্পদ দিয়েছিলাম, তা কাজে লাগিয়েছো আমার দুশমনিতে।

হে বিদ্রোহী! হে বিশ্বাস ঘাতক! আমার খেয়ে আমার পরে আমার আশ্রয়ে ঘুমাতে। আমাকে একবারও স্মরণ করোনি? হায়! সেদিন মহান রবের নূর প্রকাশিত হবে।' আর সরে যাবে পর্দা। রব্বে কারীমের অবর্ণনীয় জ্যোতির উজ্জ্বলতায় সিজদায় লুটিয়ে পড়বে বিশ্বাসীগণ। তাদের দেখাদেখি সিজদা দিতে চাইবে অবিশ্বাসীরাও। কিন্তু পারবে না। আল্লাহ তায়ালা তাদের শিরদাঁড়াকে লোহার মত শক্ত করে দিবেন।

আল্লাহ তায়ালা বলবেন, হে আমার বান্দারা! বলো তোমরা দুনিয়াতে কার উপাসনা করে এসেছো?

বান্দা জবাব দিবে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা তোমার ইবাদত করে এসেছি। যখন মুয়াজ্জিন তোমার নামে আহ্বান করেছে। আমরা তোমার ঘরে ছুটে গেছি। রুকু করেছি, সেজদা করেছি। তোমার কালাম তেলাওয়াত করেছি। তোমার শোকুর গোজারী করেছি। তোমার নবীর আদর্শে নিজেকে সাজিয়েছি। তোমার আদেশ নিষেধ মেনে চলেছি। তোমাকে এক অদ্বিতীয় মেনেছি। তোমার জন্য জানমাল কোরবান করেছি। বলবে মুমিনগণ।

তারপর অবিশ্বাসীরাও বলতে থাকবে, আমরাও তো এভাবেই এবাদত করেছি। তারা বুঝে যাবে, তারা ধরা পড়ে গেছে। পালাবার পথ খুঁজবে। আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টির বাইরে তারা যেতে পারবে না।

তারপর ঘোষণা হবে মীমাংসার চরম উচ্চারণ। সত্য আর মিথ্যাকে আলাদা করে চেনার উচ্চারণ। ঘোষণা হবে আল্লাহ তায়ালার আদেশ।

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ

হে অপরাধীরা আজ আলাদা হয়ে যাও। (সূরা ইয়াসীন : ৫৯)

এ হুকুম জারী হওয়ার পর কঠিন চেহারার ফিরিশতারা অবিশ্বাসী আর অংশীবাদীদের টেনে বের করে নেবে মুমিনদের কাতার থেকে। বিশ্বাসী আর অবিশ্বাসীরা আলাদা হয়ে যাবে। চিহ্নিত হয়ে যাবে তারা।

এরপর মহান রাব্বুল আলামীন নজর দেবেন ঈমানদারদের উপর। এদের তিন ভাগে ভাগ করে দেয়া হবে। প্রথম দলটি থাকবে একেবারে সামনে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছাকাছি। তারা পাবে মহান রাব্বুল আলামীনের ভালবাসা। তারাই সম্মানিত। মহান প্রভুর আপনজন।

দ্বিতীয় দলটি থাকবে ডানে। তৃতীয় দলটি থাকবে বায়ে। সামনের দলটি সম্মানিত। তারা আল্লাহ পাকের যোগ্য বান্দা। তারা হবেন নবী রাসূল, সিদ্দীক, শহীদ ও আল্লাহর ওলিগণ। এরা আল্লাহ তায়ালার আপনজন। ভালবাসার মানুষ। এরা আল্লাহর প্রেমিক। এরা সফল। চিরদিনের জন্য।

আর যারা ডানে থাকবে তারা আমলনামা পাবে ডান হাতে। তারা জান্নাতী। তারা কামিয়াব সফলকাম। তারা চিরদিনের জন্য কামিয়াব হয়ে যাবে। আর যারা বামে থাকবে, তাদের কর্মফল দেয়া হবে বাম হাতে। এরা জাহান্নামী। এরা ব্যর্থ। তারা যখন তাদের আমলনামা হাতে পাবে। তারা অবাক হবে। নিজেকে ধিক্কার দিবে। দিশেহারা হয়ে পড়বে। তাকে বলা হবে পড়ো, যা তুমি দুনিয়াতে করেছো। পাপী আমলনামা পড়ে আশ্চর্য হবে। বলবে একি! এতে দেখছি কোন কিছুই বাদ পড়েনি। আমি যা করেছিলাম সবই লেখা আছে।

বিশ্বাসী, আল্লাহ ভীরুদের হিসাব খুব জলদি শেষ হবে। পাপীদের হিসাব খুব কঠিন হবে। তারা নির্দিষ্ট একটা সময় পর্যন্ত তাদের পাপের শাস্তি ভোগ করবে। শাস্তি শেষ হলে মুক্তি পাবে।

তো ভাই ও বোনেরা! মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট সর্বাধিক প্রিয় আওয়াজ হচ্ছে, গুনাহের পর তওবাকারী বান্দার আওয়াজ। যে বান্দা আল্লাহকে ডেকে বলে, ইয়া রব্ব! তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, ওহে আমার বান্দা! আমি তোমার সম্মুখেই আছি। তোমার যা ইচ্ছা আমার কাছে চাও, তোমার ডাক শোনার জন্যই আমি অপেক্ষায় আছি। আমি তোমার ডান বাম, উপর সবদিকে বিরাজমান এবং তোমার অন্তরের অতি নিকটবর্তী। হে আমার ফেরেশতাগণ! তোমরা সাক্ষী থেকো, আমি আমার এ অনুতপ্ত বান্দার তওবা গ্রহণ করলাম, আর তাকে মাফ করে দিলাম।

এক কবি বলেন,

يَاأَيُّهَا الْمُذْنِبُ الْمُحْصِىْ جَرَائِمَهُ

لَاتَنْسَ ذَنْبَكَ وَاذْكُرْ مِنْهُ مَاسَلَفَا وَتُبْ اِلَى اللهِ

ওহে পাপী, চরম পর্যায়ে উপনীত অপরাধী! তোমার পাপাচারের কথা ভুলে যেওনা। অতীতের সব পাপগুলো স্মরণ করো এবং আল্লাহর কাছে তওবা করো।

এক গুনাহগার যুবকের তওবা

ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দি (রহ.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যে একদা হযরত ওমর (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে কাঁদতে কাঁদতে এসে হাজির হলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আপনার দরজায় একজন যুবক দাঁড়িয়ে আছে। সে আমার অন্তর জ্বালিয়ে দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে ভেতরে নিয়ে এসো। অতঃপর যুবক কাঁদতে কাঁদতে ভেতরে প্রবেশ করলো। আল্লাহর রাসূল তাকে কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করলেন-সে বললো, হুযুর! আমার দ্বারা মারাত্মক গুনাহ হয়ে গেছে। তাই মহান আল্লাহর আযাবের ভয়ে আমি কাঁদছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আল্লাহর সঙ্গে শিরক করেছো? কাউকে অন্যায়ভাবে কতল করেছো? সে বললো, না আল্লাহর রাসূল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তোমার গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। চাই সে গুনাহ আসমান জমিন পরিমাণ হউক না কেন।

যুবক বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার গুনাহ এর চেয়েও বড় এবং অধিক মারাত্মক।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার গুনাহ কি আল্লাহর ক্ষমার চাইতেও বড়?

যুবক বললো, হুজুর! আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সবচাইতে মহান।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে শোন, মহান আল্লাহ তায়ালা বড় বড় গুনাহ ও মাফ করে দেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি গুনাহ করেছো? আমাকে বল। যুবক বললো, হে আল্লাহর রাসূল! তা বর্ণনা করতে আমার অত্যন্ত লজ্জাবোধ হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় তাকে বলতে নির্দেশ করলেন।

সে বললো, আমি বিগত সাত বছর যাবত কাফন চুরি করে আসছি। কিছুদিন হয় এক আনসারী যুবতীর মৃত্যু হয়। তাকে দাফন করার পর কবর খুড়ে আমি তার কাফন চুরি করতে ছিলাম। এমন সময় শয়তান

আমার অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়। ফলে আমি মৃত সে যুবতীর সাথে যিনা করেছি। তারপর আমি কিছু দূর যেতে না যেতেই হঠাৎ যুবতী কবর থেকে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, ওহে যুবক! তোর ধ্বংস হোক। মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি কি তোর কোন ভয় নেই? তিনি মজলুমের পক্ষ হয়ে জালিমের প্রতিশোধ নিবেন। তুই আমাকে অগণিত মৃতের সামনে লজ্জিত করলি।

যুবকের এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে গর্দান ধরে বের করে দিলেন এবং বললেন, হে ফাসেক! তুই তো জাহান্নামের উপযুক্ত কাজ করেছিস।

তারপর যুবক সেখান থেকে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেলো। দীর্ঘ চল্লিশ রাত সে একাধারে আল্লাহ তায়ালার দরবারে অনুতাপ ও কান্নাকাটি করে কাঁদলো। ক্ষমা চাইলো। আকাশের দিকে মাথা তুলে বললো, ওগো আল্লাহ! মুহাম্মদ, আদম ও ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর খোদা! যদি তুমি আমাকে মাফ করে দিয়ে থাকো, তাহলে এ খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামদের জানিয়ে দাও। আর যদি মাফ না করে থাক, তাহলে আসমান থেকে অগ্নি বর্ষণ করে আমাকে জ্বালিয়ে দাও এবং আখেরাতে তোমার আযাব থেকে রক্ষা করো।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র খেদমতে হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম উপস্থিত হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার রব আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন, তিনি সেই যুবককে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তারপর রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই যুবককে ডেকে উক্ত সুসংবাদ শুনিয়ে দিলেন।

প্রিয় ভাই ও বোন! এ হলো আল্লাকে ভয় করে অনুশোচনার অশ্রু ঝরানোর পুরস্কার।

কোরআনে পাকে বলা হচ্ছে,

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তওবাকারী এবং অপবিত্রতা থেকে যারা বেঁচে থাকে তাদেরকে ভাল বাসেন। (সূরা বাক্বারা-২২২)

বান্দার তওবায় আল্লাহর খুশি

হযরত ইমাম হাসান (রাযি.) বলেন, যখন আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম আলাইহিস সালাম এর তওবা কবুল করলেন, তখন ফেরেশতাগণ তাঁকে মোবারকবাদ জানালো। এই সুবাদে হযরত জিবরাইল ও মিকাইল আলাইহিস সালামও এসে বললেন, আল্লাহ তায়ালা আপনার তওবা কবুল করেছেন। আপনার মনের আকাঙ্খা পূর্ণ করেছেন। হযরত আদম (আঃ) বললেন, হে জিবরাঈল! এখন তওবা কবুলের পর কি জানতে পারি যে, আমার মাকাম ও অবস্থান কোন পর্যায়ে? তখন ওহি আসল, হে আদম! তোমার আওলাদ ও সন্তান সন্ততির জন্য আমি দুঃখ ক্লেশ ও যাতনা, সাধনা অবধারিত করে দিয়েছি। আর তোমার সূত্রে তারাও তওবার উত্তরাধিকারী হবে। তাদের কেউ যখন আমার কাছে তওবা করবে, আমি অবশ্যই তা কবুল করব। তাদের গুনাহ মাফ করে দেবো। এ ব্যাপারে আমি কোনরূপ কৃপণতা করব না। কেননা আমার সিফাত হলো বান্দার ডাকে সাড়া প্রদানকারী। আমি বান্দার অতি নিকটবর্তী।

হাদীস শরীফে এসেছে, রাত্রে যে গুনাহে লিপ্ত হয়, তার গুনাহ মাফের জন্য আল্লাহ তায়ালা হস্ত প্রসারিত করে তাকে সারাদিন ডাকতে থাকেন। আর দিনের গুনাহের তওবার জন্য সারারাত ডাকতে থাকেন। এ ভাবে মাগরিব থেকে সূর্যদয় পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার ডাক অব্যাহত থাকে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও এরশাদ করেন, কখনও কখনও এমন হয় যে, বান্দা গুনাহ করার পর তওবা করলে, তওবার কারণে সে জান্নাত লাভের সুযোগ পায়। জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কি করে সম্ভব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, উক্ত গুনাহের কারণে বান্দা লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়, সে তওবা করে। পরবর্তীতে সে ঐ গুনাহ থেকে দূরে থাকে। এভাবে কৃত গুনাহের তওবা তাকে জান্নাতে পৌছে দেয়।

আরও এরশাদ হচ্ছে, লজ্জা ও অনুতাপ বান্দার গুনাহের ক্ষতিপূরণ করে দেয়।

শয়তান অভিশপ্ত হওয়ার পর আল্লাহ তায়ালার নিকট কিছুকাল হায়াত প্রার্থনা করেছিলো। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাকে কিয়ামত পর্যন্ত হায়াত

দিয়েছেন। তখন সে বলল, হে আল্লাহ! তোমার ইজ্জতের কসম, বনী আদমের দেহে যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাণবায়ু থাকে। আমি তাদেরকে তোমার আনুগত্য হতে বিমুখ করে রাখব।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, আমার ইজ্জতের ও পরাক্রমশীলতার কসম, প্রতি মুহূর্তে আমি বনী আদমের জন্য তওবার দরজা খোলা রাখব।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাযি.) বলেন, যে ব্যক্তি গুনাহের কথা স্মরণ করে দুঃখিত হয় এবং আল্লাহর ভয়ে শঙ্কিত হয়, তার পাপ আমলনামা থেকে মিটিয়ে দেয়া হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছিল। একজন পাপী লোক তওবা করতে চায়, তার তওবার কোনো অবকাশ আছে কি? একথা শুনে চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন। কিছুক্ষণ পর তার দিকে ফিরে অশ্রুশিক্ত নয়নে বললেন, জান্নাতের বহু দরজা রয়েছে। সেগুলো সময়ে সময়ে খোলা হয়, আবার সময়ে সময়ে বন্ধ করা হয়। কিন্তু একমাত্র তওবার দরজা কখনও বন্ধ করা হয় না। বরং সর্বদা সেখানে একজন ফেরেশতা মোতায়ন রাখা হয়। সুতরাং তোমরা নেক আমল ও ইবাদতের ব্যাপারে কখনও নিরাশ হয়ো না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, কিয়ামতের দিন কিছু লোক এমন হবে, যারা নিজেদেরকে তওবাকারী বলে দাবী করবে, কিন্তু মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট তাদেরকে প্রকৃত তওবাকারী হিসেবে গন্য করা হবে না। কারণ তারা তওবার প্রকৃত তরিকা অবলম্বন করে নাই। দুনিয়াতে তারা তওবা করে বটে, কিন্তু কৃত গুনাহের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয় নাই। তারা ভবিষ্যতে গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা করে নাই। আত্মরক্ষার দৃঢ় সংকল্পও করে নাই। তারা যাদের উপর জুলুম করেছিল, তাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে নাই। তারা যাদের হক নষ্ট করেছিল, যাদের হক আত্মস্যাৎ করেছিল, তাদের হক আদায় করে নাই। অথচ এদের জন্য সে সুযোগ ছিল। অবশ্য চেষ্টা করা সত্ত্বেও যদি হক আদায় করা সম্ভব না হয়। অতঃপর তাদের জন্য আল্লাহ তায়ালার দরবারে এস্তেগফার ও মঙ্গল কামনা করে, তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ তায়ালা হকদারকে রাজি করে তওবাকারীকে পরিত্রাণ দিবেন।

কিন্তু এ কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, সবচেয়ে বড় আপদ হচ্ছে, গুনাহ করে ভুলে যাওয়া এবং গুনাহের ব্যাপারে এমন গাফেল হওয়া যে, তওবার কথা অন্তরে আসে না। অথবা অনেকে এসব গুনাহ ভুলে যায়। তওবা করে না। তার জন্য রয়েছে ভয়াবহ বিপদ। তাই, হে গাফেল! সর্বদা নিজের কার্যকলাপের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখো, অকস্মাৎ কোন গুনাহ হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ তওবা করো। এ ব্যাপারে অবহেলা করো না। অবশ্যই গুনাহ থেকে বেচে থাকা কর্তব্য। যদি গুনাহ হয়েই যায়, তবে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ তায়ালার দরবারে মাফ চাও।

এক বুযুর্গ সাধক কতই না সুন্দর করে বলেছেন,

يَاأَيُّهَا الْمُذْنِبُ الْمُحْصِيْ جَرَائِمَهٗ

لَاتَنْسَ ذَنْبَكَ وَاذْكُرْ مِنْهُ مَاسَلَفَا

ওহে পাপি! চরম পর্যায়ে উপনীত অপরাধী! তোমার গুনাহের কথা ভুলে যেও না। অতীতের সব গুনাহগুলো স্মরণ করো।

وَتُبْ اِلَى اللهِ قَبْلَ الْمَوْتِ وَانْزَجِرَا

يَاعَاصِيًا وَاعْتَرِفْ اِنْ كُنْتَ مُعْتَرِفًا

এবং মৃত্যুর পূর্বেই সতর্ক হয়ে আল্লাহ তায়ালার কাছে স্বীয় গুনাহের স্বীকারোক্তি দিয়ে অনুতপ্ত হও এবং সত্যিকারের তওবা করো।

নিজের প্রতি দয়া করো

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

নিজের প্রতি দয়া ও রহম প্রদর্শন করো। এ কথার অর্থ হলো, সমস্ত গুনাহ পরিহার করে খালেস তওবা করা। নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য ও ইবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত থেকে পরকালীন আযাব থেকে আত্মরক্ষা করা। আর নিজের উপর রহম করার অর্থ হলো, অপর মুসলমান ভাইকে কষ্ট না দেয়া। শুধু মুসলমানই নয়, বরং গোটা মানব ও জীব জন্তুর প্রতিও রহম করতে হবে।

হাদীসে আছে, এ ঘটনাটি বেশ প্রসিদ্ধ। কোন এক পথিক কঠিন পিপাসায় পতিত। সে এক স্থানে একটি কুয়া দেখতে পেল। সে তাতে নেমে পানি পান করল। উপরে উঠে সে দেখে একটি কুকুর পিপাসায় কাতর হয়ে দাড়িয়ে আছে। পথিক ভাবলো, পিপাসায় আমার যে অবস্থা হয়েছিল, কুকুরটিরও তো একই অবস্থা। একথা ভেবে সে নিজের পা থেকে চামড়ার মুজা খুলে তাতে পানি ভরে কুকুরটিকে পান করাল। আল্লাহ তায়ালা পথিকের এই কাজটিকে পছন্দ করলেন এবং তাকে মাফ করে দিলেন। সাহাবায়ে কেরামগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে কি জীব-জন্তুর প্রতি রহম করলেও তাতে আমাদের জন্য সাওয়াব আছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অবশ্যই। প্রাণীর প্রতি দয়া প্রদর্শনের মাঝেও আল্লাহ তায়ালা সাওয়াব রেখেছেন।

হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, একদিন আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুক (রাযি.) লোকজনের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য গভীর রাতে একাকী ঘুরাফেরা করছিলেন। পথে এক স্থানে মুসাফিরদের একটি কাফেলার নিকটবর্তী হলেন। খলীফার আশংকা হলো, রাত্রে কাফেলার মাল সামানা চুরি না হয়ে যায়। এমন সময় হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাযি.) এর সঙ্গে দেখা হয়। তিনি বললেন, আমীরুল মুমিনীন! এত রাত্রে আপনি এখানে? হযরত ওমর (রাযি.) বললেন, আমি এই কাফেলার পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করছিলাম। আমার আশংকা হলো, রাতে যখন কাফেলার সবাই ঘুমিয়ে যাবে। এই সুযোগে তাদের মালামাল চুরি হয়ে যায় কিনা? তাই চলো আমরা মাল সামানা পাহারা দেই। তারপর তাঁরা দুজন সারা রাত কাফেলার মাল সামানা পাহারা দিলেন। ফজরের সময় হলে হযরত উমর (রাযি.) আওয়াজ দিলেন, হে কাফেলার লোকজন! নামাযের সময় হয়েছে। তোমরা উঠো। যখন সবাই জাগ্রত হলো, তিনি সেখান থেকে চলে এলেন। সাহাবায়ে কেরামগণের জীবনে রয়েছে আমাদের জন্য অসংখ্য অগণিত শিক্ষণীয় আদর্শ। এগুলো আমাদের অনুসরণ করা উচিত। তাঁদের জীবনাদর্শ এমন ছিলো যে, প্রতিটি সৃষ্টি জীবের প্রতি তাঁরা ছিলেন দয়াদ্রচিত্ত/স্নেহ ক্ষমাশীল। এমনকি বিধর্মীদের প্রতিও তাঁরা দয়া প্রদর্শন করেছেন।

একদিন হযরত ওমর ফারুক (রাযি.) একজন বিধর্মী প্রজাকে দেখলেন, সে ভিক্ষা করছে। লোকটি বৃদ্ধ ছিল। হযরত ওমর (রাযি.) তাকে বললেন, আমি তোমার প্রতি ইনসাফ ও ন্যায় বিচার করতে পারিনি। যখন তুমি যুবক ছিলে, তখন তোমার নিকট থেকে কর আদায় করেছি। আর এখন তোমার প্রতি আমি খেয়াল করছি না। একথা বলে হযরত ওমর (রাযি.) তার জন্য বাইতুল মাল থেকে ভাতা নির্ধারণ করে দিলেন।

হযরত আলী (রাযি.) বলেন : একদিন আমি হযরত ওমর (রাযি.)কে দেখি উটের পিঠে আরোহণ করে সকাল সকাল আবতাহ্ অঞ্চলে ঘুরাফেরা করছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, বাইতুল মালের একটি উট হারিয়ে গেছে, তা তালাশ করছি। আমি বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি এভাবে কষ্ট করে পরবর্তী খলীফাদের দায়িত্ব কঠিনতর করে দিচ্ছেন। হযরত ওমর (রাযি.) বললেন, হে আবুল হাসান! (হযরত আলী (রাযি.) এর উপনাম) মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে নবুওয়াত প্রদানকারী আল্লাহর কসম। সাধারণ একটি বকরীর বাচ্চা ও যদি ফুরাত নদীর তীরে চলে যায়। আর আমি সেটার হেফাযত না করি, তাহলে এ অবহেলার জন্য কেয়ামতের দিন আমাকে জবাবদিহি করতে হবে।

সাইয়্যিদুনা হযরত ইমাম হাসান (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের আবদাল বুযুর্গগণ নামায রোযার আধিক্যের কারণে জান্নাত প্রাপ্তির দ্বারপ্রান্তে পৌছে যাবে। তারপরও তাদের অন্তরের নিষ্কলুষতা ও হিংসা বিদ্বেষ মুক্ত এবং তাদের হৃদয় উদার ও সকলের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার কারণে তারা জান্নাতের যোগ্যতা অর্জন করবে।

একদা হযরত মুসা আলাইহিস সালাম আরজ করেন, ইযা রব্ব! আপনি আমাকে কোন বিষয়টির কারণে বিশেষ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন? আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বললেন, আমার সৃষ্টির প্রতি তোমার দয়া ও অনুগ্রহের কারণে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মুসলমানদের পারস্পরিক সহানুভূতি ও সৌহার্দ্য এবং ভালবাসার উদাহরণ হচ্ছে একটি দেহ। দেহের যে কোন একটি অঙ্গ পীড়িত হলে গোটা দেহটি পীড়িত হয়

জর্জরিত হয়। অনুরূপভাবে যে কোন একজন মুসলমানের দুঃখ যাতনায় সকল মুসলমান জর্জরিত হবে।

বনী ইসরাইলের একজন আবেদ লোক একটি জনপদ দিয়ে যাওয়ার সময় সেখানকার লোকজনকে দুর্ভিক্ষের কারণে কঠিন জঠর জ্বালায় পতিত দেখে অত্যন্ত আবেগ আপ্লুত হয়ে মনে মনে আরজু আকাঙ্খা করে বলেছিলেন, হায়! আমার কাছে যদি এদের ক্ষুধা নিবারণের পরিমাণ আটা থাকতো, তাহলে আমি তার সবটা তাদের জন্য বিলিয়ে দিতাম। তারা পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করত। আল্লাহ তায়ালার নিকট বান্দার এ আবেগটা খুব পছন্দ হলো। আল্লাহ তায়ালা তৎকালীন সময়ের নবীর নিকট ওহি প্রেরণ করলেন, হে আমার নবী! তুমি আমার সেই আবেদ বান্দাকে জানিয়ে দাও, আমি শুধু তার উক্ত আকাঙ্খার কারণে। তার আমলনামায় সেই পরিমাণ সাওয়াব লিখে দিয়েছি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, বস্তুত দয়া ও মহত্ব জান্নাতের একটি বৃক্ষ। যার শাখা-প্রশাখা সর্বদা পৃথিবীর দিকে নত হয়ে আছে। এসবের যে কোন একটিকে যে কেউ অবলম্বন করবে, সে জান্নাতের পথে অগ্রসর হবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে কবুল করুন। আমীন।

মৃত্যু মুমিনের উপহার

প্রিয় ভাই ও বোন!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা দুনিয়ার আমোদ প্রমোদ ধ্বংসকারী মৃত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ করো। অর্থাৎ মৃত্যুর কথা চিন্তা করলেই তোমাদের অন্তর থেকে দুনিয়ার মায়া মহব্বত কমে যাবে। আর দুনিয়ার মোহাব্বত কমে গেলেই আখেরাতের এবং আল্লাহ তায়ালার প্রতি অন্তর আকৃষ্ট হবে।

হযরত আয়েশা (রাযি.) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! হাশরের দিনে শহীদদের সঙ্গে আরও কোন লোক শাহাদাতের ফযীলত প্রাপ্ত হবে কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বললেন, হাঁ, যে ব্যক্তি দিবা-রাত্রি বিশবার মৃত্যুকে স্মরণ করে, সেও শহীদদের দলভুক্ত হবে।

মৃত্যুর ধ্যান ও চিন্তার এমন অধিক ফযীলত হওয়ার কারণ হলো, এ দ্বারা মানুষ পার্থিব জগতের মায়া মোহ থেকে মুক্ত ও নিবৃত থাকে এবং আখেরাতের জন্য প্রস্তুতি কার্যে সদা নিমগ্ন থাকে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন একদল লোককে উচ্চঃস্বরে কথাবার্তা ও হাসি ঠাট্টা করতে দেখলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, হাসি ঠাট্টার অহেতুক আসরকে যে বস্তুটি তিক্ত করে দেয়, তোমরা সেই বস্তুটিকে স্মরণ করো। জিজ্ঞাসা করা হলো, তা কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মৃত্যু।

একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন কিছু লোক হাসি ঠাট্টা করছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বললেন, মৃত্যুকে স্মরণ করো। আল্লাহর কসম! যদি তোমরা তা জানতে যা আমি জানি, তাহলে তোমরা কম হাসতে এবং অধিক পরিমাণে কাঁদতে। তিনি বলেছেন, তোমরা মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করো। কেননা মৃত্যুর চিন্তা গুনাহসমূহকে বিলুপ্ত করে দেয়। দুনিয়ার প্রতি অন্তরে ঘৃণা জন্মায়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, একদা আমরা দশজন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র দরবারে উপস্থিত হলাম। সর্বশেষ উপস্থিত হয়েছি আমি। তখন একজন আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও সম্মানি ব্যক্তি কে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুকে অধিক পরিমাণ স্মরণ করে। মৃত্যুর জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে, সেই প্রকৃত জ্ঞানী। দুনিয়াও আখেরাতে সম্মানিত ও সফলকাম।

এক বুযুর্গ ব্যক্তি স্বীয় ভাইকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, মৃত্যুকে ভয় করো। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো। আখেরাতে পৌছার পূর্বেই তুমি সেখানের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে নাও। যেখানে তোমাকে চিরকাল থাকতে হবে।

এক মহান বুযুর্গ ইবরাহীম তাইমী (রহ.) বলেন, দুটি বিষয়ের চিন্তা দুনিয়াকে আমার নিকট বিষাদময় করে দিয়েছে। এক. মৃত্যু। দ্বিতীয় হলো আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয়।

আল্লাহর নবী হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম মৃত্যুর চিন্তায় অধীর হয়ে এত বেশী কাঁদতেন যে, তাঁর শরীর নিস্তেজ হয়ে যেত। পুনরায় যখন আল্লাহর রহমত ও দয়ার আলোচনা করা হতো, তখন তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতেন।

হযরত আবু মুসা তামিমী (রহ.) বলেন, প্রখ্যাত বুযুর্গ কবি ফারাযদাকের স্ত্রীর জানাযায় বড় বড় বুযুর্গগণ উপস্থিত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে হযরত হাসান বসরী (রহ.)ও ছিলেন। তিনি ফারাযদাককে জিজ্ঞেস করলেন। পরকালের জন্য তুমি কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছো? সে জবাব দিল, দীর্ঘ ষাট বছর যাবৎ কালেমায়ে তাইয়্যেবার সাক্ষ্য দিয়ে আসছি। স্ত্রীর দাফন শেষ হওয়ার পর কবরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে কবি ফারাযদাক কবিতার কয়েকটি লাইন আবৃত্তি করেন।

ওগো আল্লাহ! আমি পরবর্তী ঘাঁটিগুলো সম্পর্কে অধিকতর ভীত, সন্ত্রস্ত। ওগো আল্লাহ! আপনি যদি আমাকে মাফ না করেন, তবে সেই ভীষণ ও মর্মন্তুদ আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কোন উপায় নেই। হাশরের সেই ভয়াবহ দিনে আমি ফারাযদাকের কি দশা হবে? যেদিন অগ্র পশ্চাতে ফেরেশতাগণ তাকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। সেদিন সেই আদম সন্তানটি কতই না হতভাগা হবে, যাকে বেড়ী পরিয়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।

হযরত আবু সুলাইমান দারানী (রহ.) বলেন, আমি প্রখ্যাত আবেদা উম্মে হারুনকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি মৃত্যু কামনা করো? সে জবাব দিল, যে ক্ষেত্রে আমি সাধারণ কোন মানুষের অবাধ্যতা করলে তার সম্মুখিন হতে লজ্জাবোধ করি। সেখানে আহকামুল হকিমীন মহান রাব্বুল আলামীনের অবাধ্য হয়ে কিভাবে তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান হতে সাহস করতে পারি।

দেখুন তাদের অন্তরের বিশ্বাস কত প্রগাঢ় ছিল। প্রকৃত পক্ষে তো বিচার দিবসে মহান রাব্বুল আলামীনের সামনে উপস্থিত হতে হবে। এটি কোন সাধারণ বিষয় নয়।

নামাযের একাগ্রতা

আমি তখন কলেজে পড়তাম। তখন দেখতাম কলেজের এক ছাত্র কলেজে দাওয়াত দিতো ছাত্রদের মাঝে। তার নাম ছিল নাইম বাঙালী। আমাকে তখনও তার দাওয়াতে আকৃষ্ট করেনি। কিন্তু তার একটি আমল আমাকে বদলে দিয়েছে। একদিন তাকে আমি নামায পড়তে দেখলাম। নামাযে তার মনোযোগ, তার একাগ্রতা আমাকে আকৃষ্ট করল। তার নামাযের বাহিরটা ছিল শানদার। আর ভেতরটা ছিল জানদার। নাইম ভায়ের নামায আমার অন্তরে এমনভাবে ক্রিয়া করল যে, আমার অন্তর সাক্ষ্য দিল যে, সে যে দাওয়াত দিচ্ছে, সে দাওয়াতে আমাদের যা বলেছিল, সবই সঠিক। তার দাওয়াত কবুল করে আল্লাহর পথের পথিক হওয়া আবশ্যক। অবশ্যই সে পথে শান্তি ও নাজাতের উপায় নিহিত।

আরেকদিন, আমরা ক'জন বন্ধু হোটেলের চেয়ারে বসে খোশগল্প করছিলাম। হোটেলটি দো'তলা ছিল। নাইম ভাই সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়েছিলেন। তার পা দুটি ভেঙ্গে গিয়েছিল। আমি দেখলাম নাইম ভাই পা টেনে টেনে একটি একটি করে সিঁড়ি ভেঙ্গে নিচে নামছেন। তিনি নামাযের জন্য মসজিদে আসছিলেন। আমি বিস্মিত হলাম। ভেতর থেকে আক্ষেপ বেরিয়ে এলো, আহ্! পঙ্গু হওয়া সত্ত্বেও ছেলেটি নামাযের জন্য কত কষ্ট করে দোতলা থেকে নিচে নামছে। কত কষ্ট স্বীকার করছে। আর আমরা সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়া সত্ত্বেও মসজিদে যাচ্ছি না!

আমি জেনারেল হামিদকে দেখেছি, তিনি বলতেন, হে আল্লাহ! তোমার প্রিয় বান্দারা যেভাবে নামায পড়েছিলেন, আমিও তেমন নামায পড়ব। তেমন নামায পড়ার চেষ্টা করব। কিন্তু নামায পড়ার পর বলতেন, আফসোস আমি তেমন ভাবে নামায পড়তে পারলাম না!

আমার এক ক্লাস মেটের ঘটনা

আমার এক ক্লাস মেট ছিল, সরকারী কলেজে এক সাথে লেখাপড়া করতাম। জবরদস্ত মানুষ ছিল, সুঠাম, সুপুরুষ। মরি থেকে ইসলামাবাদ পায়ে হেটে চলে আসত। পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার পথ। পিতা ব্রিগেডিয়ার। মা ও উচ্চ বংশের শিক্ষিত মেয়ে ছিল। তার নাম ছিল মোস্তফা। একটা

সময় খারাপ ছেলেদের সাথে মিশে সে মদ ও নারীতে আসক্ত হয়ে পড়ে। সমাজের অপরাধীদের সাথে তার বন্ধুত্ব গড়ে উঠে।

একবার আমরা জামাতসহ ইসলামাবাদ গেলাম। এক ব্যক্তি আমাকে বলল, আপনার এক বন্ধু আছে, এখানকার পরিবেশ সে নোংড়া করে রেখেছে। তার কারণে সমাজে নানা রকমের অপকর্ম হচ্ছে। সে এগুলোর সাথে জড়িত। আমি আপনার সাথে তাকে সাক্ষাত করিয়ে দেব। সাক্ষাতের সময় ঠিক হলো। কিন্তু বৃষ্টির কারণে আমাদের ব্যস্ততা বেড়ে যাওয়ায় তার সাথে সাক্ষাত হয়নি।

সেদিনই এক নামাযের সময় আমি শুকনো স্থান খুঁজে নামায পড়তে গেলাম। নামায শেষে দেখি একটু দূরেই তার মত এক ব্যক্তি বসে আছে। আমি তাকে ভালভাবে দেখলাম, কিন্তু পুরোপুরি চিনতে পারিনি। সেও আমাকে দেখছে, কিন্তু কিছু বলছে না। আমি এক ব্যক্তিকে তার নিকট পাঠালাম। বললাম, ওকে গিয়ে বলবে, তোমার নাম কি মোস্তফা? যদি মোস্তফা হয়। তাহলে বলবে, তারিক জামিল তোমাকে ডাকছে। তার অবস্থা অন্য রকম ছিল। চেহারা সুরত বদলে গিয়েছিল। দুই কানে সোনার দুল, পরনের পোশাকও বিস্ময়কর ধরনের।

লোকটি গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল, তোমার নাম কি মোস্তফা? সে বলল, হে, আমার নাম মোস্তফা। লোকটি বলল, তোমাকে তারিক জামিল ডাকছেন। সে এলো আমার কাছে। এসেই বলল, শুনেছি তুমি নাকি তাবলীগ জামাতের বড় নেতা হয়ে গেছো? আমি বললাম, না, আমি কিছুই হইনি। মোস্তফা বলল, আমি তোমার ব্যাপারে অনেক কিছু শুনেছি। এভাবে তার সাথে অনেক কথা হলো। তাকে বুঝাতে শুরু করলাম। একসময় সে এক চিল্লার জন্য রাজি হলো।

এক চিল্লা লাগানোর পর সে সব অপকর্ম ছেড়ে দিল। কিন্তু পরে আবার মদ ধরল। নারী আর জুয়া ছেড়ে দিল। তারপর ১৯৯৬ সালে আবার তার সাথে সাক্ষাত হলো, বললাম, মোস্তফা! নারী ও জুয়াতো ছেড়েছো। মদ ছেড়ে দাও। মোস্তফা বলল, ২০০০ সালে– তিন চিল্লা দিব। তারপর পাক্কা তওবা করে সব ছেড়ে দেব। নিজেও হজ্জ করব। মাকেও হজ্জ করাবো। আমি বললাম, দোস্ত তোমার কাছে এমনকি গ্যারান্টি আছে যে, তুমি ২০০০ সাল পর্যন্ত বেঁচে থাকবে?

সে বলল, মরব না। তার কথাগুলো পাগলের প্রলাপ মনে হলো। ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ তার সাথে আমার এসব কথা হয়েছিল। ৯৮ সালের অক্টোবরে সংবাদ পেলাম, সে মারা গেছে। আমার বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ ছিল না। মৃত্যু তো এমনই। মৃত্যু আমাদের কত কাছে, কিন্তু আমাদের খবর নাই।

তবে মোস্তফা নামায পড়ত। নামায ছাড়ত না। আমি গেলাম তার জানাযায়। তার বাড়িতেও গেলাম। তারা আমাকে ভেতরে নিয়ে বসালো। তার মা কাঁদতে ছিলেন। কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন, মোস্তফা তোমাকে অনেক স্মরণ করত। আর বলত, আমার একজনই বন্ধু আছে, যে আমাকে সত্য পথের সন্ধান দিয়েছে।

আর আমার কথাই ধরুন না। আমি তারিক জামিল, ১৯৯১ সালে তিনদিন তাবলীগে সময় দিলাম। তারপর সেই তিনদিন থেকে চার মাস। এদিকে আমার এলাকায় খবর ছড়িয়ে পড়ল, জমিদার মৌলভী বখশের ছেলেকে একদল মোল্লা অপহরণ করে নিয়ে গেছে। আমার তাবলীগে যাওয়া নাকি অপহরণ ছিল।

আমি যখন কলেজ ত্যাগ করে মাদরাসায় ভর্তি হলাম, আব্বাজান লাঠি হাতে তেড়ে এলেন। আম্মাজান বললেন, তোকে ত্যাজ্য করব। এ বাড়ি থেকে বের করে দেব। তুই মোল্লা হয়ে আমাদের নাক কান কাটতে চাচ্ছিস! এতদিনে তোর পেছনে আমরা হাজার হাজার টাকা খরচ করেছি। এখন তুই মোল্লা হবি? আমরা কিছুতেই তা মেনে নিতে পারিনা। আজ থেকে ছাব্বিশ বছর আগের কথা এগুলো। আর আজ কোটিপতি বাবার সন্তানরা মাদরাসায় পড়ছে, চাটাইয়ের উপর বসে কোরআন হাদীস পড়ছে।

তো ভাই ও বোন! দ্বীন বুঝার জন্য কুরবানী দরকার। দ্বীন পালনেও কুরবানী দরকার। দ্বীনের পথে কুরবানীর মানসিকতা থাকলে দ্বীন বুঝা ও মানা সহজ হয়ে যায়। তাই আসুন আমরা দ্বীনের জন্য নিজেদের কুরবান করি। নিয়ত করুন, আমরা আল্লাহকে রাজি করব। আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য করে জীবন চালাব। মানুষ যখন নিয়্যত করে তখন থেকেই সাওয়াব শুরু হয়ে যায়। একাগ্রতার সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ুন।

কোরআন তেলাওয়াত করুন। আল্লাহ পাকের যিকির করুন। সন্তানদের দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত করুন। ঘরে দ্বীনের পরিবেশ তৈরি করুন।

অবধারিত মৃত্যু

প্রিয় ভাই ও বোন!

নিশ্চয়ই মানুষ মরণশীল। মৃত্যু আসবেই। সবাইকে মৃত্যুর স্বাদ পেতেই হবে। মৃত্যুর দোলনায় দুলছে সব মানুষ আর জিন। মৃত্যু থেকে বাঁচার কোন সুযোগ নেই। যদিও সে থাকে মজবুত অট্টালিকায়।

মানুষ বড় আশা নিয়ে বাঁচে। অসুখ হয়েছে? হাসপাতালে ছুটে যায় ডাক্তারের কাছে। বড় আশা নিয়ে যায়, ভাবে ডাক্তার বুঝি তাকে সারিয়ে তুলবে। কিন্তু যখন পাশের বেডে আরেক রোগী ধুকতে ধুকতে মারা যায়, তখন সে আশা হারিয়ে ফেলে। আবার কতজন চিকিৎসা শেষে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যায়। একই ডাক্তারে সুস্থ হচ্ছে কত রোগী। আবার মারাও যাচ্ছে কতজন। আশ্চর্য সে অবস্থা! অথচ এখানে ডাক্তারের কোন কৃতিত্ব নেই। জীবন, মৃত্যুর মালিক মহান রব্বুল আলামীন। ডাক্তার শুধু চেষ্টা চালিয়ে যায়। বাচা মরা আল্লাহর হাতে।

মৃত্যু প্রতিক্ষণ প্রতি মুহূর্ত আমাদের জন্য অপেক্ষায়। ওৎ পেতে থাকে। প্রতিক্ষণ প্রতি মুহূর্তে। মৃত্যুর অমোঘ বিধান এড়াবে কে? কি দিয়ে? টাকা-রুপি, পাউন্ড। রিয়াল, ডলার? কোন কিছুই বাঁচাতে পারে না মৃত্যু থেকে।

হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রহ.), যাকে দ্বিতীয় উমর বলা হয়। তিনি এক জানাযায় শরিক ছিলেন। তিনি বিষণ্ণ। তিনি কবরস্থানের এক নির্জনে একা বসেছিলেন। গভীর চিন্তা মগ্ন। একজন এসে বলল, হে প্রিয় খলিফা! এই জানাযা ছেড়ে আপনি এ কবরগুলোর সামনে বসে বসে কি ভাবছেন? খলিফা উত্তর দিলেন, আমি কবরের কথা শুনছি।

লোকটি চমকে উঠল। কবরের কথা শুনছেন? তিনি বললেন, হে, আমি কবরের কথা শুনছি। কবর আমাকে বলছে, হে ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ! হে মুসলমানদের খলিফা! আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন না যে, আমার কাছে যারা আসে, তাদের সাথে আমি কি আচরণ করি?

আমি বললাম, বলো! কবর বলল, আমি তাদের কাফনের কাপড় পচন ধরাই। তাদের শরীর ছিঁড়ে ফেলি। টুকরো টুকরো করে ফেলি। রক্ত চুষে ফেলি, গোশত খেয়ে ফেলি। আর তাদের দেহের জোড়াগুলো খুলে ফেলি। কাঁদ থেকে আলাদা করে ফেলি হাত। শরীর থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেলি। পা গুলো কোমর থেকে। হাটু উরু থেকে আলাদা করে ফেলি।

চুপ করলেন হযরত ওমর বিন আব্দুল আজিজ। গভীর বিষাদের ছায়া পড়ল তাঁর চেহারায়। ভিজে উঠল তাঁর চোখ দুটো। অনেকক্ষণ কাঁদলেন তিনি। তারপর কান্না ভেজা স্বরে বললেন, দুনিয়া দু'দিনের। আর এর ছলনা অনেক বেশি। আজ এখানে যে পেয়েছে খুব সম্মান। সম্মান পেয়ে ভুলে গেছে আল্লাহকে। পরকালে তার হবে অনেক অপমান। আজ এখানে যে ধনী, পরকালে সেখানে হিসেবে আটকে যাবে। এখানের যৌবন খুব জলদি বার্ধক্যে গ্রাস করে। মৃত্যু এসে হানা দেয় যখন তখন। আচমকা কেড়ে নেয় প্রাণ। এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ধোঁকায় পড়ো না। দেখো এখানকার রাজা বাদশাদের। কোথায় তারা আজ? তারা বড় বড় শহর তৈরি করেছিল। বড় বড় অট্টালিকা তৈরি করেছিলো। ফুলে ফলে সুশোভিত বাগান আবাদ করেছিল। তাদের তৈরি চোখ ঝলসানো ইমারতগুলো আজ এভাবেই পড়ে আছে।

কে বাস করে আজ সেখানে? এর নির্মাতারা আজ কোথায়? সব ছেড়ে আজ তারা চলে গেছে। পড়ে আছে নির্জন কবরে। সেখানে একাকী তারা। গাঢ়ো আঁধার তাদের ঘিরে আছে। আলো নেই, বাতাস নেই। স্ত্রী, পুত্র, পরিজন নেই। আনন্দ নেই। কবরে পড়ে আছে একাকী।

এখন তারা পোকার খাদ্য

মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর অসীম দয়া ও করুণায় এই সব মানুষগুলোকে দান করেছিলেন সুন্দর চেহারা। সুঠাম দেহ। দিয়েছিলেন মেধার প্রখরতা। দিয়েছিলেন সম্পদ, রাজত্ব, প্রভাব, প্রতিপত্তি। তারা ভাবতেও পারেনি এসব তাদের কাছে থাকবে না। সব কেড়ে নেয়া হবে। শয়তানের ধোঁকায় পড়ে তারা জড়িয়ে পড়েছিল নাফরমানীতে। মহান মালিকের দেওয়া

নেয়ামতকে তারা খরচ করেছিল অন্যায় কাজে। তারা কামাই করতো হারাম পন্থায়। খরচও করত হারাম পথে। এখন দেখো কি করুণ অবস্থা ওদের।

কবরের মাটি তাদের দেহকে পঁচিয়ে ফেলেছে। হাড় থেকে গোশতগুলো আলাদা হয়ে গেছে। বিষাক্ত পোকা-মাকড় খাচ্ছে তাদের গোশত, হাড়ের মজ্জা। তাদের শক্তিশালী সুন্দর সুঠামদেহের ক্ষমতা শেষ। ঘুমাতো নরম, কোমল বিছানায়। চার পাশে থাকত সেবক সেবিকা। ঘুমের সময় তারা হাত পা টিপে দিতো। এরা ছিল ধনী। ধন-সম্পদ এদের পরকাল বিমুখ করে রাখতো। আর আজ? বড়ই করুন অবস্থা এদের। তাদের প্রশ্ন করো, কেমন আছে তারা অন্ধকার কবরে? কি করে পড়ে আছে চাকর বাকরদের সাথে একই কবরস্থানে?

জিজ্ঞেস করো, ধনীরা! কি কাজে এসেছে তোমাদের সম্পদ? গরীবকে জিজ্ঞেস করো, সে সম্পদ না পেয়ে কি ঠকেছিল? এখানে কবরে তো সবাই একই অবস্থায় পড়ে আছে। বিছানা নেই। বালিশ নেই। আলো নেই। সঙ্গী নেই। একাকী, নির্জনে, পড়ে আছে সবাই। আমল ছাড়া কোন সাথী নেই।

প্রিয় ভাই ও বোন! কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বলছিলেন খলিফা উমর বিন আব্দুল আজিজ। বলছিলেন, দেখো এদের অবস্থা! এরা কেউ কেউ কালকেও ছিলো দুনিয়াতে। সুস্থ, ঠোঁট জিভ ব্যবহার করে কত কথাই না বলত! রঙিন এ দুনিয়াকে দেখত চোখ দুটি দিয়ে। দেখত লাল, নীল, সবুজ, সাদা, কালো। কতো রঙীন দুনিয়ার রূপ দেখতো। কত তৃপ্তি ছিল। দেখত হারাম বস্তুও। কারও চোখ জোড়া ছিল হরিণীর মত সুন্দর। কত নারীর চোখের দৃষ্টিতে আলোড়ন উঠতো পুরুষের হৃদয়ে। সেই চোখ দুটোর আজ কি করুণ দশা। বেরিয়ে পড়েছে মণি। গলে পচে খসে গেছে পাতা আর পাপড়ি। আজ কোথায় সেই লম্বা পাপড়ি? তরবারির মতো ভ্রু? বাদামী সবুজ মনি?

কোথায় আজ তাদের চোখ ঝলসানো রূপ, যৌবন? নরম কোমল বিলাস প্রিয় দেহ? যা সামান্য কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা ছিল না। কবরের কীট আর পোকা কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে তাদের অহংকারী দেহ। খসে গেছে শরীরের

চামড়া। মাটি খেয়ে ফেলেছে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। কবরের তাপ দেহের হাড়গুলো গলিয়ে দিয়েছে। গলে পচে খসে গেছে সে মূল্যবান শরীর। যা দুনিয়াতে চলত দম্ভভরে। হাটতো মাথা উঁচু করে।

হযরত উমর বিন আব্দুল আজিজ বলছেন, আর কাঁদছেন। খলিফা অনেক আবেগতাড়িত হয়ে পড়েছিলেন।

তিনি বলছেন, আহ! আজ কি পরিণতি হচ্ছে তোমাদের? আজ কোথায় তোমাদের আরাম আয়েশের উপকরণ? কোথায় আজ তোমাদের সেই চাকর বাকর?

তুমি তাদের ইশারা করতে, তারা তড়িৎ ছুটে আসতো। তোমার ভয়ে সব করত। তোমার ভয়ে আল্লাহর নাফরমানী করত। এখন কোথায় তারা? সেই সব বিশাল অট্টালিকা? সাজানো গোছানো বাগানবাড়ি? আরাম আয়েশের বিলাস ভবন?

মৃত্যু তো এমনই এক বাস্তবতা যা কেড়ে নেয় সব কিছু। ভেঙ্গে চুরমার করে দেয় সব স্বপ্ন-সাধ। তোমার কামাই করা সম্পদ তোমার থাকে না। তোমার স্ত্রী, সন্তানরা তোমাকে ভুলে গেছে। তোমার কামাই করা সম্পদে তারা আজ বিলাসিতায় মজে আছে। তোমার কথা ভাববার এত সময় কোথায় তাদের? তোমার একাকীত্ব, তোমার অসহায়ত্বের কোন খবর তাদের কানে পৌছে না। তোমাকে তারা ভুলে গেছে। তোমার স্ত্রী ভুলে গেছে তোমাকে। তোমার ছেলে মেয়ে ভুলে গেছে তোমাকে। তোমার বন্ধু-বান্ধব সবাই ভুলে গেছে তোমাকে। কেউ মনে রাখেনি তোমায়। তোমাকে আর কারও প্রয়োজন নেই। তুমি একা। একেবারে একা।

তোমার সুন্দরী স্ত্রী বিয়ে করেছে। এখন তোমার কথা মনেও নেই। তোমার স্বামী বিয়ে করেছে। এটাই তো জগতের নিয়ম। ধোঁকা শুধু ধোঁকা, দুনিয়া ধোঁকার ঘর। প্রতারণার বাজার। কিন্তু তুমি বুঝনি।

এমন অনেক কথা বললেন, মহান খলিফা উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহঃ)। তারপর বললেন, দুটি কথা। হে আহাম্মক! দুনিয়ার মিথ্যা ধোঁকায় পড়ে জীবন পার করো না। জীবন কিন্তু সংক্ষিপ্ত। আর মৃত্যু তো তোমার ঘাড়ের রগের চেয়েও নিকটে। তাই পুঁজি সংগ্রহ করে কবরের জন্য প্রস্তুত হও।

মৃত্যুর প্রস্তুতি

প্রিয় ভাই ও বোন!

আমরা কি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিয়েছি? আমরা কি আল্লাহ তায়ালার রাজি ও খুশি অর্জন করতে পেরেছি? কবরের জীবনে নেক আমলের পুঁজি ছাড়া আর কিছুই কাজে আসবে না। কবর আমার পরকালের প্রথম ঘাটি। দুনিয়ার যিন্দেগীতে যা কিছু নেক আমল পুঁজি হিসেবে নেয়া যায় তাই পরকালে আমার মুক্তির জন্য সহজ হবে।

এমন অনেককেই দেখেছি, যে আগামীতে ভালো হয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু মৃত্যু তাকে সেই সুযোগ দেয়নি। হঠাৎ মৃত্যু তাকে পাকড়াও করেছে।

বন্ধুরা! দুনিয়ার দুঃখ ও ক্ষণস্থায়ী। এর সুখও ক্ষণস্থায়ী। আপনার আশপাশ দৃষ্টি মেলে দেখুন, দেখবেন সব শ্রেণীর মানুষ কোন না কোন পেরেশানীতে ডুবে আছে। কেউ সংসার নিয়ে পেরেশানীতে। কেউ ব্যবসা নিয়ে পেরেশানীতে। কেউ অসুস্থতা নিয়ে পেরেশানিতে। নানা রকমের হতাশা পেরেশানীতে মানুষ বিপর্যস্ত। কিন্তু এমনটি কেন? এর কারণ হলো, আজ আমাদের জীবনে পরকালের ভাবনা নেই। যে কারণে বিপদ-আপদ মুষলধারে বৃষ্টির মতো পড়ছে।

আজ আমরা বলি, নানান রকমের ঝামেলায় পড়ে আমরা পরকালের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু ভাই; যেদিন চোখ দুটি বন্ধ হবে, তখন আমাদের চোখের সামনে থেকে পর্দা সরে যাবে। বুঝবো আমরা কেমন জীবন কাটিয়েছি? মনে রেখো মৃত্যুর সময় শয়তান বাবা-মা অথবা বন্ধুর আকৃতিতে সামনে এসে মানুষকে ধোঁকা দেয়। মানুষকে মৃত্যুর সময় ঈমানহারা করার চক্রান্ত করে। এ বিপদ থেকে আল্লাহ তায়ালার রহমত ছাড়া কেউ বাঁচতে পারবে না।

হযরত কাব আহবার (রাযি.) বলতেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুকে চিনে ফেলেছে, তার জন্য দুনিয়ার যিন্দেগী সহজ হয়ে গেল।

আর কুফুরীর উপর যার মৃত্যু হয়েছে, তারা বড় ধরণের ক্ষতি এবং ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে। কবীরা গুনাহ করে যারা মৃত্যু বরণ করেছে, তারাও বিরাট ক্ষতি ও ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতভর আল্লাহ তায়ালার দরবারে কেঁদেছেন, অনুনয় বিনয় করেছেন, বলেছেন, হে আল্লাহ! আমার উম্মতকে তুমি জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে রক্ষা করো। উম্মতের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভালবাসা ছিল অনেক গভীর। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অবস্থাতো এমন ছিল যে, তিনি ক্ষুধার যন্ত্রণায় পেটে পাথর বেঁধেছেন। ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করেছেন। এমন একটা সময় ছিল, যখন তিনি সবার কাছে বিশ্বাসী ও সত্যবাদী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। হযরত খাদিজা (রাযি.) এর মত সম্ভ্রান্ত নারী ছিলেন তাঁর স্ত্রী। সম্পদ ছিল, ক্ষমতা ছিল। কিন্তু উম্মতের জন্য সব ত্যাগ করেছেন। পেটে পাথর বেঁধেছেন। তালি দেয়া জামা পড়েছেন। চারদিন পর্যন্ত ঘরে খাওয়ার মতো কিছু ছিল না। দুইমাস পর্যন্ত ঘরে চুলা জ্বলেনি। তবুও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের জন্য কেঁদেছেন। আর আমরা আজ কি করছি? আমরা আজ তাঁর আদর্শকে জবাই করছি। আমরা কেমন অকৃতজ্ঞ যে, এমন নবীর আদর্শ ছেড়ে ইহুদী নাসারাদের আদর্শ গ্রহণ করছি?

প্রিয় ভাই ও বোন! আমরা গাফলতির মধ্যে পড়ে আছি। এখনই আমাদের গাফলতি থেকে বের হতে হবে। সম্মান যখন আল্লাহর গোলামীতে। কামিয়াবী যখন আল্লাহর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মহান আদর্শে। তখন আমাদের দায়িত্ব হলো আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র আদর্শে জীবন সাজানো।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, আমার বান্দা! তোমরা আমার আনুগত্য করো। আমার আনুগত্যের মধ্যেই রয়েছে তোমাদের কামিয়াবী। তোমাদের সফলতা। আমার অবাধ্যতা, আমার নাফরমানীতে রয়েছে তোমাদের জন্য ধ্বংস। তাই আসুন আল্লাহর আনুগত্য করি।

আল্লাহর আনুগত্যের মর্যাদা

প্রিয় ভাই ও বোন!

সকল কল্যাণ অকল্যাণের মূল হচ্ছে মহান রাব্বুল আলামীনের বন্দেগী ও আনুগত্য। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে তাঁর আনুগত্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। সে একই উদ্দেশ্যে তিনি নবী রাসূলগণ প্রেরণ করেছেন। যাতে তাঁরা মানুষকে সব রকমের গুনাহ থেকে মুক্ত করে আল্লাহর পরিচয় ও তাঁর নূরের দিকে নিয়ে যান। আর এতে করে বান্দা দুনিয়ার যিন্দেগীতে আল্লাহ তায়ালার অনুগত বান্দা হয়ে চিরশান্তির জান্নাতের মালিক হতে পারে। এগুলো আল্লাহ তায়ালা মুত্তাকীদের জন্য পুরস্কার হিসেবে রেখেছেন।

আল্লাহ তায়ালাতো মানুষকে অহেতুক সৃষ্টি করেন নাই। তিনি অন্যায়কারীকে শাস্তি দিবেন। আর সৎকর্মশীলদের উত্তম পুরস্কার দিবেন। যদিও মহান রাব্বুল আলামীন কারও আনুগত্যের মুখাপেক্ষী নন এবং কারও অবাধ্যতাও আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারে না। কিংবা আল্লাহর মহত্বে ও বড়ত্বে কোনরূপ আঘাত হানেনা। মানুষ দম্ভ-অহংকারে তাঁর আনুগত্য ছিন্ন করলে তাতে তাঁর কিছু ক্ষতি হয় না। স্বয়ং নূরের ফেরেশতারাই তো দিনরাত অব্যাহতভাবে আল্লাহ তায়ালার তাসবীহ ও গুণগান গাইছেন। তাই যে ভাল করবে, তাতে বান্দার নিজের লাভ। আর যে খারাপ করবে, তাতে নিজের ক্ষতি। বস্তুত আল্লাহ তায়ালা তো বে-নিয়ায। অমুখাপেক্ষী। আর আমরা সবাই আল্লাহ তায়ালার গোলাম, তাঁর মুখাপেক্ষী।

কি বিস্ময়কর ব্যাপার! আমরা যদি একটি গোলাম খরিদ করি। তাহলে আমরা চাই যে, সে গোলাম যেন সম্পূর্ণ অনুগত থাকে। নিজের সব আদেশ মেনে চলে। খেদমতও দায়িত্ব যথাযথভাবে আঞ্জাম দেয়। মনিবের প্রতি যেন অনুগত থাকে। আবার মনিবও তার সামান্য পদস্খলন সহ্য করে না। অনিয়ম করলে গোলামের উপর রাগান্বিত হয়। কখনও গোলামের ভাতা কিংবা খাবারও বন্ধ করে দেয়। অথবা তাকে বিতাড়িত করে। দুনিয়ার মনিব যখন তার ক্রয়কৃত গোলামের প্রতি এতটা কঠিন। নিজের কাজগুলো পূর্ণাঙ্গভাবে করিয়ে নেয়, অবাধ্য হলে কঠিন পরিণতি ভোগ করতে হয়। তাহলে আমরা আমাদের আসল মুনিবের, মহান রবের

আনুগত্য করতে দ্বিধা করি কেন? যিনি আমাদের এত নেয়ামত দান করেছেন। অথচ আমাদের অবাধ্যতার সীমা নেই। তবুও তিনি আমাদের প্রতি সেই নেয়ামত ও অনুগ্রহসমূহ বন্ধ করেন নাই। এ নেয়ামতগুলো না থাকলে আমাদের ধ্বংসই ছিল অবধারিত। অথচ একটি মাত্র অপরাধের জন্যও তিনি আমাদের শক্তভাবে পাকড়াও করতে পারেন। কিন্তু তিনি তা করেন না। বরং আমাদের অবকাশ দেন। যাতে আমরা তওবা করতে পারি। আর বান্দার তওবা আল্লাহ তায়ালা কবুল করেন। প্রকৃত জ্ঞানীতো সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা ও অনুগ্রহের দিকে অগ্রসর হয়। আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যকে সব কিছুর উপর প্রাধান্য দেয়। কখনও কোন গুনাহ হয়ে গেলেও তওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে।

হযরত আবু দারদা (রাযি.) হযরত কাব আহবার (রাযি.) কে বললেন, ভাই! আমাকে কিছু নসিহত শোনান। হযরত কাব আহবার (রাযি.) বললেন, আল্লাহ পাক বলেন, নেককারগণ আমাকে দেখার জন্য পাগলপারা। আর আমিও তাদের সঙ্গে মিলনের জন্য তাদের চেয়ে অধিক পাগলপারা। যে আমাকে তালাশ করে সে আমাকে পায়।

ইমাম গাজালী (রহ.) লিখেন। নেককার বান্দা তার জীবনের রোখ সম্পূর্ণ ভাবে আল্লাহ তায়ালার দিকে করে দেয় এবং জীবনের বাগডোর সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে তুলে দেয়। কখনও কোন গুনাহ হয়ে গেলেও তৎক্ষণাৎ তওবা করে আপন স্রষ্টার দিকে রুজু করে। আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না। সে আল্লাহর সব নেয়ামতের শোকুর ও আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর প্রিয়পাত্র হওয়ার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। থেমে যায় না। কারণ তার বুকভরা আশা থাকে, হয়ত সেও আল্লাহ তায়ালার প্রিয়দের একজন হিসেবে গণ্য হবে। তার কামনা থাকে এটাই যে, সে যেন আল্লাহ তায়ালার প্রিয় হতে পারে। বস্তুত যে আল্লাহর হয়ে যায়, আল্লাহও তার হয়ে যান।

হযরত আবু দারদা (রাযি.) কাব আহবার (রাযি.) থেকে নসিহত শুনছিলেন। আল্লাহ বলেছেন, নেককার বান্দা আমাকে দেখার জন্য পাগল পারা, আমিও তাদের সাথে মিলনের জন্য পাগলপারা। যে আমাকে তালাশ করে, আমাকে সে পায়। যে আমি ব্যতিত অন্য কাউকে তালাশ করে সেতো আমাকে পেতে পারেনা।

হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তায়ালা হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম কে বললেন, হে আমার নবী! দুনিয়াবাসীদের এ খবর শুনিয়ে দাও, যে আমাকে ভালবাসে, আমিও তাকে ভালবাসি। যে আমাকে স্মরণ করে, আনন্দ পায়, আমিও তাকে স্মরণ করে আনন্দ পাই। যে আমাকে সঙ্গী করে, আমিও তাকে সঙ্গী করি। যে আমাকে পছন্দ করে, আমিও তাকে পছন্দ করি। যে আমার আনুগত্য করে, আমি তার আনুগত্যের বিনিময় দান করি। আমি যদি দেখতে পাই যে, এক বান্দা আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। সে ভালবাসা আমি গ্রহণ করি। আমি এত বেশি মুহাব্বত করি যে, জগতে আর কেউও তার সমকক্ষ থাকে না।

অতঃপর হে আমার বান্দারা! অহংকার ও অহমিকার জাল ছিন্ন করে আমার দেওয়া সম্মান, আমার বন্ধুত্ব ও আমার সাথে মোহাব্বতের পথ গ্রহণ করো। আমার সাথে প্রেম করো, আমিও তোমাদের সাথে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হবো এবং আবদ্ধ করবো।

এক বুযুর্গ বলেছেন, হাদীসে কুদসিতে আছে, আল্লাহ তায়ালা বলেন, যে ব্যক্তির অন্তরে আমার স্মরণ ও আমার যিকিরের প্রতি অধিক আগ্রহ ও আকর্ষণ লক্ষ্য করি, তার যিম্মাদার আমি হয়ে যাই। আমি তার যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করি। সর্বদা তার তত্ত্বাবধান করি। তার সাথে কথা বলি এবং তাকে ভালবাসি।

ইমাম গাজালী (রহ.) বলেন, মৃত্যুর সময় প্রতিটি রূহ প্রচণ্ড পিপাসায় অস্থির হয়ে যায় এবং এ অবস্থায়ই দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়। কিন্তু একমাত্র আল্লাহর যিকিরকারী ব্যক্তি তখন পিপাসার্ত হয় না।

এক বুযুর্গের অন্তিম সময়ে তার এক বন্ধু তাকে কালেমা পাঠ করার জন্য তালকীন করে। সে বুযুর্গ তা পাঠ না করে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। বন্ধু আবার তালকীন করতে থাকে, সে বুযুর্গ আবারও মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নেয়। তৃতীয়বার তালকীন করলে তিনি স্পষ্ট অস্বীকার করে বললেন, না। বন্ধু এতে অত্যন্ত মনক্ষুণ্ন হন। কিছুক্ষণ পর বুযুর্গের জ্ঞান ফিরে আসলে চোখ মেলে তিনি জানতে চান, তোমরা কি আমাকে কিছু পড়তে বলেছিলে? বন্ধু বললেন, হাঁ, আপনাকে কালেমা পড়ার জন্য

তিনবার বলা হয়েছিল দুইবার আপনি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। তৃতীবার স্পষ্ট অস্বীকার করেছেন।

বুযুর্গ বললেন, প্রকৃত ঘটনা এই যে, অভিশপ্ত ইবলিস এক পেয়ালা পানি হাতে আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে ছিল। বার বার সে পানির পাত্রটি আমার দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছিল। বলছিল, পানির প্রয়োজন আছে কি? আমি বললাম, হ্যাঁ আমার পানি লাগবে। তখন ইবলিস আমাকে বলল, তাহলে তুমি সাক্ষ্য দাও যে, ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর পুত্র। আমি তখন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। পুনরায় ইবলিস আমাকে সেই কথাই বলল, আমি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। তৃতীয়বার যখন সে একই কথার পুনরাবৃত্তি করলো, তখন আমি স্পষ্ট ভাবে অস্বীকার করে বলেছি, না, কিছুতেই এ সাক্ষী আমি দেব না। তারপর ইবলিস পেয়ালাটি জমিনের উপর সজোরে নিক্ষেপ করে পালিয়ে যায়। তোমাদের তালকীনের সময় আমি আসলে শয়তানের প্রতারণাকে প্রত্যাখ্যান করছিলাম। কালেমার তালকীনকে নয়। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

তো ভাই ও বোন! শয়তান মানুষের চির শত্রু। তাই শয়তানের প্রবঞ্চনা থেকে বেচে থাকতে হবে। আল্লাহ তায়ালা যেন শয়তানের ধোঁকা থেকে আমাদের পানাহ দেন। আল্লাহ তায়ালার যিকিরও স্মরণ যদি আমাদের অন্তরে জারি থাকে। তাহলে শয়তানের ধোঁকা আমাদের ঘায়েল করতে পারবে না। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাযত করুন, আমীন।

দুনিয়া প্রতারণার বাজার

প্রিয় ভাই ও বোন!

দুনিয়া হলো প্রতারণার বাজার। দুনিয়ার ধোঁকায় যে পড়েছে। তার পরকাল বরবাদ হয়েছে। দুনিয়া তার সবকিছু কেড়ে নিয়ে নিঃস্ব করে কবরে আছড়ে ফেলেছে। খালি হাতে কবরে গিয়ে বুঝেছে, সে দুনিয়াতে কত বড় প্রতারণার স্বীকার হয়েছিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, প্রকৃত বুদ্ধিমান তো সে, যে নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের

জন্য প্রস্তুতি নেয়। আমল আখলাক ও এবাদত বন্দেগীতে নিমগ্ন থাকে। আর বোকা হচ্ছে সে যে নিজের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে, অথচ আল্লাহর কাছে বহু কিছু পেতে আশাবাদী থাকে।

দুনিয়ার সামান্যতম আরাম আয়েশকে পেয়ে যে পরকাল ভুলে গেলো, সে অচিরেই দুনিয়ার জীবনের ব্যাপারে আফসোস করবে। অথচ আমরা কত বোকা? দুনিয়া হাসিল না হলে আমরা কতই না আফসোস করি। বলুন তো এ দুনিয়া কোন দুনিয়াদারকে নিশ্চিন্ত জীবন-যাপনের সুযোগ দিয়েছে? তারপরও মানুষ দুনিয়ার জন্য ব্যাকুল।

ইমাম গাজালী (রহ.) নিজ কিতাবে দুনিয়ার ব্যাপারে অনেক সুন্দর কথা লিখেছেন। আল্লাহর কসম, দুনিয়ার সব সম্পদ ও যদি কারও জন্য চিরস্থায়ীভাবে অর্জন হয় এবং নিরঙ্কুশ সচ্ছল জীবন অতিবাহিত করে, তবুও কোন বুদ্ধিমানের জন্য উচিত হবে না, দুনিয়ার পিছে পড়ে পরকাল বরবাদ করা। অথচ দুনিয়া সম্পূর্ণ ক্ষণস্থায়ী। এর ধ্বংস অনিবার্য।

আমি বিস্মিত হই, তাদের প্রতি, যারা জানে দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। জীবনও ক্ষণস্থায়ী। তারপরও তারা দুনিয়ার প্রেমিক। দুনিয়ার জন্য পাগল। কায়সার কিসরার কথাই বলি, তাদের বিশাল বিশাল অট্টালিকা তাদের সাথে কি আচরণ করেছে? দুনিয়ার প্রতারণা কি তাদেরকে বুঝিয়ে দেয় নাই, যে, এ ইমারত, এ বিলাস ভবন, তুমি তৈরী করিয়েছো। কিন্তু এ গুলো তোমার জন্য ক্ষণস্থায়ী? তাদের সেই অঢেল সম্পদের পাহাড় তাদের বহু সম্রাটকে জবাই করেছে। লাঞ্ছিত করেছে। তাদের অর্জিত সম্পদই তাদের জন্য আযাব হয়ে দেখা দিয়েছিল।

হে দুনিয়ার পাগল! সতর্ক হয়ে যাও। দুনিয়া অতি অল্প সময়ের জায়গা। যেখানে মুসাফির পথিক অল্প সময় অবস্থান করে। তারপর তা ছেড়ে চলে যেতে হয়।

এক মরুচারী বেদুইন লোক একটি গোত্রের নিকট যাত্রাবিরতি করে। গোত্রের লোকজন তাকে খাওয়া দাওয়া করায়। অতঃপর লোকটি একটি তাবুর ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়ে। গোত্রের লোকেরা একসময় তাবু সরিয়ে নিলো। তখন রোদ্রের তাপে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। সজাগ হয়ে সে বলতে থাকে, সন্দেহ নেই দুনিয়া একটি তাবুর ছায়ার মতো। একদিন এ ছায়া অবশ্যই খতম হয়ে যাবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালবাসে এবং দুনিয়ার দ্বারা আনন্দিত হয়, তার অন্তর থেকে আখেরাতের ভয় দূর হয়ে যায়।

এক আল্লাহওয়ালা নিজ সঙ্গীকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন, দুনিয়ার অপকারিতা সম্পর্কে তোমার কাছে ইলম আছে। তার পরও যদি তুমি দুনিয়ার মোহে পড়ে ঈমান একীন বরবাদ করে ফেলো এবং নেক আমল না করো। বড়ই অপরাধী হবে তুমি। দুনিয়া থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে যে যতটুকু দুঃখ ও আক্ষেপ করবে, আখেরাতে সে অনুপাতে তার হিসাব হবে। এমনিভাবে যে ব্যক্তি দুনিয়ার সম্পদের উপর আনন্দ উল্লাস করবে। আখেরাতে সেই অনুপাতে তার হিসাব হবে। আজকাল তো দেখা যায় মানুষ স্পষ্ট হারাম বিষয় সম্পর্কেও বলে থাকে। এগুলো তো কোন দোষের নয়। অথচ আমাদের পূর্বসুরী মহান বুযুর্গগণ হালাল বিষয়ের ব্যাপারে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করতেন। আর হারাম বস্তুতো তাদের দৃষ্টিতে বিষতুল্য ছিল।

হযরত উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.) এ কবিতাগুলো বলতেন,

نَهَارُكَ يَامَغْرُوْرُ نَوْمٌ وَغَفْلَةٌ

وَلَيْلُكَ نَوْمٌ وَالرَّدٰى لَكَ لَازِمٌ

ওহে ধোঁকা ও প্রতারণার শিকার! তোমার জীবনের দিনগুলোও নিদ্রা ও অবহেলায় কাটিয়ে দিচ্ছো! আর রাতের নিদ্রা তো স্বভাবত রয়েছেই। এই যদি হয় অবস্থা, তবে জেনে রাখ, তোমার ধ্বংস অনিবার্য!

يَغُرُّكَ مَايَفْنٰى وَتَفْرَحُ بِالْمُنٰى

كَمَا غَرَّسَ بِاللَّذَّاتِ فِى النَّوْمِ حَالِمُ

ক্ষণস্থায়ী ও ক্ষয়িষ্ণু এই দুনিয়া তোমাকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে, কামনা বাসনা ও কল্পনায় তুমি আনন্দে মেতে রয়েছো। তোমার এ আনন্দ উল্লাস ঘুমন্ত ব্যক্তির স্বপ্নের আনন্দের চেয়ে বেশি কিছু নয়।

شُغْلُكَ فِيْهَا سَوْفَ يُكْرَهُ غِبَّهُ

كَذٰلِكَ فِي الدُّنْيَا تَعِيْشُ الْبَهَائِمُ

আল্লাহ বিমুখ উল্লাসময় এই মত্ততা অচিরেই তোমাকে ছাড়তে হবে। তখন তোমার জন্য তা খুবই অসহনীয় হবে। বস্তুত দুনিয়াতে চতুস্পদ জন্তুরাই এমন জীবন অতিবাহিত করে থাকে।

তো ভাই ও বোনেরা! দুনিয়ার চাকচিক্যের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে যাওয়া থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখ। প্রাচুর্য ও লালসার ধোঁকায় পতিত হয়ো না। মহান রাব্বুল আলামীন তোমার জন্য যতটুকু নির্ধারিত করে দিয়েছেন, তুমি সে টুকুর উপর রাজি থাক। মূলত অল্পে তুষ্টি এমন এক সম্পদ যা কোনদিন শেষ হয় না। দুনিয়ার আরাম আয়েশের চাকচিক্য যদিও অপরূপ মনে হয়, কিন্তু স্থায়ীত্ব কতটুকু? দুনিয়ায় আমাদের স্থানও চিরস্থায়ী নয়। তাই আসুন পরকালীন জীবনের জন্য তৈরী হই। যেখানে অনন্তকাল থাকতে হবে।

দুনিয়ার জীবনে পরকালের প্রস্তুতি

প্রিয় ভাই ও বোন!

পরকালের প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্যই দুনিয়াতে আমাদের আগমন। এখানে আমরা অল্প সময়ের মুসাফির মাত্র। এ জগত মূলত একটি মুসাফিরখানা, অস্থায়ী নিবাস। এ দুনিয়া আমাদেরকে ছাড়তেই হবে। দুনিয়াকে যারা ভালবেসেছে, তারা পেরেশানীকে গ্রহণ করেছে। দুনিয়া যাদের দংশন করেছে, তারা কখনও শান্তি পায়নি। তাই দুনিয়ার মোহাব্বত থেকে নিজেকে বাঁচান।

এ দুনিয়ার বুকে এমন একটা দিন আসবে যেদিনের ভয়াবহতা বাচ্চাদেরকেও বৃদ্ধ বানিয়ে দিবে। সে দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আত্মপ্রকাশ করবেন। ফেরেশতাগণও দলে দলে এসে উপস্থিত হবে। তখন আল্লাহ তায়ালা ডেকে বলবেন, হে আমার বান্দারা! যেদিন আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি শুধু তোমাদেরকে দেখে এসেছি। বলিনি কিছুই। রাতে জায়নামাযে দাঁড়িয়ে কে কে আমায় স্মরণ করেছো, তাও দেখেছি। কে কে গান বাদ্যের মজমায় দিন রাত পার

করেছো, তাও দেখেছি। তোমাদের চরিত্রের স্খলনও দেখেছি। তোমাদের জুলুম দেখেছি। তোমাদের বেহায়াপনা দেখেছি। হালাল-হারাম সত্য-মিথ্যা আর হক বাতিলকে কোন পথে চলেছো, আমি সবই দেখেছি। বলিনি কিছুই।

আজ বলার সময় এসেছে। প্রস্তুত হয়ে যাও। কি ভেবেছিলে? এ মহাবিশ্ব আপনা আপনি সৃষ্টি হয়েছে? তোমাদের দেহে যৌবনের উদ্যামতা আপনা আপনি এসেছে? অর্থ সম্পদ নিজেদের বুদ্ধি দিয়ে উপার্জন করেছিলে? দুনিয়াতে বড়ই লাগামহীন ছিলে তোমরা। আজ প্রস্তুত হও, তোমাদের সব অপকর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খনু হিসেব গ্রহণ করা হবে। প্রস্তুত হয়ে যাও, সে কঠিন সময়ের জন্য।

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! আল্লাহর ওয়াস্তে তওবার পথে আসুন। নিজেকে সেই কঠিন বিপদের সম্মুখীন করবেন না। আমরা জানিনা কোন সময় মৃত্যু আমার জীবন থামিয়ে দেয়। জীবন ফুরিয়ে যাবার আগে আমাদের এই অতি সংক্ষিপ্ত জীবনের দিনগুলি কাজে লাগাই। মনে রাখবেন, মহান রাব্বুল আলামীনের চেয়ে অধিক দয়ালু ও মেহেরবান আর কেউ নেই। মা তার সন্তানের প্রতি স্নেহের আচল যতই বিস্তৃত করুক। সন্তানের প্রতি পিতার স্নেহ যতই গভীর হোক, বান্দার প্রতি মাওলা পাকের স্নেহ ও দয়ার সঙ্গে তা মোটেই তুলনা হতে পারে না। অনুগত বান্দার প্রতি মহান রাব্বুল আলামীনের যে মেহেরবাণী বর্ষিত হয়, তার তুলনা সীমাহীন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নাফরমান বান্দার প্রতি যে দয়া, তার বিবরণ পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে। হে দাউদ! পাপিষ্ঠদেরকে সুসংবাদ দিন, যারা নিরাশ হয়ে পড়েছে। তারা ভগ্ন হৃদয়ে আশাহত হয়ে আছে। তারা নিজেদের পাহাড় পরিমাণ গুনাহের দিকে তাকিয়ে হতাশ হয়ে ভাবছে যে, তাদের আর তওবার সুযোগ নেই। তারা ভাবছে, তাদের তওবা আল্লাহর দরবারে আর কবুল হবে না। তাদেরকে সুসংবাদ দিন, তারা যদি তওবা করে, তাদের পাহাড় পরিমাণ গুনাহও আমার পক্ষে মাফ করে দেয়া মোটেও কঠিন নয়। তোমরা তওবা করো, নিজেদের গুনাহের জন্য, আল্লাহ তায়ালার দরবারে অনুতপ্ত হও, তারপর দেখ আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কিভাবে গ্রহণ করে নেয়।

এটা কতই না অন্যায় যে, আমরা সীমাহীন অবাধ্যতায় ডুবে থাকবো। সুদ ঘুষ ও অন্যায়ের জোয়ারে মত্ত থাকবো। আর রাত হলে নর্তকীর অশ্লীল নাচ গানের আসরের মধ্যমণী হয়ে কাটাবো। আর বলবো, নিরাশ হয়ো না, আল্লাহ তায়ালা বড়ই ক্ষমাশীল। কাজেই যা ইচ্ছা তাই করতে থাকো। এ ধারণা ঠিক নয়। শয়তানের ধোঁকা ছাড়া আর কিছু নয়। এটা আল্লাহ পাকের সাথে উপহাস ছাড়া কিছু নয়।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলছেন,

اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ

আমি কি করে মুসলমান আর মুজরীমকে এক পাল্লায় পরিমাপ করতে পারি?

এটা আমরা কিভাবে ভাবতে পারি? রাত ভর এবাদতকারী আর মদ পানকারীর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না? সুদখোর, ঘুষখোর, পরের ধন আত্মসাৎকারী। আর হালাল কামাইকারীদেরকে একই পাল্লায় পরিমাপ করা হবে? পর্দা পালনকারী আর বেপর্দা উশৃংখল নারীর বেলায় আল্লাহর বিচার এক হবে? হবে না। মহান রাব্বুল আলামীন বান্দার আমল অনুযায়ী বিচার করবেন।

আল্লাহ তায়ালার দয়ার দিকে তাকান, কত মমতায় আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে আহ্বান করছেন। অবাধ্য অপরাধীকে আমরা সম্বোধন করার সময় আমাদের কণ্ঠস্বর কঠিন হয়ে উঠে। এটা মানুষের স্বভাব। উস্তাদ ছাত্রের উপর রুষ্ট হন। মা-বাবা সন্তানের প্রতি রাগান্বিত হন। আর মহান রাব্বুল আলামীন, অসীম অনন্ত জগত জুড়ে যার রাজত্ব। যাঁর ক্ষমতা সীমাহীন। যাঁর দয়া ও অনুগ্রহের কোন শেষ নেই। যিনি মানুষের কল্পনারও অতীত এক সূক্ষ্ম ও সুতীব্র অস্তিত্বের অধিকারী। সেই মহান রাজাধিরাজ আল্লাহ তায়ালা তাঁর নাফরমান বান্দাকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়াই তো ছিল স্বাভাবিক। অবাধ্য বান্দার অবাধ্য দেহটিকে প্রচণ্ডভাবে পিষে দেয়াই তো ছিল স্বাভাবিক।

কিন্তু মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর নাফরমান বান্দাকে সম্বোধন করার ক্ষেত্রেও, জালেম, অবাধ্য, ইত্যাদি শব্দ পর্যন্ত ব্যবহার করেন নি। গভীর

মমতায় তাদেরকে আমার বান্দারা বলে সম্বোধন করেছেন। পবিত্র কোরআনে এভাবে বলেছেন,

يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ

হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছো, তোমরা আমার রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। (সূরা যুমার-৫৩)

মায়ের স্নেহ মাখা কণ্ঠে যেমন সন্তানকে ডাকে, তার চেয়েও বহুগুণ অধিক স্নেহ ও মোহাব্বত আল্লাহ তায়ালার, আমার বান্দা সম্বোধনের মধ্যে সুপ্ত রয়েছে।

প্রিয় ভাই ও বোন! আল্লাহ তায়ালা কতই না মমতাপূর্ণভাবে আমাদের ডাকছেন, আমার বান্দাগণ! যেন আল্লাহ তায়ালা তাঁর কোনো প্রিয় বান্দাকে ডাকছেন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা গোটা জীবনে কখনও নেক কাজ করোনি, অবাধ্য ছিলে, তোমরাও আমারই বান্দা। ভয় কি? শুধু একবার তওবা করো, তারপর দেখ, আমি কিভাবে তোমাদেরকে মাফ করি।

ঈমান সবচেয়ে বড় সম্পদ

প্রিয় ভাই ও বোন!

মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো ঈমান। অথচ আজ মানুষের কাছে সেই ঈমান সবচেয়ে বড় অবহেলার বস্তু। দু'চারশত টাকার জিনিস কিনে মানুষ তা হেফাযতের জন্য কত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কাচা মাছ, গোশত কিনে তা হেযাযতের জন্য ফ্রিজে সংরক্ষণ করে। সামান্য কয় টাকার কাপড় সংরক্ষণের জন্য হাজার হাজার টাকায় আলমারী তৈরী করে। আমার ভাই আমার বন্ধুগণ! দুনিয়ার সামান্য এ বস্তুগুলোর হেফাযতের জন্য আমাদেরতো আয়োজনের শেষ নাই। ফিকিরেরও কমতি নাই। কিন্তু অমূল্য সম্পদ ঈমান হেফাযতের জন্য আমাদের কি কোন আয়োজন ও ফিকির রয়েছে? এর হেফাযতের জন্য আমরা কি কোন চেষ্টা ও মেহনত করছি?

আজ আমরা চোখ দিয়ে কত গুনাহ করছি, কান দিয়ে কত অশ্লীল কথা গান শুনছি। জবান দিয়ে অশ্লীল কথা, মিথ্যা, চোগলখুরী করছি। হারাম বস্তু গ্রহণ করছি। যিনা, উলঙ্গপনা করছি। এগুলো দ্বারা আমাদের মূল্যবান সম্পদ ঈমানের ক্ষতি হলো। নিজের ঈমান ধ্বংস করে দেয়ার পর আমরা যতই অর্থবিত্ত ও সহায় সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করি না কেন? তাতে বিশেষ ফায়দা হবে না। দুনিয়ার এই তুচ্ছ বিষয়গুলো আপনার চূড়ান্ত মুক্তি ও কামিয়াবীর ব্যবস্থা করে দিতে পারবে না। তাই আমার অনুরোধ, নেক কাজ যতই ছোট হোক, তার প্রতি কখনও অবহেলা না করা, আমল করা। আর গুনাহ যতই ছোট হোক তা থেকে বেচে থাকা।

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, ওহে আমার বান্দাগণ! তোমরা যখন কোন নাফরমানী বা গুনাহ করো, সে গুনাহ ছোট হোক বা বড় হোক, তার প্রতি লক্ষ্য না করে দেখ, তাতে কার নাফরমানী করা হচ্ছে।

সন্দেহ নেই এতে আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী করা হচ্ছে; কাজেই সেই মহান জাতের প্রতি লক্ষ্য রেখে নাফরমানী বা গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা করে চলতে চেষ্টা করো। এর নামই হলো ঈমান। ছোট বড় সব প্রকার গুনাহ থেকে বেঁচে থাকাই হলো মজবুত ঈমান ওয়ালার পরিচয়।

প্রিয় ভাই ও বোন! মহান রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে ঈমান ও ইসলামের মত মূল্যবান সম্পদ দান করেছেন। এটি আমাদের উপর মহান রবের অনুগ্রহের এক অবিরাম রহমতের বর্ষণধারা। গোটা দুনিয়ার কাফির মুশরিকরা মুসলমানদের উছিলায় বেচে আছে। ইহুদী খৃষ্টান তথা দুনিয়ার সকল বিধর্মীরা এই মুসলমানদের উছিলাতেই দুনিয়াতে বিচরণ করছে। দুনিয়ার বুকে যদি মুসলমান না থাকতো। ঈমান ওয়ালা কোন মানুষ যদি দুনিয়াতে না থাকতো, তাহলে এই আসমান জমিন ভেঙ্গে পড়তো।

হাদীসে পাকে এরশাদ হচ্ছে,

لَاتَقُوْمُ السَّاعَةَ حَتّٰى لَايُتَالُ فِى الْاَرْضِ اَللّٰهُ اَللّٰهُ

পৃথিবীতে। যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলমান জীবিত থাকবে, সে মুসলমান যে স্তরেরই হোক না কেন, শুধু কালেমা ছাড়া আর কোন বিষয়ের সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক নেই। সে জানে এবং মানে যে আল্লাহ এক, মুহাম্মদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। এমন একজন মুসলমান ও যতদিন দুনিয়াতে জীবিত থাকবে, ততদিন কেয়ামত কায়েম হবে না।

এখনো আমাদের অধঃপতন এতটা ঘটেনি। কমবেশ কিছু না কিছু আমল আমাদের দ্বারা হয়ে থাকে। এই মুসলমান যতদিন জীবিত থাকবে, ততদিন এই সূর্য আলো বিকিরণ করে জগতকে আলোকময় করে রাখবে। চন্দ্র আপন কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করবে। বাতাস বইবে। মেঘ আকাশে ভেসে বেড়াবে। পৃথিবী ফুলে ফলে, ফসলে, আপন প্রাচুর্যে প্রাণময় হয়ে থাকবে। শীত বর্ষার পালাবদল চলতে থাকবে যথা নিয়মে।

কিন্তু যেদিন সেই ক্ষীণ ঈমানওয়ালা মুসলমানটিরও বিদায় ঘটবে, সেদিন আল্লাহ তায়ালার নিকট এ জগতের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে। এ জগততো ঈমান ওয়ালা মুসলমানের জন্যই। আল্লাহ তায়ালার নিকট একজন মুসলমানের মর্যাদা এতটাই বেশি। কাজেই নিজেদের সেই মর্যাদা সম্পর্কে আমাদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে, বিশ্বের সবচাইতে ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্রটি থেকে নিয়ে প্রবল পরাক্রমশালী আমেরিকা পর্যন্ত গোটা দুনিয়ার সমস্ত মানুষ মুসলমানদের উসিলায় বেচে আছে। দুনিয়ার প্রতিটা প্রাণীই মুসলমানদের উসিলায় রিযিক পাচ্ছে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মতগণ এ দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার পর আল্লাহ তায়ালার নিকট এ জগতের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে। দুনিয়ার কারও সাথেই মহান রাব্বুল আলামীনের আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। ঈমানের বিচারেই বান্দার সাথে আল্লাহ তায়ালার সম্পর্কের গভীরতা বিবেচিত হয়। ঈমানের সেই মহামূল্যবান সম্পদ আল্লাহ তায়ালা আমাদের দান করেছেন।

আমাদের একজন দরিদ্র মুসলমানও প্রকৃত বিচারে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের চেয়ে বহু গুনে ভাগ্যবান। কারণ সে আল্লাহ ও আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিচয় লাভ করেছে। কালেমাওয়ালা একজন মূর্খ ও আইনস্টাইনের মত বিজ্ঞানীর চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান। কারণ সে আল্লাহ তায়ালাকে চিনেছে। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে চিনেছে। পশ্চিমা বিশ্বের সব বিজ্ঞানীর চেয়ে একজন অক্ষর জ্ঞানহীন মুসলমান অনেক বেশি বিচক্ষণ। কারণ আখেরাতকে সে জেনেছে এবং আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় হাবীবকে মেনেছে। যে

ব্যক্তি মহান রাব্বুল আলামীনের পরিচয় লাভ করেছে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে শেষ নবী হিসেবে স্বীকার করেছে, তার চেয়ে বড় বুদ্ধিমান দুনিয়াতে আর কে হতে পারে?

প্রিয় ভাই ও বোন! আসুন আমরা আমাদের মর্যাদা বুঝতে চেষ্টা করি। মহান রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে ঈমানের মত মহামূল্যবান দৌলত দান করেছেন। আমাদেরকে এর মর্যাদা রক্ষা করতে হবে। আল্লাহ তায়ালার প্রতি পূর্ণাঙ্গ আনুগত্যই হলো বান্দার দায়িত্ব ও কর্তব্য। আমরা যদি আমাদের মর্যাদা ভুলে যাই, আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ভুলে যাই, তাহলে আমাদের থেকে বড় অকৃতজ্ঞ আর কে হতে পারে?

এই কাদা মাটির তৈরি আমার দেহ, আর ক্ষণস্থায়ী এ জগত মাত্র কয়েকদিনের এ দুনিয়া, যা কারও জন্য স্থায়ী হয়নি। এর জন্য জীবনের যাবতীয় শ্রম সাধনা ও সময় ব্যয় করে দেয়ার মধ্যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় কতটা পাওয়া যায় তা আমার বুঝে আসে না। কিন্তু নির্বুদ্ধিতা যে ষোল আনাই আছে, তাতে সন্দেহ নেই। তাই আসুন, আমরা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিই। আমরা আল্লাহর হয়ে যাই, আল্লাহ ও আমাদের হয়ে যাবেন। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন, আমীন।

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য

প্রিয় ভাই ও বোন!

একটু চিন্তা করুন, আল্লাহ পাক আমাদেরকে একটি উদ্দেশ্য নিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আমরা নিজ ইচ্ছায় সৃষ্টি হইনি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সৃষ্টি করেছেন। মানুষ তার এই সুন্দর আকৃতি নিজের ইচ্ছায় গ্রহণ করতে পারেনি। আল্লাহ পাকও আমাদেরকে কেমন অবয়বে সৃষ্টি করবেন সে বিষয়ে আমাদের পিতা-মাতা থেকে পরামর্শও গ্রহণ করেননি। তিনি আপন ইচ্ছায় আমাকে আপনাকে পৃথিবীর সকলকে সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। তিনি স্রষ্টা, তিনি তাঁর সৃষ্টিকে কেমন করে সৃষ্টি করবেন, তা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছাধীন। তিনি আরবীদেরকে আরবী, অনারবদেরকে অনারবী, নারীকে নারীর রূপে পুরুষকে পুরুষরূপে, সৃষ্টি করেছেন। রং-বর্ণ আর চেহারা-অবয়বে এই বৈচিত্র্যের সমাবেশ। কারও

নাক উঁচু, কারও নাক নিচু। কেউ সুন্দর, কেউ কালো। কেউ মোটা কেউ পাতলা। এই যে সৃষ্টির মাঝে বৈচিত্র্য, সবই আল্লাহ তায়ালার মহান কুদরতের বহিঃপ্রকাশ। এই জগত আল্লাহর, এই জগতের সব সৃষ্টি মহান আল্লাহর। আর এই সৃষ্টির মাঝে যত বৈচিত্রতা, সব মহান রাব্বুল আলামীনের একক কর্তৃত্বের মাঝেই ফুটে উঠে।

আজকের দুনিয়ায় মানুষের চোখে বিপুল অর্থবিত্তের মালিক হতে পারাই মনে করা হয় জীবনের চরম সফলতা। আর বিত্তহীন মানুষ তাদের চোখে একজন ব্যর্থ। কিন্তু জীবন সম্পর্কে আমাদের এই ব্যাখ্যা মোটেও আল্লাহ প্রদত্ত নয়। এটা মানুষের মনগড়া। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের জীবনের সফলতার যে চিত্র একে দিয়েছেন, তা হলো পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবন ধারা। আল্লাহ তায়ালার আদেশ নিষেধ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একনিষ্ঠ অনুসরণ ও অনুকরণীয় জীবনই হলো কামিয়াবীর পথ। এ জীবনের সাথে আল্লাহ ও আল্লাহর প্রিয় রাসূলের আদর্শের সাথে যত ব্যবধান থাকবে, সে ততই ব্যর্থ বলে বিবেচিত হবে। ব্যর্থ জীবনের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে বলেছেন,

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّهٗ مَنْ يُّحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا ذٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيْمُ

তারা কি একথা জেনে নেয়নি যে, আল্লাহর সাথে এবং আল্লাহর রাসূলের সাথে যে মোকাবেলা করে তার জন্য নির্ধারিত রয়েছে জাহান্নাম, তাতে সব সময় থাকবে। এটিই হলো ব্যর্থতা, মহা অপমান। (সূরা তওবা–৬৩)

অধিকাংশ মানুষ যদিও এই ধারণা পোষণ করে থাকে যে, ধন-সম্পদ ও দারিদ্রতাই মানুষের সম্মান ও লাঞ্চনার মাপকাঠি, কিন্তু, আল্লাহ পাক বলেছেন, আল্লাহ তাঁর রাসূলের অবাধ্য ব্যক্তির দুনিয়াবী সম্মান যতই থাকুক, পরিণামের বিচারে প্রকৃত লাঞ্চিত ব্যক্তি সেই।

একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে নামায পড়ছিলেন। সেদিন তিনি বসে বসে নামায পড়ছিলেন। হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) এসে দেখলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে বসে নামায পড়ছেন। হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.)

বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক। আপনি বসে বসে নামায পড়ছেন? জবাবে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেটের দিকে ইশারা করে বললেন, ক্ষুধা! ক্ষুধায় এতো কাতর হয়ে পড়েছি যে, এ পা দুটির উপর দাঁড়াতে ভরসা পাচ্ছি না।

আমার আপনার দৃষ্টিভঙ্গী ও রুচি অনুযায়ী যে ব্যক্তির নিকট ক্ষুধা নিবারণের জন্য এক টুকরো রুটি নেই, তার চেয়ে গরীব ও দরিদ্র ব্যক্তি আর কেউ নেই। অথচ দেখুন, আল্লাহর নবীর ব্যক্তিত্ব এমন মহান ছিলো যে, তাঁর আঙ্গুলের ইশারায় সুদূর আকাশের চাঁদ পর্যন্ত দ্বিখণ্ডিত হয়ে যেত। যিনি চাইলে উহুদ পাহাড় স্বর্ণে রূপান্তরিত হতো। তিনি ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতর। তিনি ক্ষুধা ও দারিদ্রতাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক খেজুর বাগানে গিয়ে উপস্থিত হলেন, সঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমরও ছিলেন। গাছের নিচে কিছু খেজুর পড়েছিল। সেগুলো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুড়িয়ে ঝেড়ে মুছে খেতে লাগলেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাযি.)কে বললেন, তুমি খাচ্ছো না যে? ইবনে ওমর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ক্ষুধা নেই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার কিন্তু যথেষ্ট ক্ষুধা রয়েছে, আজ চারদিন হতে চললো, এক লোকমা আহার ও আমার পেটে পড়েনি।

প্রিয় ভাই ও বোন!

এই পৃথিবীতে মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট তাঁর প্রিয় হাবীবের চেয়ে প্রিয় আর কেউ নেই। বলুন তো, নিজের প্রিয়জনকে কষ্টে ফেলে কেউ কি আনন্দ অনুভব করতে পারে? না, তা কখনও সম্ভব নয়। সেই আল্লাহর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, আমি চারদিন যাবত কিছুই খাইনি। কিন্তু আমি যদি চাইতাম, তাহলে গোটা দুনিয়ার সমস্ত খাজানা আমার হাতের মুঠোয় এনে দিতেন। কিন্তু, হে ইবনে ওমর! আমি তা চাইনা। তবে একটা সময় এমন আসবে, যখন মানুষের অবস্থা এমন সচ্ছল হবে যে, কয়েক বছর পর্যন্ত জীবন নির্বাহের মত সম্পদ মানুষের

হাতে থাকবে, কিন্তু তার পরেও আরও কিভাবে অর্জন করা যায় সে চিন্তায় ব্যস্ত থাকবে। তাদের একীন ও এখলাস বরবাদ হয়ে যাবে।

হে ভাই, হে বোন! বুঝতে পারছেন তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলতে চেয়েছেন? এখন তো আমাদের অবস্থা এমন হয়েছে যে, একশত বছরের সম্পদ জমা করার চিন্তায় পেরেশান। আর এই পেরেশানী তাকে নিয়ে যাচ্ছে হারাম উপার্জনের দিকে। অথচ এর পরিণাম বড় ভয়াবহ। এ হারাম উপার্জন করতে গিয়ে সে কতজনের হক নষ্ট করছে। কতজনের পেটে লাথি মারছে। হালাল হারাম বাছ বিচার করছে না। এসব থেকে আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন।

হালাল হারাম চেনো

প্রিয় ভাই ও বোন!

মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দকে আল্লাহ তায়ালা বান্দার আমলের উপর নির্ভরশীল করে রেখেছেন। আল্লাহ তায়ালার এ ফয়সালা গোটা দুনিয়ার সম্মিলিত শক্তির পক্ষেও পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। মানুষের আমল যখন মন্দ হয়ে যায়, আল্লাহ তায়ালা বান্দার দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতই বিপর্যস্ত করে রাখেন। ধন-সম্পদ কোন দিনই কাউকে আল্লাহ পাকের নিকট সম্মানিত করতে পারেনি। অথচ সম্পদের ধোঁকায় পড়ে আমরা যা খুশি তাই করছি। আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টির দিকে খেয়াল করিনা। কি করলে আল্লাহ তায়ালার আযাব গজবের সম্মুখীন হতে হয়। কোন কাজ করলে রহমতের দুয়ার খুলে যায়। এ সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণাই নেই। ফলে গোটা উম্মাহ আজ চরম বিপর্যয়কর এক অবস্থার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। আজ গোটা দুনিয়া আল্লাহ তায়ালার অপছন্দনীয় কর্মকাণ্ডে ভরে গেছে। সমাজের সর্বত্র অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার সয়লাব। জুলুমের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সুদ ঘুষের বাজার রমরমা। মিথ্যার দাপটে সত্য চাপা পড়ে যাচ্ছে। আল্লাহ তায়ালার অবাধ্যরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সর্বত্র। সত্যবাদীরা কোণঠাসা। সর্বত্র অস্থিরতা ও হাহাকার।

এ অবস্থার জন্য আমরাই দায়ী। আমরা দ্বীন থেকে দূরে সরে গেছি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শ ছেড়ে দিয়েছি। ইহুদী খৃষ্টান এবং হিন্দুদের কালচার আমরা রপ্ত করেছি। ফলাফল এই হলো যে, আমরা কাফেরদের দ্বারা সর্বত্র নির্যাতিত হচ্ছি।

হযরত মুসা আলাইহিস সালাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ! তোমার অসন্তুষ্টির আলামত কি?

আল্লাহ্ তায়ালা বললেন, আমার অসন্তুষ্টির আলামত হলো, তাদের জমিনে ফসল ফলবে। ফসল পেকে যাবে। এ অবস্থায় আমি বৃষ্টি দেব। ঝড়, শিলা দিব। মুহূর্তের মধ্যে সব পাকা ফসল ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যখন ফসল বৃষ্টির প্রয়োজন অনুভব করবে, তখন আমি বৃষ্টি বন্ধ করে দেব।

মুসা আলাইহিস সালাম জিজ্ঞেস করলেন, আর কি?

আল্লাহ্ তায়ালা বললেন, আর তাদের রাষ্ট্র ক্ষমতা অজ্ঞ ও অযোগ্য লোকদের হাতে তুলে দেব।

আর ধন-দৌলত তুলে দেব কৃপণদের হাতে। এ সম্পদ না তারা নিজেদের জন্য ব্যয় করবে, না গরীবদের দান করবে।

রাষ্ট্র ক্ষমতা এমন নাদান ও নির্বোধ লোকদের হাতে তুলে দেব। যারা দেশটাকে অত্যাচারে ভরে দেবে। যদিও তারা সঠিক করতে চায়, তাও ভুল হয়ে যাবে।

হযরত মুসা আলাইহিস সালাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সন্তুষ্টির আলামত কি?

আল্লাহ তায়ালা বললেন, ফসল যখন বৃষ্টি চায়, আমি তখন বৃষ্টি দেই।

এক বর্ণনায় আছে, এক ব্যক্তি পথ চলছিল, হঠাৎ সে শুনতে পেল, মেঘের মধ্যে থেকে আওয়াজ আসছে, যাও অমুকের বাগানে পানি দাও। লোকটি মেঘের পিছু নিল, মেঘ একটি পাহাড়ের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করল। পাহাড় থেকে গড়িয়ে পানিগুলো একটি নালায় এসে পড়ল। সম্মুখে একটি নীচু জমিন ছিল, সেখানে গিয়ে পড়ল। সেখানে একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল, সে কোদাল দিয়ে নালা করে পানি তার বাগানে নিয়ে নিল। লোকটি জিজ্ঞেস করল, ভাই, তুমি কি করছ? তোমার নাম কি? লোকটি তার নাম বলল। যে

ব্যক্তি মেঘের মধ্যে আওয়াজ শুনেছিল, সে বলল, আমি মেঘের মধ্যে আওয়াজ শোনলাম যে, অমুকের বাগানে পানি সেচ দাও।

বাগানওয়ালা লোকটি বলল, যদি ঘটনাটা এভাবে না ঘটত তাহলে আমি তোমাকে কখনও রহস্যটা বলতাম না। ব্যাপার হলো, আল্লাহ পাক আমাকে বাগান দান করেছেন। এখানে যে ফসল উৎপন্ন হয়, তা আমি তিন ভাগে ভাগ করি। এক ভাগ গরিব মিসকিনদের দান করি। এক ভাগ নিজে ভোগ করি। আর এক ভাগ পুনরায় এ বাগানের পেছনে ব্যয় করি।

এ ঘটনা দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম যে, ফসলের এক তৃতীয়াংশ পরবর্তী ফসলের পেছনে ব্যয় করা দরকার। তবেই ফসলের হক আদায় হবে। তো আল্লাহ পাক বললেন, বান্দা যখন আমাকে সন্তুষ্ট করে, তখন আমিও বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট থাকি। বান্দার দুনিয়াবী কল্যাণ আমি সম্পাদন করে দেই। বৃষ্টির যখন প্রয়োজন হয় তখন বৃষ্টি দেই। যখন বৃষ্টি ফসলের জন্য ক্ষতিকর হয় তখন বৃষ্টি আটকে রাখি।

আর বান্দা যখন আমাকে খুশি করে, আমি খুশি হই। শাসন ক্ষমতা জ্ঞানী লোকদের হাতে তুলে দেই। বিচক্ষণ, জনদরদী লোকদের হাতে তুলে দেই। আর ধন-সম্পদ দানশীল ও উদার লোকদের দান করি। তারা গরিবদের দান করে। তারা যাকাত দিয়ে দরিদ্রদের অর্থ কষ্ট লাঘব করে। এসব হলো আমার সন্তুষ্টির আলামত। এ ঘটনাটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

আমাদের উদাসীনতা

প্রিয় ভাই ও বোন!

আমরা যদি হাদীসের এ ঘটনাকে সামনে রেখে চিন্তা করি, তবে বর্তমান প্রেক্ষাপট আমাদের অবস্থান পরিষ্কার করে দেবে। চিন্তা করুন, আল্লাহ পাক আমাদের প্রতি কি পরিমাণ অসন্তুষ্ট হয়ে আছেন? আমার কথা শুনে আপনারা হয়তো ভাবছেন, হুজুর কি বলছে? আল্লাহ আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট, তা হুজুর জানলো কিভাবে?

বর্তমানে অবস্থাটা এমনই হয়ে গেছে যে, মাওলানারা যদি কোরআন হাদীস থেকেও কিছু বলেন, তাহলেও কিছু মানুষ বিশ্বাস করতে চায়না। মনে করে

হুজুর বুঝি নিজের বানানো কথা বলছেন। সে মানুষগুলো ধর্মীয় কথাগুলো নিজেদের মত না হলে অসন্তুষ্ট হয়। কোরআনও হাদীস অনুসারে জীবন গঠন করতে তারা কেন যে অপ্রস্তুত? আমার ভাবতে অবাক লাগে, এ মানুষগুলো নিজেরা তো কোরআন পড়েই না, বা পড়তে জানে না। আবার কোরআনের কথা শুনতে বা মানতেও চায় না। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ক্ষমা করুন। বুঝার, মানার তৌফিক দান করুন।

একবার কি ভেবেছি; হঠাৎ জ্বলোচ্ছ্বাস হয়ে সমুদ্রের পানি আমাদেরকে ভাসিয়ে নিচ্ছে কেন? আমরা যখন বৃষ্টির জন্য হাহাকার করি, তখন বৃষ্টি হয় না কেন? বৃষ্টি যখন আমাদের ফল ফসলের জন্য ক্ষতিকর হয়, তখন মুষলধারে বৃষ্টি আমাদের মাঠঘাট তলিয়ে দেয় কেন?

সমুদ্রের পানি কি এতই স্বাধীন যে, যখন যেদিক খুশি ছুটতে পারে? বাতাসের কি এত ক্ষমতা যে, সে প্রলয়ংকরী রূপ ধারণ করে সব তচনছ করে দেয়? এসব নিয়ন্ত্রণ করার মতো কি কেউ নেই? অবশ্যই আছেন।

এই পানির রব আল্লাহ। আল্লাহ তায়ালার হাতে সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ। বাতাসেরও তিনি নিয়ন্ত্রক। মেঘের ও তিনি নিয়ন্ত্রক। তিনি তাঁর ইচ্ছামত বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তিনি আপন ইচ্ছায় পানিকে প্রবাহিত করেন। এই বৃষ্টি, এই বাতাস কোন কোন সময় আমাদের বদ আমলের কারণে আযাব হিসেবে এসে পড়ে। এটা আমাদের বদ আমলের শাস্তি। মহান রাব্বুল আলামীন রাগান্বিত হলে আমাদের উপর দুনিয়াবী এ আযাব বর্ষণ করেন।

তাহলে আমাদের সামনে সিদ্ধান্ত কি?

সিদ্ধান্ত হলো আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করা। এ ছাড়া দুনিয়াও আখেরাতে আমাদের কোন সমস্যারই সমাধান হবে না। এটাই সত্য, এটাই বাস্তব।

মনে করুন বৃষ্টির গজব, ঝড় তুফানের গজব সহ আরও অসংখ্য গজব সয়ে গেলেন। অবাধ্যতাই করে গেলেন। শিক্ষা নিলেন না। কিন্তু মৃত্যুকে তো এড়ানো যাবে না। নাকি যাবে? যাবে না। মৃত্যু থেকে বাঁচতে কেউ পারেনি। এ দুনিয়া কি একদিন হাতছাড়া হবে না? কেয়ামত কায়েম হবে না? হিসেবের পাল্লা কি স্থাপিত হবে না? জান্নাত জাহান্নাম আমার ভাগ্যের চূড়ান্ত ফয়সালা কি হবে না?

আল্লাহ তায়ালা কি শেষ বিচারের দিন আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না? দুনিয়াতে কি কি কাজ করে এসেছো? কি জবাব দিবেন তখন? আল্লাহকে সঙ্গে নেয়া ছাড়াও যদি অঢেল ধন সম্পদও যদি পেয়ে যান, তারপরও কি সমস্যার সমাধান হয়ে গেলো? না, এটা সমাধান নয়। আমার ভাই ও বোনেরা! আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা ঠিক করার ব্যাপারে আমরা আল্লাহ তায়ালার দয়ার মোহতাজ। তিনি কারও মোহতাজ নন। আমরা প্রতিটা ক্ষেত্রে পদে পদে আল্লাহ তায়ালার মুহতাজ। পবিত্র কুরআনে বলা হচ্ছে,

يَاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللهِ ۚ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ

হে মানবজাতি! তোমরা সবাই ফকীর ও মুহতাজ, আল্লাহই শুধু অমুখাপেক্ষী। তিনি কারও মোহতাজ নন। (সূরা ফাতির, ১৫)

আমাদের ইচ্ছা আল্লাহ ব্যতিত পূর্ণ হয় না। কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তা তিনি কারো ইচ্ছা ছাড়াই করেন। আল্লাহও ইচ্ছা করেন, আমরাও ইচ্ছা করি, কিন্তু ঘটে তাই, যা আল্লাহ চান। আমাদের ইচ্ছা আল্লাহ ব্যতিত পূরণ হয় না এমতাবস্থায় আমাদের করণীয় কি?

وَاِنَّ سَلَّمْتَنِیْ فِيْمَا اُرِيْدُ كَفَيْتُكَ فِيْمَا تُرِيْدُ

এমতাবস্থায় তুমি যদি আমার ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ কর, তাহলে তোমার ইচ্ছার বাস্তবায়নে আমিই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাব। তুমি আমার হয়ে যাও, আমি তোমার সব করে দেব।

তোমরা অর্থের, সম্পদের, বিত্ত বৈভবের গোলাম হয়ো না। তোমরা বাড়ি গাড়ির গোলাম হয়ো না। টাকা-পয়সার গোলাম হয়ে গেলাম। আর আমরা মরে গেলাম। যেসব লোক এসবের সামনে মাথা ঝুকিয়ে দিল, সে ধ্বংস হয়ে গেল।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, হে আমার বান্দারা! এগুলোকে তোমরা খোদা বানিও না। তোমরা এসবের গোলাম হয়ো না। তোমরা একমাত্র আমার কাজ করো, তাহলে আমি তোমাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাব।

আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ

যে কোন নারীও পুরুষ সৎ কাজ করবে, এমন অবস্থায় যে, তার ঈমান আছে। তাহলে কি হবে? তাহলে, আল্লাহ তায়ালা তাকে দুনিয়াতে সুখের জীবন দান করবেন।

এর অর্থ এই নয় যে, কেউ নেক আমল করলে অনেক টাকা এসে পড়বে। এর অর্থ হলো, আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতে প্রশান্তির জীবন দান করবেন। এমন ব্যক্তির অন্তরকে আল্লাহ তায়ালা রাজা বানিয়ে দিবেন। তার জন্য নির্ধারিত দুনিয়া এসে তার পায়ে পড়বে। মাথায় উঠবে না। আখেরাত যার লক্ষ্য হয়, দুনিয়ায় তার শান্তির অভাব হয় না। পারমাণবিক শক্তি দ্বারা সমস্যার সমাধান হয় না। সমস্যার সমাধান হয় এখলাস দ্বারা। সমস্যার সমাধান হয় তওবা দ্বারা। সমস্যার সমাধান হয় নেক আমল দ্বারা। নফসের গোলামীতে কোন স্বাদ নেই। আছে পেরেশানী। অর্থ বিত্তের গোলামী সুখের জীবন নয়।

আল্লাহকে আমাদের প্রয়োজন

প্রিয় ভাই ও বোন!

এ জগতে সবচেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী হলো মানুষ। মানুষের চেয়ে মুখাপেক্ষী আর কোন সৃষ্টি নেই। আর যে মানুষ যত বড় মালদার, সে তত বেশি মুহতাজ। জগতে মানুষ যত বেশি উন্নতি করে, তার মুখাপেক্ষীতা তত বেড়ে যায়। গরীব মানুষ ঝুপড়ি ঘরে ইটের বালিশে ঘুমাতে পারে। আর টাকা ওয়ালাদের পাকা বিল্ডিং, খাট পালংক, ও এয়ার কন্ডিশনার না হলে তাদের চোখে ঘুম আসে না। গরীব মানুষ এক টুকরো রুটি বা এক মুঠো পান্তা ভাতও তৃপ্তি সহকারে খেতে পারে। কিন্তু ধনীরা পোলাও গোশত খেয়েও তৃপ্তির স্বাদ অনুভব করে না।

জগতে এমন কোন মানুষ নেই যে, নিজের সব কাজ নিজে আঞ্জাম দিতে পারে। বিত্তবানরা দাবী করে তারা স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিন্তু যখন তারা রোগে আক্রান্ত হয়। তখন ডাক্তারের চেম্বারে ছুটে যায়। বাড়ি-ঘর নির্মাণ করতে হলে মিস্ত্রির শরণাপন্ন হয়। স্বয়ংসম্পূর্ণ তো তাকে বলে, যার কোন প্রয়োজন পূরণে অন্যের দ্বারস্থ হতে হয় না।

এ জগতে সবচেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী আমি আর আপনি। স্বয়ংসম্পূর্ণ একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালা। এমতাবস্থায় তো আমাদের উচিত ছিল, এই যে, আমরা আমাদের প্রভুর সাথে সম্পর্ক মজবুত করা। কিন্তু তা না করে উল্টো আমরা তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করছি। আমরা আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করছি। তাঁর নাফরমানী করছি। বড় বড় গুনাহ করেও আমরা আল্লাহ তায়ালাকে রাগান্বিত করছি।

যখন মুয়াজ্জিন মসজিদের মিনার থেকে ডাকতে থাকে, হাইয় 'আলাছ্ছালাহ্, আসো নামায পড়ো। এখন তোমার নামায পড়ার সময়। কিন্তু আমরা ক'জনই বা সে ডাকে সাড়া দেই। অথচ এটা আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ। প্রতিদিন পাঁচবার আমরা আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করছি। অথচ আমরা ইহকাল পরকালে আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানীর সবচেয়ে বেশি মোহতাজ। বলুনতো, আপনি আপনার চাকরকে, বা কর্মচারীকে কত বেতন দেন? তিন হাজার, চার হাজার, পাঁচ হাজার বা আরও বেশি? সেই চাকরটা আপনার সামনে বসে আছে, আপনি তাকে ডাকলেন, সে আসল না। সে আপনার ডাক শুনেও আপনার কথার গুরুত্ব দিল না। একবার, দুবার, তিনবার, ডাকলেন, সে সাড়া দিল না। আপনার চাকর আপনার ডাকে কোন সাড়া দিল না। আপনি তাকে দ্বিতীয় দিন ডাকলেন। সে সাড়া দিল না। তৃতীয় দিনও এমনই হলো। এমন হৃদয়বান কে আছেন, যে এমন চাকরের চাকুরী বহাল রাখবেন? বলবেন, যাও ভাই, নিজের পথ দেখো। তোমাকে আমার কোন প্রয়োজন নেই। তোমার মত অহংকারী। অবাধ্য চাকরের আমার প্রয়োজন নেই।

বলুন তো আপনার বয়সের কতটা সময় পার করে এসেছেন? ত্রিশ বছর। চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর, বা আশি বছর?

আল্লাহ পাকের নির্দেশ ছিল, দিনে পাঁচ বার নামায পড়ার। মুয়াজ্জিন দিনে পাঁচবার ডাকেন। হাইয়্যা 'আলাছ্ছালাহ্। আসো বান্দা নামায পড়ো। ফজরে ডাকা হয়। যোহরে ডাকা হয়। আসরে ডাকা হয়। মাগরিবে ডাকা হয়। এশায় ডাকা হয়।

আল্লাহ বলেন, বান্দা তুমি ত্রিশ বছরে, চল্লিশ বা আশি বছরে একটিবারের জন্যও আমার নির্দেশ মাননি। মুয়াজ্জিন ডেকেছে তোমাকে নামাযের জন্য।

তুমি আসনি নামাযে। ফজর কাটিয়েছো আরামের ঘুমে। যোহর, আসর, মাগরিব, এশা পার করেছো তোমার কর্মব্যস্ততায়। নামাযের জন্য সময় হয়নি তোমার। বলুন তো, এ কথার কোন জবাব আছে আমাদের কাছে? যখন জিজ্ঞাসিত হবো এ ব্যাপারে, তখন কি জবাব দেব?

তারপরও মহান মালিক আমাদেরকেও তাঁর নেয়ামতের দ্বারা ভরিয়ে দিচ্ছেন। এরপরও মহান রাব্বুল আলামীন কোন বান্দাকে মাহরূম করছেন না। আমাদের এত অবাধ্যতায়ও তিনি রহমতের দুয়ার বন্ধ করছেন না। এটা যে আমাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার কত বড় মেহেরবানী। আমার অনবরত প্রত্যাখ্যানের পরও তিনি আমাকে রুটি খাওয়াচ্ছেন। আমাকে পানি পান করাচ্ছেন। সুখ নিদ্রা দিচ্ছেন। সুস্থতার নেয়ামত দান করছেন। ভালবাসার মত মানুষ দিয়েছেন। ছায়া দিচ্ছেন। বিপদে উদ্ধার করছেন। আলো দিচ্ছেন। অসংখ্য নেয়ামত দ্বারা আমাদের ভরিয়ে দিচ্ছেন। কত বড় মেহেরবান আল্লাহ, যে, এত নাফরমানী দেখেও আমাদের সবই দান করছেন।

কি হলো আমাদের! দুনিয়ার একটু সুখের জন্য সৃষ্টিকর্তাকেই ভুলে যাই। নাফরমানী করতে ভয় করি না! এত দুঃসাহস আমাদের? এত স্পর্ধা আমাদের? আমাদের এত অহংকার? অথচ যদি আল্লাহ পাক দুনিয়ার ব্যবস্থাপনাকে সামান্যতম হেরফের করে দেন, তাহলে আমাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠে। আমরা পুরোপুরি আল্লাহ তায়ালার দয়াও অনুকম্পার উপর নির্ভরশীল।

সমস্ত বিশ্ব চরাচর আল্লাহ পাকের আয়ত্বের মধ্যে রয়েছে। আল্লাহ পাকের শক্তি ও কবজার মধ্যে রয়েছে। আমাদের মাথার উপর পাঁচশত মাইল দীর্ঘ বাতাসের আবরণ রয়েছে। মহান রাব্বুল আলামীন যদি এ বাতাসকে ফিরিয়ে নেন, তাহলে মানুষ সহ পৃথিবীর সব প্রাণী এক সেকেন্ডের মধ্যেই দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে।

প্রিয় ভাই ও বোন! আমার জীবন যৌবন সবকিছু যদি বিসর্জন দিতে হয়, তবুও আমাদের মাকছাদ হওয়া উচিৎ আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি। আমাদের পথ হওয়া উচিৎ সিরাতে মুস্তাকিমের পথ। যে পথটি চলে গেছে জান্নাতের দিকে। আর এ পথের সন্ধান দিতে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে মানুষকে

দ্বীনের পথে ডাকছেন। তারা হলো, দাওয়াত ও তাবলীগ ওয়ালারা। মাদারিসে কওমিয়া। আমরা চাই, দুনিয়ার নেশায় মত্ত পুরুষ ও নারীরা ভেতর থেকে গুনাহের নেশা দূর করে ফেলুক। তারা আল্লাহর সত্তাকে মাকসাদ বানিয়ে জীবন অতিবাহিত করুক। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন, আমীন।

ভুল শিক্ষা

প্রিয় ভাই ও বোন!

আমাদের পিতা-মাতা আজ আমাদের কি রূপ ভুল মানসিকতা শিক্ষা দিচ্ছে। যদি উপার্জন না করো, তাহলে না খেয়ে মরে যাবে। কেউ বলছে না, বেটা, তুমি আল্লাহকে রাজি করো, তাহলে তোমার দুনিয়া ও আখেরাতে উভয়টাই গড়বে। আজ পিতা-মাতা সন্তানকে এই শিক্ষা দিচ্ছে না, তুমি আল্লাহকে মান্য করে চলো, এটাই আমাদের মাকসাদ হওয়া উচিৎ। সন্তানদের মাঝে এই মানসিকতা তৈরি করা ছেড়ে দিয়েছে। যেদিকেই তাকাবেন, শুধু দেখবেন সম্মান আর সম্পদ অর্জনের প্রতিযোগিতা। এ সবের পিছনে পৃথিবীর ঘূর্ণনের মতো আমরাও ছুটে বেড়াচ্ছি।

একদিন যাকে এ জগত ছেড়ে যেতে হবে, তার আবার এত সম্পদ, এত যশ খ্যাতির কি প্রয়োজন? এমন মানুষের গর্বই কি, অহংকারইবা কি? ক'দিন পরতো আমাদের অস্তিত্বই মুছে যাবে। কিছুদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর কবরের নাম নিশানাও মুছে যাবে। এ চকচকে চেহারাটা যখন পোকা মাকড়ের খাদ্য হবে, তখন ভেতর থেকে ভয়ানক কংকাল ও খুলিটা বেরিয়ে আসবে। মন কাড়া চোখ দুটি গলে গিয়ে কদাকার দুটি ছিদ্র তৈরি হবে। আর কোকিল কণ্ঠে গান গাইতো যে মুখ, মিষ্টি ভাষায় কথা বলত যে মুখটি, তার জায়গায় দেখা দেবে ভয়ংকর এক চোয়াল। দাঁতগুলো আর সুদর্শন দেহের খোলসটি ছাড়া আর কিছুই বাকি থাকবে না। তারপর মাটির উত্তাপ যখন বেড়ে যাবে, তখন হাড়গুলো চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। তারপর চূর্ণ হয়ে যাওয়া হাড়গুলো মাটি হয়ে যাবে। এমন হয়ে যাবে যেমন এক সময় আমার কোন অস্তিত্বই ছিল না। যেন কখনও ছিলামই না।

এমন হয়ে যাবে যে, মা জন্ম দিয়েছিলেন, সেই মা আমাকে ভুলে যাবে। যে পিতা কোলে পিঠে করে আগলে রেখেছিলেন সারাদিন, সারা রাত, সেই পিতাও ভুলে যাবেন। সন্তান ভুলে যাবে, আমাদের কোন পিতা ছিলেন, যিনি দিনে রাতে সন্তানের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ঝরিয়েছেন।

তো আমার ভাই ও বোন! আল্লাহ পাক বিশাল শক্তির অধিকারী মহান সত্ত্বা। এই বিশ্ব জগতের স্রষ্টা তিনি। আমরা তাঁর গোলাম। আমাদের কর্তব্য হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে সন্তুষ্ট করা। আমরা যদি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে পারি, তাহলে আমাদের দুনিয়াও গড়বে, আখেরাতও গড়বে। এজন্য আমাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে মাকসাদ বানিয়ে চলতে হবে এবং আল্লাহর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনাদর্শ অনুসরণ করতে হবে।

কিন্তু, আজ আমরা আমাদের মাকসাদ থেকে দূরে সরে গেছি। শুধু সরেই যাইনি- বহু দূরে চলে গেছি। আজ আমাদের পথ ও হারিয়ে গেছে, গন্তব্যও হারিয়ে গেছে। আমাদের সফরের সামানাও লুণ্ঠিত হয়ে গেছে। আমাদের কাফেলা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আমাদের না সামনের খবর আছে না পিছনের। দীর্ঘ সফরে গন্তব্য কোথায় জানি না।

আমরা সেই আনন্দ উপভোগ করতে শিখিনি, যা আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন।

আমরা সেই দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে শিখিনি, আল্লাহ তায়ালা যাতে সন্তুষ্ট হন।

আমরা আল্লাহর জন্য মরতে শিখিনি।

আমরা আল্লাহর জন্য নিজেকে মিটিয়ে দিতে শিখিনি।

আমরা আল্লাহর জন্য বাঁচতে শিখিনি।

মানুষ যদি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়, তাহলে আমাদের সমস্যার সমাধান হবে না। আমরা যদি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে পারি, তাহলে আমাদের সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। মানুষের পছন্দ অপছন্দ আমাদের কোনই লাভ ক্ষতি নেই। আমার লাভ ক্ষতি, কল্যাণ-অকল্যাণ সবই আল্লাহ

পাকের সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টির, পছন্দ অপছন্দের মাঝে নিহিত। আল্লাহ তায়ালা যা পছন্দ করেন, তাই আমাদের পছন্দ।

এক মেয়ের বিয়ে হয়েছে, তাকে বধূ সাজে সাজানো হয়েছে। বান্ধবীরা বলল, আজ তোমাকে খুবই সুন্দর লাগছে। একথা শুনে মেয়েটি কাঁদতে শুরু করল। বলল, তোমাদের ভাল লাগায় আমার কাজ হবে না। আমি যার জন্য সেজেছি, যতক্ষণ পর্যন্ত তার চোখে আমাকে ভাল না লাগবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার এ সাজসজ্জা কোন কাজেই আসবে না।

প্রিয় ভাই ও বোন আমার! এ হলো চোখওয়ালা অন্ধদের জগত। এ জগত হলো বোকাদের জগত। এ জগত হলো মূর্খদের জগত। এ জগত হলো ধোঁকাবাজদের জগত। এ জগত হলো মাতালদের জগত।

এ অন্ধ, পাগল, বোকা ও মূর্খদের চোখে ভালো লাগায় না কোন পুরুষের জীবন গড়বে, না কোন নারীর জীবন গড়বে। আমাদেরকে আল্লাহ তায়ালার বিচারে উত্তীর্ণ হতে হবে। আমাদেরকে আল্লাহর ভালো লাগা অর্জন করতে হবে, তবেই আমাদের কাজ বনে যাবে।

এরপর কেউ আমাকে চিনুক, আর না চিনুক। কেউ আমাকে মানুক আর না মানুক। কেউ আমাকে মূল্যায়ন করুক আর না করুক। কেউ আমাকে ভালবাসুক আর না বাসুক। এরপর কেউ যদি আমাকে ঘৃণাও করে। এরপর কেউ আমাকে সালাম করুক বা না করুক, তাতে আমাদের কোন রকম পরওয়া নেই। আল্লাহ পাকের ফয়সালা যদি আমার পক্ষে এসে যায়, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি যদি আমি অর্জন করতে পারি, তবে আমরা সফল।

এ সফলতা আপনাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে প্রিয়দের অন্তর্ভুক্ত করে দিবে। আপনাকে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির পরোয়ানা ধরিয়ে দেবে। আজীবন আপনাকে দুনিয়া আখেরাতের সুখ দান করবে। এটা ছাড়া বাকি সব ধোঁকা, প্রতারণা।

চোখ দুটি বন্ধ করে দেখুন, ভাবুন। দেখবেন, সব প্রতারণা। কিছুই স্থায়ী নয়। দুনিয়াটা প্রতারণার বাজার। আমরা এখানে ঘুরে ঘুরে দুনিয়ার ধোঁকাই অর্জন করছি। যা আমাদের সত্য বিমুখ করছে।

তো আমার ভাই ও বোন!

প্রত্যেক মুসলমান যদি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টির উপর চলে, তাহলে দুনিয়া জান্নাত হয়ে যাবে। অর্থ দ্বারা জান্নাত গড়ে না। বিত্ত দ্বারা সুখের উপকরণ কেনা যায়, সুখ কেনা যায় না। টাকা দ্বারা ঘুমের আরামদায়ক জায়গা কেনা যায়, ঘুম কেনা যায় না। অর্থ দ্বারা মর্যাদার উপকরণ কেনা যায়, মর্যাদা কেনা যায় না। জান্নাত, সুখ,-আনন্দ, মর্যাদা এসবের মালিক মহান আল্লাহ। যারা তাঁকে ও তাঁর প্রিয় হাবীবকে মান্য করে চলে, এসব আল্লাহ তায়ালা তাদের দান করেন।

এ দুনিয়া থেকে আমাদের চলে যেতে হবে। তাই পরকালিন জীবনের জন্য কিছু করুন। আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শে জীবন গঠন করুন। মুক্তি মিলে যাবে। আমরা সর্বশেষ নবীর উম্মত। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে আর কোন নবী রাসূল আসবে না। তিনি মানুষেরও নবী-নবীগণেরও নবী। জ্বীনদেরও নবী।

তাই আমাদেরকে শেষ নবীর উম্মত হিসেবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনুগত্য বরণ করে জীবন গড়তে হবে। কেয়ামত পর্যন্ত আরবী-অনারবী, ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়, আফ্রিকী যেই হোক, তাদের দুনিয়া ও আখেরাত তখন গড়বে, যখন মানুষ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনকে অবলম্বন করবে। অন্যথায় মানুষের দুনিয়া ও বরবাদ হবে, আখেরাতও বরবাদ হবে। কোরআনে পাকে বলা হচ্ছে,

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا

যে সকল লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করবে, তারা অবশ্যই মহা সাফল্যের অধিকারী হবে। (সূরা আহযাব, ৭১)

আল্লাহ তায়ালা আমাদের ঈমান ও আমলে দৃঢ়তা দান করুন। দুনিয়াও আখেরাতে আমাদের কবুল করুন। আমীন, সুম্মা আমীন।

বিন্নুরী লাইব্রেরী

৫০ বাংলাবাজার, পাঠকবন্ধু মার্কেট, ঢাকা